৯ জুন ২০১৬, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, ৩ রমজান ১৪৩৭, বর্ষ ২ বৃহস্পতিবার সংখ্যা ৩৫, পৃষ্ঠা ১৬, দাম ২ কাতারি রিয়াল, ৩০০ বাহরাইনি ফিলস

بروتوم آلو النسخة الخليجية الأسبوعية

সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

প্রথম আলো

The Most Popular Bangladeshi Newspaper **Prothom Alo Weekly Gulf Edition** Printed & Distributed by Dar Al Sharq, Qatar

কাতার ও বাহরাইনে প্রবাসীদের জন্য চাকরির খোঁজ দেখুন: পৃষ্ঠা-৬

ওরা ২৫ জন ও আইয়ুব বাচ্চু পৃষ্ঠা : ১৫

অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনতে শ্রমসংস্কার জরুরি পৃষ্ঠা : ৫

প্রজাপতি আর উড়বে না... পৃষ্ঠা : ১৪

www.prothom-alo.com Thursday, 9 June 2016, 26 Jaistha 1423, 3 Ramzan 1437, Year 2, Issue 35, Page 16, Price - Qatar: QR. 2, Bahrain: 300 Fils /DailyProthomAlo /ProthomAlo

পাঁচ লাখ কর্মী নিতে চায় সৌদি আরব

শরিফুল হাসান

- প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ দিনের সফরকালে সৌদি শ্রমমন্ত্রীর আগ্রহ প্রকাশ
- পেশাজাবী ও পুরুষ কর্মী নিতে চায় সৌদি আরব
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে

বাংলাদেশ থেকে পাঁচ লাখ শ্রমিক নিতে আগ্রহী সৌদি আরব। সৌদি সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় এ আগ্রহের কথা জানান সৌদি আরবের শ্রমমন্ত্রী মুফরেজ বিন সাদ আল-হাকবানি।

৫ জুন রাতে জেদ্দায় রয়্যাল কনফারেন্স প্যালেসে বৈঠকের পর সৌদি আরবের আগ্রহের কথা সাংবাদিকদের জানান প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম। এর আগে চলতি বছরের শুরুতে বাংলাদেশের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সৌদি আরব সফরে গেলে তখনো সৌদি আরব এমন ইঙ্গিত দিয়েছিল। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছেই আনুষ্ঠানিকভাবে এই আগ্রহের কথা জানিয়েছে সৌদি আরব। এ ছাড়া মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমাতেও দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে একমত হয়েছে।

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সৌদি আরবের শ্রমমন্ত্রী মুফরেজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলেন, 'বাংলাদেশি শ্রমিকেরা সৌদি আরবে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। প্রায় ৪২ হাজার নারী শ্রমিকও এখানে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। আমরা বাংলাদেশ থেকে আরও পাঁচ লাখ জনশক্তি নিতে আগ্রহী।'

বাংলাদেশ থেকে চিকিৎসক, শিক্ষক ও প্রকৌশলীদের নিয়োগ উন্মুক্ত করে দেওয়ার লক্ষ্যও সৌদি আরবের রয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন সৌদির শ্রমমন্ত্রী।

বৈঠকে শেখ হাসিনা ও মুফরেজ বিন সাদ আল-হাকবানি জনশক্তি রপ্তানি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনের জন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমানোর ব্যাপারে একমত হন বলেও জানান ইহসানুল করিম।

বৈঠকে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৌদি আরবের আরও বিনিয়োগ প্রত্যাশা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সৌদি আরব বাংলাদেশের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ রাজধানীর চারপাশে চক্রাকারে সড়কপথ, রেলপথ ও নৌপথ তৈরি প্রকল্পেও বিনিয়োগ করতে পারে।'

এর আগে রয়্যাল কনফারেন্স প্যালেসে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সৌদির সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী মো. আবদুল্লাহ এলায়েসার। এ সময় তিনি সৌদি আরব ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীদের মধ্যে তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী রয়েছেন। পাঁচ দিনের সফর শেষে ৭ জুন ঢাকায় ফেরেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, সৌদি আরবে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্য গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর দুপুরে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল নিয়ে সৌদি আরব গিয়েছিলেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী নুরুল ইসলাম। প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী ৩০ ডিসেম্বর রাজধানী রিয়াদে মুফরেজ বিন সাদ আল-হাকবানির সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে পুরুষ কর্মী, পেশাজীবীসহ কয়েক লাখ কর্মী নেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব জানায় সৌদি আরব। এরই ধারাবাহিকতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর এই সফরের আগেই জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) মহাপরিচালক সেলিম রেজার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সৌদি আরব ঘুরে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর এবং জনশক্তি নিয়োগের বিষয়ে সৌদি আরবের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্টের সদস্য, শেখ ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানি এবং বাবা আমির শেখ হামাদ বিন খলিফা আলথানি। এ সময় আমির ও বাবা আমির সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নেন। আলওয়াজবা প্রাসাদ থেকে ৬ জুন তোলা ছবি ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা

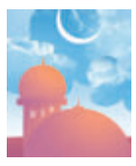

পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা

রমজান উপলক্ষে আমিরের বিশেষ ক্ষমা ঘোষণা

মুক্তি পাচ্ছেন কিছু অভিবাসী কারাবন্দী

কাতার প্রতিনিধি

পবিত্র মাহে রমজানের সূচনা উপলক্ষে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আলথানি বেশ কয়েকজন আসামিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে তাঁদের কারাগার থেকে মুক্তির প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের কর্মী ও শ্রমিক।

জানা গেছে, এসব আসামি বিভিন্ন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে নানা মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন। পবিত্র রমজান উপলক্ষে আমিরের বিশেষ ক্ষমায় মুক্তির আদেশের পর তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

আমিরের বিশেষ ক্ষমায় মুক্তি পাওয়া আসামিদের মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ফিলিপাইনের অভিবাসী কর্মী ও শ্রমিক রয়েছেন। তবে কোন দেশের কতজন অভিবাসীকে ক্ষমা করা হয়েছে, এর সুনির্দিষ্ট সংখ্যা এখনো জানা যায়নি।

কাতারের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম কিউএনএর এক খবরে বলা হয়েছে, শিগগিরই ক্ষমা পাওয়া আসামিদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে নিজ নিজ দেশের দূতাবাসগুলোতে পাঠানো হবে। তারপর তাদের মুক্তি দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

কাতারের ঐতিহ্য ও রীতি অনুযায়ী সাধারণত আমির প্রতিবছর দুবার বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কারাবন্দী আসামিদের ক্ষমা করে থাকেন। পবিত্র রমজান উপলক্ষে একবার তিনি বিশেষ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এ ছাড়া কাতারের জাতীয় দিবস ১৮ ডিসেম্বরে আরেকবার বিশেষ ক্ষমা ঘোষণা করা হবে।

সোনা-টেলিভিশনে মিলবে ছাড়

এনবিআরের নতুন বিধিমালা জারি

সুজয় মহাজন

জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২ জুন বৃহস্পতিবার ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করেছেন। তাতে বিভিন্ন উৎস থেকে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২ লাখ ৪৮ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা।

বাজেট উপস্থাপনের দিন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) একটি বিধিমালা জারি করেছে। তাতে কাতার, বাহরাইনসহ প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে। টেলিভিশন ও সোনা আনার ক্ষেত্রে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে। শুধু প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশি নন, বিদেশে বেড়াতে গিয়ে দেশে ফেরার সময়ও যে কেউ এ সুবিধা নিতে পারবেন।

এনবিআরের জারি করা বিধিমালা অনুযায়ী, এখন থেকে প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশি ও বিদেশ ভ্রমণকারী ব্যক্তিরা দেশে ফেরার সময় ২১ ইঞ্চি পর্যন্ত টেলিভিশন বিনা শুল্কে আনতে

২৩৪ গ্রাম সোনা আনা যাবে শুল্ক ছাড়া

২১ ইঞ্চি পর্যন্ত একটি টেলিভিশন বিনা শুল্কে আনার সুযোগ

পারবেন। পাশাপাশি ২৩৪ গ্রাম পর্যন্ত সোনার বার আনতে পারবেন, ভরি হিসেবে যা প্রায় ২০ ভরি। যাত্রী (অপর্যটক) ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা-২০১৬' এ সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা ব্যাগেজ রুল নামে পরিচিত।

এনবিআরের জারি করা বিধিমালা অনুযায়ী, বিদেশ থেকে ২১ ইঞ্চি পর্যন্ত একটি টেলিভিশন বিনা শুল্কে আনা যাবে। আগে এ ক্ষেত্রে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর ধার্য ছিল। ২১ ইঞ্চি পর্যন্ত একটি টেলিভিশন বিনা শুল্কে আনার সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি আকারভেদে অন্যান্য টেলিভিশনের শুল্কের পরিমাণও কমানো হয়েছে। এখন বিদেশ থেকে ২২-২৯ ইঞ্চির টেলিভিশন আনার ক্ষেত্রে ১৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ৫ হাজার, ৩০-৩৬ ইঞ্চির ক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকার পরিবর্তে ১০ হাজার, ৩৭-৪২ ইঞ্চির ক্ষেত্রে ৩০ হাজার টাকার পরিবর্তে ২০ হাজার, ৪৩-৪৬ ইঞ্চির ক্ষেত্রে ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে ৩০ হাজার, ৪৭-৫২ ইঞ্চির ক্ষেত্রে ৭০ হাজার টাকার পরিবর্তে ৫০ হাজার টাকা ও এর চেয়ে বড় আকারের টেলিভিশন আনার ক্ষেত্রে প্রতিটির জন্য ১ লাখ টাকার পরিবর্তে ৭০ হাজার টাকা কর নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশে ফেরার ক্ষেত্রে যাত্রীরা এসব টেলিভিশন একটি করে আনতে পারবেন।

নতুন বিধিমালায় সোনা আনার পরিমাণ ২০০ গ্রাম থেকে বাড়িয়ে ২৩৪ গ্রাম পর্যন্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতি ভরির জন্য ৩ হাজার

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

চম্পা এখন নারীদের অনুপ্রেরণা

আব্দুল কুদ্দুস, কক্সবাজার

মুরগির খামারে ডিম সংগ্রহের পাশাপাশি মুরগির যত্ন নিচ্ছেন চম্পা ● প্রথম আলো

সংসারে সচ্ছলতা আনতে স্বামী পাড়ি দেন দুবাই। কিন্তু স্বামীর পাঠানো টাকায় টানাটানির অবসান হলো না। নিজেই কিছু করার চেষ্টা করলেন। মুরগির খামার দিয়েই যাত্রা শুরু। তিন বছরের মাথায় বাড়ল পরিধি—যুক্ত হলেন মাছ চাষে। এরপর কবুতর পালন। মুরগি, মাছ ও কবুতর—এই তিনের জোরে ছয় বছরের মধ্যে তিনি হয়েছেন লাখপতি। এই গল্প কক্সবাজারের রামুর গৃহবধূ লোবেনা শারমিনের (৪০)। সবাই তাঁকে চেনেন চম্পা নামে। খুনিয়াপালং ইউনিয়নের ধেছুয়াপালং গ্রামে তাঁর বাড়ি।

চম্পা এখন সফল নারী উদ্যোক্তা। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম 'চম্পা পোলট্রি অ্যান্ড ফিশারিজ'। চম্পার সাফল্যের কথা আশপাশে ছড়িয়ে পড়লে গ্রামের অনেকে এগিয়ে আসছেন সমন্বিত খামার গড়তে। তাঁদের পথ বাতলে দিচ্ছেন তিনি। গত ৩০ মে চম্পার খামার দেখতে ধেছুয়াপালং গ্রামে গেলে কথা হয় তাঁর সঙ্গে।

চম্পা জানান, স্বামী আনোয়ারুল করিম চৌধুরী ২০০২ সাল থেকে দুবাই প্রবাসী। সেখান থেকে পাঠানো টাকায় সংসার ঠিকমতো চলছিল না। দুই সন্তান নিয়ে মাস শেষে টানাটানিতে পড়ে যাচ্ছিলেন। অনেকে ভেবে নিজে একটি মুরগির খামার করার চিন্তা করলেন। দুই লাখ টাকায় ঘরের পাশের জমিতে শুরু করেন লেয়ার মুরগির খামার। এর মধ্যে নিজের জমানো এক লাখ ও ধারের টাকা ছিল এক লাখ। টানা দুই মাস দিন-রাত পরিশ্রম করার পর শুরু হয় ডিম উৎপাদন। সময়টা ২০১০ সাল।

দিনে দিনে ডিমের উৎপাদন বাড়তে থাকে। বাড়ে খামারের পরিসর। তিন বছরে মুরগির সংখ্যা ৩৭৬ থেকে দাঁড়ায় দেড় হাজারে। এর মধ্যে খামারের ডালপালা মেলে। খামারের পাশের জমিতে পুকুরে কেটে হাতে দেন মাছ চাষে। তারও কিছুদিন পর কবুতর পালন শুরু করেন। তিনটি খাত থেকেই এখন আয় হচ্ছে তাঁর। বর্তমানে চম্পার তিনটি খামারে লেয়ার মুরগির সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। মুরগি থেকে দৈনিক ডিম উৎপাদিত হচ্ছে চার হাজারের বেশি। প্রতিটি ডিম ৭ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। এতে প্রতিদিন ডিম বিক্রি থেকে চম্পার আয় হচ্ছে প্রায় ২৫ হাজার টাকা। রামু উপজেলা ও কক্সবাজার শহরে বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হচ্ছে চম্পার খামারের মুরগির ডিম। রয়েছে দুটি পুকুর। প্রতি মাসে গড়ে মাছ বিক্রির আয় ১০ হাজার টাকা। আর মাসে চার হাজার টাকা আয় হয় কবুতর বিক্রি করে। সব খরচ বাদ দিয়ে মাসে তাঁর আয় দাঁড়ায় প্রায় দেড় লাখ টাকা। চম্পার এক একর আয়তনের খামারে এখন বিনিয়োগ ৪০ লাখ টাকা। এর মধ্যে ব্যাংক ঋণ ১০ লাখ টাকা। বাকি ৩০ লাখ টাকা খামারের আয় থেকে।

চম্পা বলেন, 'আমি যখন খামার করা শুরু করি। তখন কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। পরিশ্রম আর মনোবলকে বড় পুঁজি করে এগিয়েছি। একটাই চিন্তা ছিল মাথায় টাকা পানিতে না যায়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঘুমানো ছাড়া পুরোটা সময় দিয়েছি খামারে। যার ফল আমি হাতে হাতে পেয়েছি।'

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

পাঠকদের প্রতি

কাতার ও বাহরাইন পাঠকদের শুভেচ্ছা। *প্রথম আলোর* উপসাগরীয় সংস্করণে আমরা আপনাদের প্রবাস-জীবনের কথা, আপনাদের ভালো-মন্দ ও আনন্দ-বেদনা-উৎসবের কথা প্রকাশ করতে চাই। আপনারা সব রকমের কথা আমাদের লিখে পাঠান। এ ছাড়া জানান আপনাদের পরামর্শ। লেখা অবশ্যই পাঠাবেন ইউনিকোডে কিংবা পিডিএফ করে।

যোগাযোগ :
gulfedition@prothom-alo.info

ফেরত পণ্য গ্রহণ বা পরিবর্তনে অভিন্ন নীতিমালা

নীতিমালা বাস্তবায়নে দুই সপ্তাহ সময়

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের সব ব্যবসায়ীকে সরকারের নির্ধারণ করে দেওয়া পণ্য ফেরত, গ্রহণ বা বদলানোর ক্ষেত্রে অভিন্ন নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। আগামী মাস থেকে সরকারের এই নীতিমালা কার্যকর হবে।

এই নীতিমালা চালু হলে যেকোনো গ্রাহক কেনা পণ্য ফেরত দিতে পারবেন। পণ্য কেনার পর পণ্যের রং, আকার নিয়ে অসন্তুষ্টি, পণ্যের ত্রুটি অথবা যেকোনো কারণে পণ্য ফেরত দেওয়ার সুযোগ থাকবে ক্রেতার।

কাতারের অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে গ্রাহকেরা কোনো জবাবদিহি ছাড়াই পণ্য ফেরত দিতে পারবেন। এ ছাড়া দোকান থেকে কোনো পণ্য কেনার পর যদি একই পণ্য অন্য কোথাও অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রি হতে দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে প্রথম দোকানের মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন।

প্রতিটি বিপণিবিতানে পণ্য পরখ করে বা পরে দেখার জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকতে হবে। এ ছাড়া পণ্য ফেরত বা অদলবদল নীতিমালা প্রকাশ্যে প্রদর্শন করতে হবে। ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে পরিশোধিত অর্থ ওই কার্ডেই ফেরত দিতে হবে। চেক বা নগদ অর্থ ফেরত দিতে চাইলে সেটিও দেওয়া যাবে।

তবে অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে পণ্য ফেরত প্রদানের নির্ধারিত সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি। কাতারের অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে পণ্য কেনার সাত দিনের মধ্যে তা ফেরত নেয় বা পরিবর্তন করে দেয়।

বিজ্ঞপ্তিতে পণ্য ফেরতের সময় কেনার রসিদ প্রদর্শন করতে হবে কি না, সে ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

ভ্যাটিকানে শেইখা মোজা

কাতারের সাবেক ফার্স্টলেডি শেইখা মোজা বিনতে নাসের ৪ জুন ভ্যাটিকানে পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে শেইখা মোজা এবং পোপ শরণার্থী সংকট, সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে শিক্ষার গুরুত্ব এবং মুসলিম ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তধর্ম সংলাপ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। কাতার ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ও পোপ কাতার জাতীয় গ্রন্থাগার ডিজিটালাইজেশন এবং শত বছরের পুরোনো আরব বই ভ্যাটিকানে থাকা ইসলামি পাণ্ডুলিপি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে সই করেন ● রয়টার্স

এ সপ্তাহের কাতার

সূর্যাস্ত উপভোগ
ব্যস্ত জীবনের ভিড়ে সাগরতীর থেকে সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য উপভোগের সুযোগ কাজে লাগাতে চলে যেতে পারেন আলজখিরা বিচে। ১৭ জুন থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল চারটায় নৌকায় চড়ে ম্যানগ্রোভে সূর্যাস্তের ছবি দেখার অপূর্ব অভিজ্ঞতা হতে পারে আপনারও। এরপর বিচে সবাই মিলে পরস্পর ভাগাভাগি করে ইফতার করতে পারেন।

কাতারাজুড়ে রমজান উৎসব
কাতারায় রমজান উপলক্ষেশুরু হয়েছে মাসব্যাপী কর্মসূচি। এর মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা, ধর্মীয় প্রতিযোগিতাসহ নানা রকমের আয়োজনে সব বয়সের সবাই অংশ নিতে পারেন। প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে শুরু হয়ে গভীর রাত পর্যন্ত চলা নানা বৈচিত্র্যময় আয়োজন কাতারে বসবাসরত সবার বিনোদনের অন্যতম উপলক্ষ তৈরি করে। রমজানের আবহ ও আনন্দ উদ্‌যাপনের এমন সুবর্ণ সুযোগ কাতারাকে উৎসবমুখর করে তোলে প্রতিদিন।

রমজানে সময়সূচি
পবিত্র রমজান উপলক্ষে কাতারের সব সরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠান রবি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। পাসপোর্ট ও অভিবাসন অফিস সকাল ৮টা থেকে বেলা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ট্রাফিক বিভাগ সকাল আটটা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

কাতারে রমজানে ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধে ৩৫ টহল দল

কাতার প্রতিনিধি

কাতার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পবিত্র রমজান মাসে ভিক্ষুকদের দমন করার লক্ষ্যে দোহা শহরজুড়ে ৩৫টি টহল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ২০১৫ সালে নারী-পুরুষসহ ২৮০ জন ভিক্ষুককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) পুরো বিষয়টি তদারকি করছে।

সিআইডির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জামাল মোহাম্মাদ আল কাব্বি বলেন, ভিক্ষাবৃত্তির কাজ বন্ধ করতে নারী ও পুরুষ পুলিশ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত টহল দলগুলো ভিক্ষুকেরা বসতে পারে এমন সম্ভাব্য সব জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে। ভিক্ষুকদের ধরতে অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সদস্যরাও এই টহল দলের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে।

ব্রিগেডিয়ার জামাল আরও বলেন, এ ছাড়া নাগরিক ও অভিবাসীদের ভিক্ষুক সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তথ্য জানাতে দুটি হটলাইন-৩৩৬১৮৬২৭ ও ২৩৪৭৪৪৪ চালু করা হয়েছে।

সিআইডির মহাপরিচালক বলেন, কাতারে ভিক্ষাবৃত্তি একধরনের প্রতারণা যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এরপরও কিছু মানুষ ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে মানুষের সহানুভূতি লাভ করতে চায়। এরা মূলত পর শ্রমজীবী। এরা ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে বিশেষ করে রমজান মাসে কাতারে প্রবেশ করে। তারা মিথ্যা গল্প বানিয়ে বর্ণনা করে এবং জাল চিকিৎসা প্রতিবেদন দেখিয়ে অর্থ সাহায্য চায়। আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ মসজিদ নির্মাণের জন্য অথবা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বা তাদের দেশে বসবাসকারী এতিমদের পৃষ্ঠপোষকতার কথা বলেও ভিক্ষা করে থাকে। কিছু মানুষ ভিক্ষা করার জন্য নিম্নমানের পণ্যও বিক্রি করে থাকে।

সিআইডির ভিক্ষাবৃত্তি দমন বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ফার্স্ট লে. আবদুল্লাহ সাদ আল দোসারি জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় গত বছর বিভিন্ন মসজিদ, শপিং কমপ্লেক্স, জনপ্রিয় বিপণিবিতান ও আবাসিক এলাকা থেকে প্রায় ২৮০ জন ভিক্ষুককে ধরা হয়। ভিক্ষা প্রতিরোধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই অবৈধ কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আবদুল্লাহ সাদ আল দোসারি বলেন, কাতারের নাগরিক ও অভিবাসীদের অনুদান থেকে শুধু অনুমোদিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা দেওয়ার অনুমতি আছে।

সিআইডির তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, অধিকাংশ ভিক্ষুক পর্যটন ভিসায় কাতার প্রবেশ করে। এদের মধ্যে আবার কারও কারও কাছে প্রতিবেশী দেশে থাকার অনুমোদনও আছে।

আল দোসারি বলেন, 'কাতারে ভিক্ষা সামাজিক সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও ভিক্ষুকেরা জনগণের সহানুভূতি পেতে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে থাকে, যা নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।'

নাগরিকদের তথ্য নবায়নের আহ্বান

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্প্রতি নাগরিকদের তথ্য আবার নবায়নের আহ্বান জানিয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের ফেসবুক পাতায় জানিয়েছে, নাগরিকদের পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভ্রমণ-সংক্রান্ত তথ্য বিভাগ এবং এর অন্যান্য শাখার সমন্বিত সেবাকেন্দ্রে নবায়ন করা যাবে। এতে বলা হয়, ভোর ছয়টা থেকে সকাল দশটার মধ্যে পাসপোর্টের জন্য আবেদন করলে ওই দিনই পাসপোর্ট দেওয়া হবে। অন্যথায় যাঁরা এই সময়ের পরে পাসপোর্ট নবায়নের আবেদন করবেন, তাঁদের পাসপোর্ট পরের দিন দেওয়া হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, জাতীয় পরিচয়পত্র নবায়নের কাজ সমন্বিত সেবাকেন্দ্রের বিভিন্ন শাখায় করা যাবে। এ নথিপত্র ছাপার কাজ আলওয়াকরা, আলশাহানিয়া, আলরাইয়ান, মিসাইমির, আলখোর, উম্মসালাল ও আলদাইয়িন কেন্দ্রে করা হবে।

শিগগিরই নতুন স্বাস্থ্যবিমা আইন বাস্তবায়ন

খসড়া আইন মন্ত্রিসভায় উঠছে এ মাসেই

কাতার প্রতিনিধি

কাতার জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নতুন স্বাস্থ্যবিমা আইন সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করছে। ইতিমধ্যে আইনের একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে। খসড়া প্রস্তাবটি চলতি জুন মাসেই মন্ত্রিসভায় উত্থাপন করা হবে। একই সঙ্গে নতুন বিমা ব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচি আগামী বছর থেকে চালু করা হবে।

নতুন স্বাস্থ্যবিমা আইন ২০১৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জাতীয় স্বাস্থ্যবিমা পরিকল্পনার (সেহা) স্থলাভিষিক্ত হবে। এ ছাড়া বেসরকারি বিমা কোম্পানির স্বাস্থ্যবিমা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানির (এনএইচআইসি) কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ব্যাপক পরিসরে স্বাস্থ্যবিমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব আইনি কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খসড়া আইনের কৌশল ও নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানি যাতে সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে পারে, সে জন্য বিমা কোম্পানিগুলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের দক্ষতা ও পেশাদারত্বের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যবিমা সেবা দিয়ে থাকে। অন্যদিকে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার একটি কমিটি স্বাস্থ্যবিমা আইন জারির বেসরকারি কোম্পানি থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, নতুন প্রণীত স্বাস্থ্যবিমা ব্যবস্থায় কঠোর মান নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বিমা ব্যবস্থার সহজ, সর্বজন গ্রহণযোগ্য ও বহুমুখী সুবিধার সঙ্গে নাগরিকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ চলছে। কাতার জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নতুন স্বাস্থ্যবিমা ব্যবস্থার প্রতি মানুষ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে শিগগিরই একটি জরিপ পরিচালনার কাজ শুরু করবে। আগামী জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জরিপ চালানো হবে।

শীতাতপনিয়ন্ত্রণ-যন্ত্রের ৯৩ ব্র্যান্ডের অনুমোদন

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের পৌরসভা ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় ১ জুন বিদ্যুৎসাশ্রয়ী শীতাতপনিয়ন্ত্রণ-যন্ত্রের ৯৩টি ব্র্যান্ডের অনুমোদন করেছে। আগামী ১ জুলাই থেকে সব পুরোনো মডেলের এয়ারকন্ডিশনার নিষিদ্ধ করা হবে।

কাতার নিউজ এজেন্সি জানায়, মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাতারের প্রধান ও প্রমিতকরণ কর্তৃপক্ষ (কিউএস) নতুন প্রবিধানের অধীনে নিবন্ধনের জন্য ১৯৮টি ব্র্যান্ডের আবেদনপত্র পেয়েছে। এদের মধ্যে ১০৫টি ব্র্যান্ডের মান ও নির্দিষ্টকরণের নীতি এবং শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়েছে বলে তাদের অনুমোদন দেওয়া হয়নি।

স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যয় কমানোর পরিকল্পনা

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমানোর পরিকল্পনা করছে সরকার। গত ২৫ মে একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, কাতার স্বাস্থ্যসেবা খাতে নতুন সুবিধা দেওয়ার জন্য যে ব্যয় ধার্য করেছিল তার পরিমাণ চলতি বছর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কমাতে যাচ্ছে।

> স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমানো হচ্ছে মূলত পরিকল্পনা, নকশা, অবকাঠামো ও পরিবহন-সংক্রান্ত প্রকল্প এবং কাতারের জন-উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বার্থে

সরকারে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমানোর জন্য যুক্তি হিসেবে দেখাচ্ছে ব্যাপক হারে জ্বালানির মূল্যহ্রাস ও বিশ্বকাপ আয়োজনের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের বর্ধিত খরচকে।

কাতার বিশ্বের সর্বোচ্চ তরল গ্যাস রপ্তানিকারক এবং অন্যতম উচ্চ গড় মাথাপিছু আয়ের দেশ। এ বছর প্রায় ৪ হাজার ৬৫০ কোটি রিয়াল (প্রায় ১ হাজার ২৮০ কোটি মার্কিন ডলার) বাজেট ঘাটতির মুখে পড়ে। এর মূলে রয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমাগতভাবে তেল ও গ্যাসের মূল্য হ্রাস। এ ছাড়া অন্য উপসাগরীয় অঞ্চলগুলোর মতো এই চার বছরে তাদের প্রথম বন্ডের বিলি মূল্য প্রকাশ করা হবে। এটি আন্তর্জাতিক বাজারে নতুন একটি মাত্রা যোগ করবে। কিন্তু এই বিলি মূল্য কমাতে রাষ্ট্র অগ্রাধিকার দিচ্ছে না এবং খরচ করতে চাচ্ছে না।

কাতারের জনপ্রশাসন বিভাগের চুক্তি ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার প্রধান উপদেষ্টা আহমাদ আলআনসারি বলেন, 'বিশ্ববাজারে ক্রমহ্রাসমান তেল ও গ্যাসের দামের কারণে সরকারকে অগ্রাধিকার প্রকল্পের নতুন কাঠামো ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। আমরা আশগালের গৃহীত কোনো কর্মসূচি বাতিল করিনি। বরং আমরা তা আরও বর্ধিত করেছি। আমরা শুধু আমাদের এই বছরে গৃহীত কিছু প্রকল্প ধীরেসুস্থে শেষ করার চেষ্টা করছি।'

আশগালের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমানো হচ্ছে মূলত পরিকল্পনা, নকশা, অবকাঠামো ও পরিবহন-সংক্রান্ত প্রকল্প এবং কাতারের জন-উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বার্থে। আশগাল আগামী এক দশকের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের জন্য ৬০-৭০টি নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। আনসারি বলেন, প্রথমে এই বছর সাতটি ভবন নির্মাণের কথা ছিল যা এখন কমিয়ে তিনটিতে আনা হয়েছে।

আনসারি দুবাইয়ের একটি সভার ফাঁকে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা আশা করছি, আগামী বছর পর্যন্ত আমাদের মূল পরিকল্পনায় অটুট থাকব। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবছর ন্যূনতম আটটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নির্মাণের চুক্তি হয়।' তিনি বলেন, আশগাল আগের পরিকল্পিত ৭০০ কোটি রিয়ালের পরিবর্তে ২৫০ কোটি রিয়াল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নির্মাণে খরচ করবে। অবশ্য অন্যান্য খাতে বাজেট কমিয়ে আনার ব্যাপারে আনসারি বিস্তারিত কিছু বলেননি।

আনসারি বলেন, প্রশাসন ২০১৬ সালের ভবন-সংক্রান্ত বাজেটে বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, উদ্যান নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল খরচের তুলনায় ৫০-৬০ শতাংশ কম খরচ করবে। আশঘালের মোট বাজেট ১ হাজার ৫০০ কোটি থেকে ১ হাজার ৭০০ কোটি রিয়াল, যা আগের বাজেটে ২ হাজার ৫০০ কোটি নির্ধারণ করা হয়েছিল।

তবে ২০২২ সালের ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে আশগাল রাস্তাঘাট নির্মাণের পরিকল্পনায় খুব সামান্য কাটছাঁট করেছে। এ বিষয়ে আনসারি বলেন, 'আমি মনে করি, ফিফা বিশ্বকাপের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো পরিকল্পনায় পরিবর্তন হবে না। এ প্রকল্পে আমরা যে পরিকল্পনা করছি তাতে বিশ্বকাপের ওপর কোনো প্রভাব পড়বে না।'

গরমের সঙ্গে দিনে কমছে বাসযাত্রী

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে এবার গ্রীষ্মে শুরু থেকেই দিনে যাতায়াতকারী বাসযাত্রীর সংখ্যা কমে আসছে। বিভিন্ন স্টপেজে যাত্রী ছাউনি না থাকায় এমন পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

দোহারের বিভিন্ন স্টপেজ ঘুরে দেখা গেছে, যেখানে দিনে সব সময় যাত্রীদের ভিড় দেখা যেত, এখন সেখানে কোনো যাত্রী নেই। অথচ ওই সব রুটে দিনে বাস সার্ভিস চালু আছে। এমনকি শিল্প এলাকায় যেখানে কারওয়া বাসের চাহিদা সবচেয়ে বেশি, সেখানেও যাত্রীর সংখ্যা খুবই কম। সাধারণত সকাল আটটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত এমন চিত্র দেখা যাচ্ছে। এরপর সন্ধ্যার দিকে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

বাসে চলাচল করেন এমন অনেকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দিনে প্রচণ্ড রোদে স্টপেজে দাঁড়িয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করা কষ্টকর। তাই অনেকে স্টপেজে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে চান না। প্রচণ্ড রোদে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা অসহনীয় বলেই তাঁরা এই সময়ে বাস এড়িয়ে চলেন।

কারওয়া স্মার্টকার্ড রয়েছে এমন এক যাত্রী বলেন, কখনো দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। এভাবে গরমে দাঁড়িয়ে থেকে অনেক যাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন।

যাত্রী ছাউনি না থাকা ছাড়াও যাত্রীদের অনেকে আরেকটি সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। তাঁরা বলছেন, সব বাস স্টপেজ এমন জায়গায় করা হয়েছে যেখানে নামার পর গন্তব্যে পৌঁছাতে তাঁদের কিছুদূর হাঁটতে হয়। এই সমস্যা এড়াতে অনেকে এমনকি নিম্ন আয়ের শ্রমিকেরাও কয়েকজন মিলে বাসের বদলে ক্যাব ভাড়া করেন। এতে তাঁরা সহজেই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন। একা হলেও সমস্যা নেই। রাস্তায় নামলেই শেয়ারে ক্যাব ভাড়া পাওয়া যায়।

রাজধানী দোহার প্রাণকেন্দ্রে বাসস্টেশন এলাকায় যাত্রী ছাউনি রয়েছে। এরপরও সেখানে যাত্রীর সংখ্যা বেশ কম দেখা যাচ্ছে। এর কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, শেয়ারে ট্যাক্সিক্যাব ভাড়া পাওয়া যায় বলে অনেক যাত্রী বাসের জন্য অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করতে চান না।

যাত্রীরা বলেন, সময় বাঁচাতে তাঁরা ক্যাবে যাতায়াত করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। যাত্রী ছাউনির সমস্যা সম্পর্কে বলেন, অনেক জায়গায় যাত্রী ছাউনি আছে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। সব জায়গায় ছাউনি তৈরি হলে হয়তো এই সমস্যা অনেকটা কেটে যাবে।

যাত্রীদের এসব সমস্যার কথা তুললে কাতারের যোগাযোগ ও পরিবহন নিয়ন্ত্রক সংস্থা মুওয়াসালাত কর্তৃপক্ষ জানায়, অবকাঠামোগত কারণে অনেক জায়গায় যাত্রী ছাউনি নির্মাণ করা সম্ভব নয়।

সুপারব্র্যান্ডসের খেতাব জয় জয়ালুকাসের

অলংকার শিল্পভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জয়ালুকাস টানা সপ্তমবারের মতো সুপারব্র্যান্ডস খেতাব জিতেছে। সুপারব্র্যান্ডস বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিত ও স্বাধীন শ্রেষ্ঠ ব্র্যান্ড নির্বাচনকারী কর্তৃপক্ষ।

এই খেতাব জেতার প্রতিক্রিয়ায় জয়ালুকাস গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক জন পল আলুক্কাস বলেন, তিন দশকের এই পথচলায় জয়ালুকাস পর্যাপ্ত সুনাম ও সম্মান অর্জন করেছে। প্রতিটি পুরস্কার বা স্বীকৃতি পাওয়া এমনভাবে উদ্‌যাপন করা হয় যেন এটা প্রথম অর্জন।

জন পল বলেন, 'আমরা পরপর সপ্তম বছরের সুপারব্র্যান্ডস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় আনন্দিত। সুপারব্র্যান্ডসের স্বীকৃতি পাওয়া আসলেই বিশেষ সম্মানের ব্যাপার। আর এই অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব হয়েছে শুধু গ্রাহকদের জন্য। তাদের একান্ত নিষ্ঠা ও সমর্থন ছাড়া এই অর্জন কখনই সম্ভব হতো না।'

সুপারব্র্যান্ডস পুরস্কার একটি ব্র্যান্ডের ভাবমূর্তি শক্তিশালী করার পাশাপাশি ভোক্তা অধিকার উন্নয়নে সহায়তা করে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ওমান, কুয়েত, সৌদি আরব, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ১২০টির বেশি বিশ্বমানের মণিরত্ন অলংকারের শোরুম আছে জয়ালুকাসের। বৈচিত্র্যপূর্ণ ও গুণগত মানসম্পন্ন পণ্যের জন্য জয়ালুকাস জনপ্রিয় নাম হয়ে উঠেছে।

জয়ালুকাস গ্রুপ একটি কয়েক শ কোটি ডলারের পুঁজিবিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে। গ্রুপটির অলংকার, ফ্যাশন ও বস্ত্র, অর্থ স্থানান্তর ব্যবস্থা, বিলাসবহুল এয়ারচার্টার, শপিং মল ও যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। জয়ালুকাস বিশ্বজুড়ে প্রায় সাত হাজার পেশাদার কর্মচারীর একটি শক্তিশালী সংগঠন। এটি বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা ও স্বীকৃত অলংকারাদির খুচরা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান।

সুপারব্র্যান্ডসের কর্মকর্তার হাত থেকে খেতাব জয়ের পুরস্কার নিচ্ছেন জয়ালুকাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ● বিজ্ঞপ্তি

গরমে কমানো হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন পাঠদান

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরকারি নির্দেশনা

কাতার প্রতিনিধি

গ্রীষ্মের উত্তাপ কাতারে ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠছে। গরমের তীব্রতায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কষ্টের কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে অধিকাংশ স্কুলের পাঠদানের সময়সূচি। পবিত্র রমজান মাসের প্রথম দিন থেকে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মঘণ্টা কমে আসবে।

আসছে জুলাই মাস থেকে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হবে। পবিত্র ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে একনাগাড়ে প্রায় আড়াই মাস ছুটি উপভোগ করছেন কাতারের নাগরিকেরা। এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাঠদানের সময়সূচি কমিয়ে দেয়।

> শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম শেষে বেলা ১১টার মধ্যেই ছুটি দেওয়া হচ্ছে। দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ শেষ হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের শিক্ষাদান কার্যক্রম

শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম শেষে বেলা ১১টার মধ্যেই ছুটি দেওয়া হচ্ছে। দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ শেষ হচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের শিক্ষাদান কার্যক্রম।

তবে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই গ্রীষ্মকালীন সময়সূচি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কোনো নির্দেশনা পৌঁছেনি বলে কর্মকর্তারা জানান।

আলমাহা আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ অনেক প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে সংক্ষিপ্ত সময় শ্রেণি কার্যক্রম চালাচ্ছে।

পাকিস্তান শিক্ষাকেন্দ্রে প্রতি বিভাগের পাঠদানের সময় এক ঘণ্টার বদলে আধঘণ্টা নির্ধারণ করেছে। শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীদের আরও আগে ছুটি হলেও পরিবহন ব্যবস্থার ঘাটতির কারণে অনেক শিক্ষার্থীকে অতিরিক্ত সময় বিদ্যালয়ে অবস্থান করতে হচ্ছে বলে জানা গেছে।

অ্যাসপায়ার পার্কের কাছে অবস্থিত কমিউনিটি স্কুলেও বেলা একটার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের ১২টার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বিড়লা স্কুলের একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানান, রমজান মাসের শুরু থেকে পাঠদান কার্যক্রম কমিয়ে আনা হবে।

কাতারের অন্যান্য বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের কোনো নির্দেশনা তাঁরা এখনো পাননি।

কয়েক দিন ধরে কাতারের তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। কিছু কিছু এলাকায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছেছে।

কোরআন নাজিলের মাস রমজান

হাফেজ মাওলানা মিজানুর রহমান

রমজানের সঙ্গে কোরআনের শব্দগত ও মর্মগত বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত অসাধারণ মিল ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কোরআন হলো রমজানের নিগূঢ় তত্ত্ব; রমজানের সঙ্গে কোরআনের সম্পর্কও সুগভীর। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে ঘোষণা হয়েছে, 'শাহরু রমাদানাল্লাজি উনজিলা ফিহিল কোরআন, হুদাললিন্নাসি ওয়া বায়্যিনাতিম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান।' অর্থাৎ, রমজান মাস এমন যে, তাতে কোরআন নাজিল করা হয়েছে; মানুষের জন্য পথপ্রদর্শকরূপে ও হিদায়াতের সুস্পষ্ট বর্ণনা ও সত্যাসত্যের পার্থক্য নির্ণয়কারী হিসেবে। (সূরা-২ বাকারা, আয়াত : ১৮৫)।

রমজানের পাঁচটি সুন্নত, তথা (১) সাহরি খাওয়া, (২) ইফতার করা, (৩) তারাবি পড়া, (৪) কোরআন মজিদ তিলাওয়াত করা, (৫) ইতিকাফ করা। উক্ত পাঁচটি সুন্নতের দুটিই হলো প্রাকৃতিক প্রয়োজন; যা মানুষ বাধ্য হয়ে করে থাকে। রোজা রাখার শক্তি–সামর্থ্য অর্জনের জন্য সাহরি খাওয়া এবং রোজার ক্লান্তি ও ক্ষুধা নিবারণের জন্য পানাহার বা ইফতার করা। মূলত শেষোক্ত তিনটিই হলো রমজানের মূল ইবাদত বা মৌলিক উদ্দেশ্য। আর এই তিনটির সঙ্গেই রয়েছে তিলাওয়াতে কোরআন বা কোরআনের একান্ত সম্পর্ক। যথা : রমজানের তৃতীয় সুন্নত তারাবি নামাজ, এতে কোরআন তিলাওয়াত করা হয়, যা নামাজের ফরজ ও ওয়াজিব রুকন এবং খতম তারাবিতে পূর্ণ কোরআন মজিদ খতম করা হয়, যা সুন্নত। রমজানের চতুর্থ সুন্নত কোরআন তিলাওয়াত। সাহাবায়ে কিরাম প্রায় সারা বছর প্রতি মাসের প্রতি সপ্তাহে পূর্ণ কোরআন শরিফ একবার তিলাওয়াত করতেন। প্রতি সাত দিনে এক খতম পড়তেন বলেই কোরআন মজিদ সাত মঞ্জিলে বিভক্ত হয়েছে। তাঁরা রমজান মাসে আরও বেশি বেশি তিলাওয়াত করতেন।

হজরত রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমজানে হজরত জিবরাইল (আ.)–কে অবতীর্ণ পূর্ণ কোরআন একবার শোনাতেন এবং হজরত জিবরাইল (আ.)ও নবী করিম (সা.)–কে অবতীর্ণ পূর্ণ কোরআন একবার শোনাতেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ রমজানে দশম হিজরির রমজান মাসে মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত জিবরাইল (আ.)–কে পূর্ণ কোরআন মজিদ দুবার শোনান এবং হজরত জিবরাইল (আ.)–ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্ণ কোরআন শরিফ দুবার শোনান। এতে বোঝা গেল রমজান শুধু কোরআন নাজিলের মাস নয়; বরং রমজান মাস হলো কোরআন শিক্ষণ প্রশিক্ষণ, কোরআন পঠন–পাঠন ও কোরআন চর্চার মাস এবং সর্বোপরি রমজান মাস হলো জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন অনুশীলন ও বাস্তবায়নের মাস।

রমজানের চতুর্থ সুন্নত হলো ইতিকাফ, যা মূলত আল্লাহর সঙ্গে নির্জনবাস বা গোপন অবস্থান। যার উদ্দেশ্য হলো মহান আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গোপনে বিশেষ সান্নিধ্য অর্জন ও একান্ত আলাপচারিতা। কোরআন হলো কালামুল্লাহ বা আল্লাহর বাণী। কোরআন তিলাওয়াত হলো আল্লাহর সঙ্গে কথা বলা। তাই ইতিকাফের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো কোরআন তিলাওয়াত।

এ ছাড়াও ইসলামি শরিয়তে ইমানের পরই হলো নামাজ, নামাজের উদ্দেশ্য হলো জিকির বা আল্লাহর স্মরণ। কোরআন মজিদে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, 'ওয়া আকিমিস সলাতা লিজিকরি' অর্থাৎ আমার স্মরণোদ্দেশ্যে সালাত কায়েম করো। (সুরা-২০ তোহা, আয়াত : ১৪)। তাই নামাজের উদ্দেশ্যও হলো আল্লাহর জিকির বা প্রভুর স্মরণ। কোরআন মজিদের ৭২টি নামের তিনটিই হলো জিকির বা স্মরণ। যথা : (১) জিকরুল হাকিম বা কৌশলগত স্মরণ (সুরা-৩ আল ইমরান, আয়াত : ৫৮); (২) আজ জিকর বা মহাস্মরণ (সুরা-৪১ হা–মীম সাজদা, আয়াত : ৪১); (৩) তাজকিরা বা স্মারক (সুরা-৮০ আবাসা, আয়াত : ১১)। রমজান মাসে তারাবিহ তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইলসহ বেশি বেশি নামাজ পড়া হয়, আর নামাজে বেশি বেশি কোরআন তিলাওয়াত করা হয়, এতে করে রমজানের সঙ্গে কোরআনের সম্পর্ক ও রমজান মাসে কোরআন তিলাওয়াত, অধ্যয়ন ও আমলের অনুশীলন ও চর্চার সূত্র ও সুনিবিড়তা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

সম্মানিত শবে কদর ও মহিমান্বিত কোরআন

ইসলামে স্বীকৃত যেসব দিবস রজনী বরকতময় ও মহিমান্বিত, এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শবে কদর বা লাইলাতুল কদর। কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। অন্যান্য রাতের তুলনায় এ রাত মহিমান্বিত হওয়ার কারণে এটাকে লাইলাতুল কদর তথা মহিমান্বিত রাত বলা হয়।

আবু বকর ওয়াররাক (রহ.) বলেন, এ রাতকে লাইলাতুল কদর বলার কারণ হচ্ছে, এ রাতে আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সেটা মহিমান্বিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব এবং যে নবীর ওপর অবতীর্ণ তিনিও মহিমান্বিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আর যে উম্মতের জন্য অবতীর্ণ করেছেন তারা মহিমান্বিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। সর্বোপরি আমল না করার কারণে এর পূর্বে যার সম্মান ও মূল্য মহিমান্বিত থাকে না, সেও এ রাতে তওবা ইস্তিগফার ও ইবাদত–বন্দেগির মাধ্যমে মহিমান্বিত হয়ে যায়। কদরের আরেক অর্থ তাকদির ও আদেশ। এ রাতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত তাকদির ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের হায়াত, রিজিক, ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাকে লিখে দেওয়া হয়।

কোরআন মজিদ শবে কদরে অবতীর্ণ হয়

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি কদরের রজনীতে কোরআন নাজিল করেছি। আপনি জানেন কি? কদরের রজনী কী? কদরের রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম! সে রাতে ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হন, জিবরাইল (আ.) সহ; তাঁদের রবের নির্দেশ ও অনুমতিক্রমে সব বিষয়ে শান্তির ফয়সালা নিয়ে; তা উষার উদয় পর্যন্ত। (সুরা-৯৭ কদর, আয়াত : ১-৫)। সুরা কদরের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় আমি কদর রাতে কোরআন নাজিল করেছি।' এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায়, শবে কদরে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। লওহে মাহফুজ থেকে শবে কদরে এই কোরআন অবতীর্ণ হয়। এরপর হজরত জিবরাইল (আ.) ধীরে ধীরে তেইশ বছরে তা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছাতে থাকেন। এ কথাও বলা যেতে পারে, এ রাতে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে কোরআন অবতরণের ধারাবাহিকতা সূচনা হয়। এরপর অবশিষ্ট কোরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

শবে কদরে উম্মতের বৈশিষ্ট্য

শবে কদর উম্মতের জন্য আল্লাহ পাকের মহান দান। এটা কেবল এ উম্মতেরই বৈশিষ্ট্য। হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা শবে কদর আমার উম্মতকেই দান করেছেন; পূর্ববর্তী উম্মতকে নয়।

ইমাম মালিক (রহ.) সূত্রে বর্ণিত আছে, যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ দেওয়া হলো যে, আপনার উম্মতের বয়স অন্যান্য উম্মতের তুলনায় কম হবে, তখন তিনি আল্লাহর সমীপে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ! তাহলে তো পূর্ববর্তী উম্মতগণ দীর্ঘ জীবন পেয়ে ইবাদত ও সৎকর্মের মাধ্যমে যে স্তরে উপনীত হয়েছে, আমার উম্মত সে স্তর লাভ করতে পারবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লাইলাতুল কদর দান করেন এবং এটাকে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম বলে ঘোষণা দেন।

শবে কদর কোন রাতে?

এ সম্বন্ধে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে মতভেদ চলে আসছে। এ প্রসঙ্গে প্রায় চল্লিশটি বক্তব্য আছে। মুসলিম শরিফে হজরত উবায় ইবনে কাআব (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, শবে কদর হলো রমজানের ২৭তম রাত। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হজরত মুয়াবিয়া (রা.) প্রমুখ সাহাবি থেকেও অনুরূপ বক্তব্য বর্ণিত আছে। কোরআন–হাদিসের সুস্পষ্ট বর্ণনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে শবে কদর রমজান মাসে আসে; কিন্তু এর সঠিক কোনো তারিখ নির্দিষ্ট নেই। বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত হাদিসের আলোকে বলা যায়, শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলোতে শবে কদর হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

হাদিসের আলোকে আরও জানা যায়, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন এর তারিখ ভুলিয়ে দেওয়া হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, সম্ভবত এতে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। অর্থাৎ যদি এ রাত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হতো, তবে অনেক অলস প্রকৃতির মানুষ শুধু এ রাতে ইবাদত–বন্দেগিতে নিয়োজিত হতো। অবশিষ্ট সারা বছর ইবাদত–বন্দেগি না করে আল্লাহ তাআলার রহমত হতে বঞ্চিত থাকত। দ্বিতীয়ত, এ রাত নির্দিষ্ট করা হলে কোনো ব্যক্তি ঘটনাক্রমে রাতটিতে ইবাদত করতে না পারলে সে দুঃখ ও আক্ষেপ প্রকাশ করতে করতে অনেক সময় নষ্ট করে দিত। এতে সে মাহে রমজানের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যেত। এ রাত যেহেতু নির্দিষ্ট করা হয়নি, সে জন্য এ রাতের সন্ধানে আল্লাহর সব বান্দা প্রতি রাতে ইবাদত–বন্দেগি করে থাকেন এবং প্রত্যেক রাতের জন্য পৃথক পৃথক পুণ্য অর্জন করতে থাকেন।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে শবে কদরের কল্যাণ লাভ করার তাওফিক দিন, কোরআন পড়ার, কোরআন বোঝার, কোরআনমতো জীবন গড়ার তাওফিক দান করুন। আমিন, ছুম্মা আমিন!

মুহাম্মাদ নূরুল হক, ইমাম, গাউছুল আজম জামে মসজিদ মহাখালী, ঢাকা

হাফেজ মাওলানা মিজানুর রহমান
সিনিয়র পেশ ইমাম
বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ।

জান্নাত লাভের শ্রেষ্ঠ পথ রোজা

তামীম রায়হান

রোজা ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের অন্যতম। ইমান, নামাজ ও জাকাতের পরই রোজার অবস্থান। রোজার আরবি শব্দ সাওম, যার আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা। পরিভাষায় সাওম বলা হয়—প্রত্যেক সজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নর-নারীর সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজার নিয়তে পানাহার, স্ত্রী সহবাস ও রোজা ভঙ্গকারী সব ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং রমজান মাসের চাঁদ উদিত হলেই প্রত্যেক সুস্থ, নিজের অবস্থানস্থলে বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষের ওপর রোজা রাখা ফরজ।

বিষয়টি স্পষ্ট করে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, হে ইমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পার। (সুরা বাকারা-১৮৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এ মাস পাবে, সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে। (সুরা বাকারা-১৮৫)।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা (রমজানের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোজা রাখবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখবে, তখন থেকে রোজা বন্ধ করবে। আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে ৩০ দিন রোজা রাখবে। (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১০৮০)

এ আয়াত ও হাদিস এবং এ-বিষয়ক অন্যান্য দলিলের আলোকে প্রমাণিত, রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ, ইসলামের আবশ্যক বিধানরূপে রোজা পালন করা ও বিশ্বাস করাও ফরজ।

মনে রাখতে হবে, শরিয়তে অনুমোদিত কারণ ছাড়া কোনো মুসলমান যদি রমজান মাসের একটি রোজাও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে তাহলে সে বড় পাপী ও জঘন্য অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামের মৌলিক একটি ভিত্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করার অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণাম হাদিসে উল্লেখ রয়েছে।

হজরত আবু উমামা (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আমার কাছে দুজন ব্যক্তি আগমন করল। তারা আমার দুই বাহু ধরে আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে গেল। তারপর আমাকে বলল, আপনি পাহাড়ের ওপর উঠুন। আমি বললাম, আমি তো উঠতে পারব না। তারা বলল, আমরা আপনাকে সহজ করে দেব। আমি ওপরে উঠলাম। যখন পাহাড়ের সমতলে পৌঁছালাম, হঠাৎ ভয়ংকর আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এসব কিসের আওয়াজ? তারা বলল, এটা জাহান্নামীদের আর্তনাদ। তারপর তারা আমাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। হঠাৎ কিছু লোক দেখতে পেলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের মাংসপেশি দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তাদের মুখের দুই প্রান্ত ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে। আমি বললাম, এরা কারা? তারা বলল, যারা ইফতারের সময় হওয়ার আগেই রোজা ভেঙে ফেলেছে। (সহিহ ইবনে খুযাইমা, হাদিস : ১৯৮৬; সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৭৪৪৮; সুনানে নাসায়ী কুবরা, হাদিস : ৩২৮৬; মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস-১৬০৯; তবারানি, হাদিস : ৭৬৬৬)

রমজান মাসের একদিন রোজা না রাখলে শুধু গুনাহগারই হয় না, ওই রোজার পরিবর্তে আজীবন রোজা রাখলেও রমজানের এক রোজার যে মর্যাদা ও কল্যাণ, যে অনন্ত রহমত ও খায়ের-বরকত তা কখনো লাভ করতে পারবে না।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি অসুস্থতা ও সফর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে রমজানের একটি রোজাও ভঙ্গ করে, সে আজীবন রোজা রাখলেও ওই রোজার হক আদায় হবে না। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ৯৮৯৩; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক- ৭৪৭৬; সহিহ বুখারি ৪/১৬০)

হজরত আলী (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমজান মাসের একটি রোজা ভঙ্গ করবে, সে আজীবন সেই রোজার (ক্ষতিপূরণ) আদায় করতে পারবে না। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা- ৯৮৭৮)

রোজার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই দেবেন

প্রত্যেক নেক আমলের নির্ধারিত সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমলকারীকে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু রোজার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, রোজার বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অনন্য ঘোষণা রয়েছে।

হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, মানুষের প্রত্যেক আমলের প্রতিদান বৃদ্ধি করা হয়। একটি নেকির সওয়াব ১০ গুণ থেকে ২৭ গুণ পর্যন্ত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোজা আলাদা। কেননা, তা একমাত্র আমার জন্য এবং আমি নিজেই এর বিনিময় প্রদান করব। বান্দা একমাত্র আমার জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে। (সহিহ মুসলিম-১১৫১ (১৬৪); মুসনাদে আহমদ-৯৭১৪)

অন্য বর্ণনায় আছে হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা একমাত্র আমার জন্য তার পানাহার ও কামাচার বর্জন করে, রোজা আমার জন্যই, আমি নিজেই তার পুরস্কার দেব আর (অন্যান্য) নেক আমলের বিনিময় হচ্ছে তার ১০ গুণ। (সহিহ বুখারি- ১৮৯৪; মুসনাদে আহমদ-৯৯৯৯; মুয়াত্তা মালেক ১/৩১০)

রোজা বিষয়ে অন্য বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেন, 'প্রত্যেক ইবাদতই ইবাদতকারী ব্যক্তির জন্য, পক্ষান্তরে রোজা আমার জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।' (সহিহ বুখারি-১৯০৪)

আল্লাহ তাআলা রোজাদারদের কেয়ামতের দিন পানি পান করাবেন

হজরত আবু মুসা (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজের ওপর অবধারিত করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য গ্রীষ্মকালে (রোজার কারণে) পিপাসার্ত থেকেছে, তিনি তাঁকে তৃষ্ণার দিন (কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন। (মুসনাদে বাযযার- ১০৩৯; মাজমাউয যাওয়াইদ-৫০৯৫)

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, রোজা আমার জন্য, আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব। কেয়ামতের দিন রোজাদারদের জন্য একটি বিশেষ পানির হাউস থাকবে, যেখানে রোজাদার ছাড়া অন্য কেউ আসতে পারবে না। (মুসনাদে বাযযার- ৮১১৫; মাজমাউয যাওয়াইদ-৫০৯৩)

রোজা জান্নাত লাভের শ্রেষ্ঠ পথ

হজরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (সা.)-কে আমার বুকের সঙ্গে মিলিয়ে নিলাম, তারপর তিনি বললেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় একদিন রোজা রাখবে, এরপর যদি তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে কোনো দান-সদকা করে, তারপর তার মৃত্যু হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে আহমদ-২৩৩২৪; মুসনাদে বাযযার-২৮৫৪)

হজরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল (সা.)-এর দরবারে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বলেন, তুমি রোজা রাখ, কারণ এর সমতুল্য আর কিছু নেই। আমি আবার তাঁর কাছে এসে একই কথা বললাম। তিনি বললেন, তুমি রোজা রাখ। (মুসনাদে আহমদ-২২১৪৯; সহিহ ইবনে খুযাইমা- ১৮৯৩; সহিহ ইবনে হিব্বান- ৩৪২৬; সুনানে নাসায়ী-২৫৩০)

পানি বা খেজুর খেয়ে রোজা ভাঙুন

কাতার প্রতিনিধি

বছরের ১১ মাস অনিয়ন্ত্রিত খাওয়া-দাওয়ার পর রমজান মাসে রোজা রাখলে আমাদের দেহে কিছু সমস্যা দেখা দেয়। উত্তেজক পানীয় যেমন : চা-কফি অতিরিক্ত পরিমাণে পান করা অথবা মাত্রাতিরিক্ত খাবার গ্রহণ রমজান মাসে স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

রমজান মাসের পবিত্রতার সঙ্গে আত্মার বন্ধন গড়ে তুলতে আমরা সবাই তৈরি। তাই আসুন জেনে নেওয়া যাক, পবিত্র রমজান মাসে শরীর ও স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে বছরজুড়ে গড়ে ওঠা অভ্যাস থেকে নিজেদের কীভাবে মুক্ত করা যায়।

কিছু জরুরি বিষয়

চা-কফি পানের মাত্রা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনুন। এটি রক্তে ক্যাফেইনের মাত্রা স্বাভাবিকভাবে হ্রাস করবে। নয়তো রোজা রাখার সময় রক্তে ক্যাফেইনের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে কমে মাথাব্যথা ও অবসাদ তৈরি করতে পারে।

তাই রোজার মাস খানেক আগে থেকেই প্রতিদিন একটু একটু করে চা-কফি পান করা কমিয়ে দিন। সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, এসব পানীয়ের পরিবর্তে অন্য কোনো স্বাস্থ্যকর পানীয় পানের অভ্যাস গড়ে তোলা।

সাহরিতে চা-কফি অথবা কোলা থেকে দূরে থাকুন। পরিবর্তে রোসেলা চা পান করুন।

নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্যই রমজান মাসজুড়ে ধূমপান বর্জন করুন।

চা-কফি অথবা ধূমপানের মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করুন।

রমজান মাসের ধারাবাহিক রোজার সঙ্গে দেহের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে শাবান মাসে কয়েকটি রোজা রাখুন। এতে আপনার দেহের বিপাক ক্রিয়া রমজানে দীর্ঘ সময়ের রোজা রাখার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

এশার নামাজের পর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন। ফজরের এক ঘণ্টা আগে উঠে পড়ুন। চাইলে এ সময় হালকা কিছু খেয়ে নিন। রমজান মাসের কর্মব্যস্ততার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিন। এতে রমজান মাসের সকালে ক্ষুধায় কাতর হওয়া থেকে আপনি রক্ষা পাবেন।

শারীরিক সমস্যা যেমন : দাঁতের অসুখ কিংবা হজমে সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করুন। দেহরক্ষীতে শস্যজাতীয় খাবার যেমন শিম ও মধু খাওয়ার অভ্যাস করুন। এগুলো দীর্ঘ সময় রক্তে শর্করার পরিমাণ ধরে রাখে এবং সারা দিন দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া সাহরিতে হজমক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে সবজি ও ফল খেতে পারেন।

ভাজা পোড়া, চর্বিযুক্ত খাবার, মিষ্টিদ্রব্য, লবণযুক্ত খাবারসহ যেকোনো মোড়কজাত খাবার বর্জন করুন। সাহরিতে প্রয়োজন অনুসারে পানি পান করুন।

সময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানি বা খেজুর দিয়ে দ্রুত ইফতার শুরু করুন। এ বিষয়ে পবিত্র হাদিসে মহানবী (সা.) এরশাদ করেন, খেজুর থাকলে তা দিয়ে রোজা ভাঙা উচিত। আর খেজুর না থাকলে পানি দিয়ে রোজা ভাঙা উচিত। কারণ, এগুলো বিশুদ্ধ খাদ্য।

এক বাটি স্যুপ খেয়ে মাগরিবের নামাজ আদায় করুন। এর ফলে পাকস্থলীতে অ্যাসিড ক্ষরণক্রিয়া শুরু হবে, যা পরে খাবার হজমে সহায়তা করবে।

হালকা ব্যায়াম দেহের জমানো চর্বি ভেঙে দিয়ে কাজকর্মে শক্তি জোগাবে। রাতে ভারী খাবার খেলে ঘুমের ব্যাঘাত হবে। ফলে সাহরিতে ওঠা কষ্টদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। সব মিলিয়ে প্রতিদিন সাত ঘণ্টা ঘুম নিশ্চিত করুন।

তীব্র ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল যেকোনো কাজে সফল হওয়ার পথে সহায়ক। রমজান মাসের পবিত্রতা উপলব্ধি করতে পারলে বাজে অভ্যাস পরিত্যাগ করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমাদের সবার উচিত এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা।

কাতারে রমজানে যা মেনে চলতে হবে

কাতার প্রতিনিধি

শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান মাস। কাতারসহ বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা বিশেষভাবে এ মাস উদ্‌যাপন করে থাকেন। কাতারে এ মাস শুরুর পর ইতিমধ্যে সব জায়গায় বেশ কিছু পরিবর্তন শুরু হয়েছে। কাতারে কেউ নতুন এসে থাকলে তবে এ মাসে এখানে তাঁকে বেশ কিছু নিয়মকানুন সম্পর্কে জানতে হবে। আর তাই গত রমজানের পর যাঁরা প্রথম কাতারে পবিত্র রমজান উদ্‌যাপন করছেন, তাঁদের জন্য কিছু পরামর্শ দেওয়া হলো এখানে।

চাঁদ দেখে শুরু রমজান

আরবি ক্যালেন্ডার চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। তাই নতুন চাঁদ দেখা গেলেই রমজান মাস শুরু হয়। কাতারের ওয়াকফ ও ইসলামবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিবছর মুসলমানদের চাঁদ দেখার আহ্বান জানিয়ে থাকে। চাঁদ দেখা গেলেই সবাই রোজা পালন শুরু করেন। এ বছর সে অনুযায়ী রমজান পালন শুরু হয়েছে ৬ জুন। একইভাবে এ মাস শেষ হয় চাঁদ দেখার মাধ্যমে। ২৯ বা ৩০ দিনের দীর্ঘ সিয়াম সাধনা শেষে মুসলমানরা ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করেন।

দিনে প্রকাশ্যে পানাহার থেকে বিরত থাকুন

রমজান মাসে দিনে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পানাহার নিষিদ্ধ। ধূমপান বা চুইংগাম-জাতীয় কিছু চিবানোর অনুমতি নেই। তাই দিনে প্রকাশ্যে পানাহার করবেন না। যেহেতু এটি ইসলামি দেশ এবং এখানকার মুসলমানরা রোজা রাখেন, তাই তাঁদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে অন্য ধর্মাবলম্বীরা বা যাঁরা রোজা রাখেন না, তাঁদের কর্মক্ষেত্রে খাওয়ার সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অনেক অফিসে খাওয়ার জন্য আলাদা কক্ষ থাকে, সেখানে খেতে পারেন। অন্যথায় কাজ শেষে বাড়ি ফিরে খাবার গ্রহণ নিরাপদ।

একটি বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে, রমজান মাসে দিনে কাতারে সব খাবার দোকান-রেস্তোরাঁ বন্ধ থাকে। অবশ্য কিছু কিছু দোকান থেকে আপনি খাবার কিনে নিতে পারবেন। তবে দোকানে বসে খেতে পারবেন না। এ মাসে যাঁরা রোজা রাখবেন না, তাঁদের এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

রমজানে কমবে কাজের সময়

কাতারের আইন অনুযায়ী রমজান মাসে কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া হয়। অমুসলিমদের জন্যও একই নিয়ম। সরকারি অফিস-আদালতে কাজের সময় থাকে সকাল নয়টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত মোট পাঁচ ঘণ্টা। বেসরকারি অফিসেও কাজের সময় আট ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ছয় ঘণ্টা করা হয়। তবে সাধারণত যাঁরা ওভারটাইম কাজ করে থাকেন, তাঁরা চাইলে বেশি সময় কাজ করতে পারেন।

ঈদ ও গ্রীষ্মের ছুটি একসঙ্গে

কয়েক বছর ধরে অনেকে ঈদের পর গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে দেশে যেতেন। এ কারণে ঈদের ছুটির সময় এবং ঈদের পর জুলাই-আগস্ট পর্যন্ত কাতারে যথেষ্ট লোকসমাগম থাকত। তবে এবার ঈদ এবং গ্রীষ্মের ছুটি একসঙ্গে হচ্ছে। ফলে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা হয়তো ঈদের আগেই দেশে যাবেন। এ জন্য এবার ঈদে কাতারে লোকসমাগম আগের মতো হবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঈদের আগে দেশে যেতে চাইলে আগেভাগেই টিকিট বুকিং করা ভালো। কারণ পরে দাম বেড়ে যেতে পারে। আবার টিকিট না-ও পাওয়া যেতে পারে।

রমজানে থাকবে না অ্যালকোহল

কাতারে সারা বছর নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় অ্যালকোহল পাওয়া যায়। মুসলমানদের জন্য হারাম বলে কাতারে অ্যালকোহল প্রকাশ্যে বিক্রি নিষিদ্ধ। তবে রমজানে অ্যালকোহল পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। তাই বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁ এবং অ্যালকোহল বিক্রয়কারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান কাতার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি অ্যালকোহল বিক্রি বন্ধ রাখবে। এ ছাড়া এ মাসে কোনো নতুন সিনেমা ছাড়া হবে না।

রমজানে দান-সদকা

রমজান মাসে ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি মুসলমানরা প্রচুর দান-খয়রাত করে থাকেন। এ ছাড়া পবিত্র রমজান মাসের সম্মানে কাতারের আমির এ মাসের প্রাক্কালে শাস্তিপ্রাপ্ত কিছু বন্দীকে ক্ষমা ঘোষণা করেন। তাই এ মাসে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অথবা অন্য কোনো উপায়ে অভাবী লোকদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারেন। আর্থিক সাহায্য দেওয়ার অনেক ব্যবস্থা কাতারে রয়েছে। একই সঙ্গে আপনার আশপাশের সবার প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ করুন। বিভিন্ন দাতব্য ও সেবা সংস্থা এ মাসে সাধারণ মানুষের উপকারার্থে বহুমুখী সামাজিক উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

নিজেকে সংযত রাখুন

এবার রমজান মাসজুড়ে গরমের তাপমাত্রা বেশি থাকবে। এ সময় দিন অনেক লম্বা হয়ে থাকে। কোনো কোনো দিন ১৫ ঘণ্টার চেয়ে বেশি সময় রোজা রাখতে হতে পারে। তীব্র গরমে এত লম্বা সময় রোজা রেখেও আচার-আচরণে নম্রতা সবার কাম্য। তাই নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করুন। অন্য কেউ মন্দ আচরণ করলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন। ইফতারের সময় অনেকেই তাড়াতাড়ি বাসায় পৌঁছানোর সময় দ্রুতগতিতে গাড়ি চালান। এ সময় সতর্ক থাকুন।

রমজান মাসে রোজা রাখার কারণে শরীর দুর্বল হয়ে যেতে পারে। তাই স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করুণ এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন।

করার আছে অনেক কিছু

রমজান মাসে দিনে সাধারণত কেউ বাইরে বের হন না। তবে সন্ধ্যার পর থেকে বিভিন্ন মার্কেট, হোটেল-রেস্তোরাঁ জমে ওঠে। বিশেষ করে রাত আটটার পর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ভিড় বেশি থাকে। বিভিন্ন হোটেলে রকমারি ইফতার, বুফে সেহরি ইত্যাদির আয়োজন থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন হোটেল বা কালচারাল ভিলেজের মতো স্থানগুলোতে রমজানভিত্তিক নানা আয়োজন থাকে। অনেকে এসব জায়গায় ঘুরতে যান। শিশুরা নিজেদের মতো করে রমজানের নানা উৎসব পালন করে থাকেন।

সব মিলিয়ে রমজান মাসে কাতারজুড়ে অন্য একধরনের আনন্দ ও উৎসবের আবহ বিরাজ করে।

কাতারে প্রবাসীর মৃত্যু

কাতার প্রতিনিধি

কাতারে এক বাংলাদেশি প্রবাসীর মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁর মরদেহ দেশে পাঠানো হয়েছে। ওই ব্যক্তির নাম সাজ্জাদ আলী (৫৫)। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যানসারে ভুগছিলেন।

গত ২৬ মে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে কাতারের কেন্দ্রীয় হামাদ হাসপাতালে সাজ্জাদের মৃত্যু হয়। ২৬ বছর ধরে তিনি সপরিবারে কাতারে বসবাস করছিলেন। মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় তাঁর বাড়ি। ওয়াকফ ও ইসলামি-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা বিভাগে তিনি চাকরি করতেন।

৩ জুন সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় হামাদ হাসপাতালের মর্গের সামনে সাজ্জাদ আলীর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় সিলেটপ্রবাসীদের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য এলাকার প্রবাসীরা অংশ নেন। জানাজায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নজরুল ইসলাম, আহমদ জাহেদ, কফিলউদ্দীন, আবিদুর রহমান, আলাউদ্দীন, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নজরুল ইসলাম বলেন, জানাজা শেষে ওই দিন রাতে দোহা থেকে বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে সাজ্জাদ আলীর মরদেহ দেশে পাঠানো হয়। এ সময় তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও ছেলেসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা সঙ্গে ছিলেন।

কাতারের জাতীয় মানবাধিকার কমিটির চেয়ারম্যান আলি বিন সামিখ আলমাররির সঙ্গে ৩১ মে সাক্ষাৎ করেন রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ ● প্রথম আলো

কাতারে শ্রমিকদের উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান

মানবাধিকার কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

কাতার প্রতিনিধি

কাতারজুড়ে চলমান নির্মাণ কর্মকাণ্ডে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমিক ও কর্মীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ জন্য কাতার সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানকার শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে আরও পদক্ষেপ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ।

গত ৩১ মে কাতারের জাতীয় মানবাধিকার কমিটির চেয়ারম্যান আলি বিন সামিখ আলমাররির সঙ্গে সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রদূত এ আহ্বান জানান। বৈঠকে রাষ্ট্রদূত বলেন, কাতারে কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের মানবাধিকার এবং শ্রম ও জীবন-সম্পর্কিত অধিকার যত বেশি সুরক্ষিত থাকবে, দুটি দেশ তত বেশি উপকৃত হবে।

রাষ্ট্রদূত কাতারে অবৈধ ভিসা-বাণিজ্য বন্ধে কমিটির চেয়ারম্যানের উদ্যোগ ও পদক্ষেপ কামনা করে বলেন, এসব ভিসা ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশের সরলপ্রাণ মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে দুই-তিন মাস মেয়াদি 'বিজনেস-ওয়ার্ক ভিসা'য় এনে বিপদে ফেলছে। অসাধু চক্র এসব ভিসায় কাতারে এনে ভালো বেতন ও চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে অনেক মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। বৈঠককালে রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশি অবৈধ ভিসা ব্যবসায়ীদের দমনে বাংলাদেশ দূতাবাসের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

> কাতারে শ্রমিক নিয়োগের বিষয়ে নতুন কিছু সংশোধনীসহ প্রস্তাব দিয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন হলে কাতারে শ্রমিকদের নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ড বন্ধ করা সম্ভব হবে

কমিটির চেয়ারম্যান ড. আলমাররি এ সময় দূতাবাসের মাধ্যমে এসব ভিসা ব্যবসায়ীর নামের তালিকা চান। তিনি বলেন, এ বিষয়ে তিনি আইনি পদক্ষেপ নিতে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখবেন।

সাক্ষাৎকালে কমিটির চেয়ারম্যান তাঁদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরে বলেন, এ কমিটি কাতারে অভিবাসীদের মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করে যাচ্ছে। কাতারের আইনে শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টি সুরক্ষিত করতে সম্প্রতি বিভিন্ন পরিবর্তন ও নতুন উদ্যোগের কথা জানান তিনি। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে তাঁদের কমিটি কাতারে শ্রমিক নিয়োগের বিষয়ে নতুন কিছু সংশোধনীসহ প্রস্তাব দিয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন হলে কাতারে শ্রমিকদের নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ড বন্ধ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশি শ্রমিকেরা শৃঙ্খলা মেনে চলতে অভ্যস্ত উল্লেখ করে কমিটির চেয়ারম্যান বলেন, ২০২২ সালের বিশ্বকাপ এবং ২০৩০ সালের কাতার জাতীয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরও বেশি কর্মী বাংলাদেশ থেকে আনা হবে। পাশাপাশি এ দেশে যেন দক্ষ শ্রমিক এবং পেশাজীবীরা কাতার আসার সুযোগ পান, সে বিষয়ে উদ্যোগ নিতে রাষ্ট্রদূতের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

রাষ্ট্রদূত আসুদ আহমদ আশা প্রকাশ করে বলেন, ২০২২ সালে একটি চমৎকার বিশ্বকাপ আয়োজনে বাংলাদেশ কাতারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যাবে। প্রথমবারের মতো একটি মুসলিম দেশ হিসেবে কাতার এমন বিশ্বকাপ আয়োজনের সুযোগ পাওয়ায় বাংলাদেশ গর্বিত।

কারওয়ার ট্যাক্সিতে আসছে তাপনিয়ন্ত্রণ মিটার

কাতার প্রতিনিধি

আগামী বছর থেকে কারওয়ার সব ট্যাক্সিক্যাবে তাপনিয়ন্ত্রণ মিটার থাকবে। এ ছাড়া কারওয়া ট্যাক্সিক্যাবের বহরে এখন থেকে তাপনিয়ন্ত্রণ মিটার যোগ করতে হবে। একই সঙ্গে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সেবা যেমন জিপিএস ট্র্যাকিং, ডেসপ্যাচ, মিটারের মাধ্যমে ভাড়া পরিশোধ, চালকদের গতি পর্যবেক্ষণ, আসন সেন্সর ব্যবস্থা থাকবে। পাশাপাশি গ্রাহকেরা যাতে সহজে কারওয়ার সমন্বিত কলসেন্টারে যোগাযোগ করতে পারেন তারও ব্যবস্থা যোগ করা হবে।

১ জুন মোয়াসালাত এক বিবৃতিতে জানায়, ৬৫ ভাগ ট্যাক্সিতে এখন নতুন মিটার লাগানো হয়েছে। আগামী ২০১৭ সালের মধ্যেই কারওয়ার যত ট্যাক্সিক্যাব আছে তার সবগুলোতে নতুন মিটার থাকবে।

মোয়াসালাত বিবৃতিতে জানায়, ট্যাক্সি ও বাসচালকদের ওপর আনীত অভিযোগ যেমন: ভাড়া মিটার চালু করতে অস্বীকৃতি, যাত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার, যাত্রীর কাছ থেকে মিটারের অতিরিক্ত ভাড়া দাবি, ট্রাফিক আইনের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন এবং অপরিচ্ছন্ন এবং দুর্গন্ধযুক্ত ট্যাক্সির অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে এ আদেশ জারি করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'আমাদের মান নিয়ন্ত্রণকারী দল ২৪ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালক ও যানবাহন তল্লাশি করে থাকে। এ ছাড়া প্রচলিত ট্রাফিক আইন পর্যবেক্ষণ, আচার-আচরণের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ট্যাক্সিক্যাব চালকদের কারওয়া ড্রাইভিং স্কুল থেকে বাৎসরিক রিফ্রেসার্স কোর্স করানো হয় এবং ডিগ্রি প্রদান করা হয়।'

মোয়াসালাত বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলেছে, 'আমরা সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক গ্রাহকের কাছ থেকে অভিযোগ, পরামর্শ ও মতামত নিবন্ধন করে থাকি। এ ছাড়া উদ্ভূত সমস্যার সমাধান ও মীমাংসার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মামলা দায়ের ও গ্রাহকদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের উন্নয়ন ঘটাতে কাজ করি।'

মোয়াসালাত-কারওয়ার বিবৃতি অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটির ট্যাক্সি বহরে প্রতি দুই বছর পর পর নতুন ট্যাক্সি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। গত সপ্তাহে প্রতিষ্ঠানটি ৩৩০টি পুরোনো ট্যাক্সির বদলে নতুন ট্যাক্সি কিনেছে। এ ছাড়া তারা এক বছরে খুব দ্রুত প্রতিস্থাপনের কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। একটি ট্যাক্সি দিনে দুবার ব্যবহার করা হয়, একইভাবে দুবার গাড়ি ধোয়া হয়, জ্বালানি নেওয়া হয় এবং কাজ শেষে ক্যাবের অভ্যন্তর পরিষ্কার করা হয়।

গত মাসে মোয়াসালাত কলসেন্টার ও একটি ট্যাক্সি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে মোট ৮৮ হাজার বুকিং পেয়েছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে চালু হওয়া এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে যাত্রীরা ভবিষ্যতের জন্য বা প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক যেকোনো সময় ভ্রমণের জন্য ট্যাক্সি বুকিং করতে পারবেন। এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সবচেয়ে কম দূরত্বে অবস্থানকারী চালককে এসএমএসের মাধ্যমে সংকেত এবং গ্রাহকের অবস্থান চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। এর ফলে তাঁরা স্বল্প সময়ের মধ্যে গ্রাহকদের সেবা নিশ্চিতের জন্য উপস্থিত হতে পারেন।

হজে যেতে আবেদন পড়েছে ১৮ হাজার

কাতার প্রতিনিধি

চলতি বছর কাতার থেকে পবিত্র হজ পালনের জন্য আবেদন করেছেন প্রায় ১৮ হাজার ৪০০ ব্যক্তি। কাতারের জন্য হজের কোটা মাত্র ১ হাজার ২০০। কোটার বিপরীতে এত বিপুলসংখ্যক আবেদনকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন কাতারের ইসলাম-বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ও ওমরা বিভাগের কর্মকর্তারা। তাঁরা বলছেন, এত বিপুলসংখ্যক আবেদন ভবিষ্যতে কোটা বাড়াতে সহায়ক হতে পারে।

মন্ত্রণালয়ের হজ ও ওমরা বিভাগের প্রধান সুলতান আলী মিসাইফরি বলেন, 'মসজিদুল হারামের নির্মাণকাজের জন্য সৌদি আরব সরকার প্রতি দেশের জন্য আলাদা কোটা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কাতারের জন্য কোটা ছিল ১ হাজার ২০০। চলতি বছরও কোটা একই থাকছে। তবে আমরা সংখ্যা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

আলী মিসাইফরি আরও বলেন, এ বছর হজে যেতে আবেদন করেছেন প্রায় ১৮ হাজার ৪০০ জন। এর মধ্যে কাতারের নাগরিক এবং এ দেশে বসবাসরত অভিবাসীরাও রয়েছেন। এই বিপুলসংখ্যক আবেদনকারীর মধ্য থেকে ১ হাজার ২০০ জন চলতি বছর হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যেতে পারবেন। আপাতত কোটা বাড়ার কোনো আশা নেই। তারপরও এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। বেশি আবেদন পড়ার বিষয়টি সৌদি সরকারের কাছে তুলে ধরলে হয় তো কোটা বাড়ানো হতে পারে।

আলী মিসাইফরি আরও বলেন, এ বছর যাঁরা বাছাইয়ে যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন তাঁদের কাছে ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয়ের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে তাঁদের কোনো একটি এজেন্সিতে নিবন্ধন করতে হবে। কাতারে এবার অনুমোদিত প্রায় ২৭টি ট্রাভেল এজেন্সি হাজিদের নেওয়ার ব্যবস্থা করবে। এর মধ্যে ১৬টি এজেন্সির মাধ্যমে আকাশপথে এবং বাকি ১১টির মাধ্যমে সড়কপথে সৌদি আরব যাওয়া যাবে। যাঁরা নিবন্ধন করাবেন না, তাঁরা এ বছর হজ করতে পারবেন না।

হজ ও ওমরা বিভাগের প্রধান সৌদি কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করে বলেন, তারা হাজিদের সেবায় নিবেদিত প্রাণ এবং তারা আরও বেশি হাজিকে সুযোগ দিতে আগ্রহী। কিন্তু মসজিদুল হারামের নির্মাণকাজ চলার কারণেই কোটাভিত্তিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু পরিষদের নতুন কমিটি গঠন

কাতার প্রতিনিধি

কাতার শাখা বঙ্গবন্ধু পরিষদের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে ৪ জুন মুনতাজায় ভূঁইয়া রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে সংগঠনটি।

অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ মুসাকে আবারও সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মো. হারুন ও সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মো. নাছির উদ্দীন নির্বাচিত হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. কামালউদ্দীন নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ৭১ সদস্যবিশিষ্ট নতুন এই কমিটি আগের অভিজ্ঞতার আলোকে কাতারে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

আলাউদ্দীন চৌধুরীর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন উপদেষ্টা অধ্যাপক সিরাজুল আলম, সারোয়ার, ফোরকান, হাসান, ফরিদুল আলম, এনামুল হক চৌধুরী, অরুণ কান্তি বড়ুয়া প্রমুখ।

বঙ্গবন্ধু পরিষদের নতুন কমিটি গঠন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথিরা ● প্রথম আলো

আনন্দ রেস্তোরাঁর মালিকানাধীন রেডচিলির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা ● প্রথম আলো

সানাইয়ায় বাংলাদেশি নতুন রেস্তোরাঁ

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের সানাইয়া অঞ্চলে বসবাসরত বাংলাদেশি ভোজনরসিকদের জন্য সুখবর। এশিয়ান সিটিতে সম্প্রতি রেড চিলি রেস্টুরেন্ট নামে একটি রেস্তোরাঁর উদ্বোধন করা হয়েছে। এটি প্রবাসী বাংলাদেশিদের মালিকানাধীন আনন্দ রেস্তোরাঁর তৃতীয় শাখা।

এশিয়ান সিটিতে গ্র্যান্ড মলের ২০৮ নম্বরে রেস্তোরাঁটি অবস্থিত। সানাইয়া অঞ্চলে বসবাসরত বাংলাদেশিদের জন্য দেশীয় খাবার ও স্বাদ গ্রহণের অনন্য সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে এই রেস্তোরাঁ। এর মালিকদের মধ্যে রয়েছেন মহিউদ্দীন, মোহাম্মদ সিকান্দারউদ্দীন ও আবু মোহসেন। নাজমা ও সানাইয়ায় তাঁদের মালিকানাধীন আরও দুটি রেস্তোরাঁ রয়েছে।

মহিউদ্দীন *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁদের আগের দুটি রেস্তোরাঁ ইতিমধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মন জয় করেছে। তাই কাতারজুড়ে ক্রমবর্ধমান প্রবাসী বাংলাদেশিদের কথা মাথায় রেখে তাঁদের সুলভ দামে দেশীয় খাবারের স্বাদ এনে দিতে তাঁরা নতুন এই রেস্তোরাঁ চালু করেছেন। এই নতুন রেস্তোরাঁয় একসঙ্গে ২০০ মানুষ খাওয়া-দাওয়া করতে পারবেন। এ ছাড়া অনুষ্ঠানের জন্য এখানে আলাদা হলরুমও রয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কাতারপ্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশ বিমানের কাতারের ব্যবস্থাপক মো. মোস্তফা, বাংলাদেশ এমএইচএম স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ জসিমউদ্দীন, শাহাবউদ্দীন, ওমর ফারুক চৌধুরী, শফিকুল ইসলাম তালুকদার, ফোরকান রেজা, আবুল কাশেম প্রমুখ।

অভিবাসী শ্রমিক ক্যাম্পে আগুন, ১৩ জন নিহত

কাতার প্রতিনিধি

কাতারের আবু সামরায় সম্প্রতি শ্রমিকদের আবাসিক ক্যাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১৩ জন বিদেশি শ্রমিক মারা গেছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১২ জন।

সৌদি আরবের সীমান্তবর্তী আবু সামরার আল-আরিক এলাকায় অভিবাসী শ্রমিকদের একটি আবাসিক ক্যাম্পে ১ জুন রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দ্রুত পাশাপাশি অবস্থিত চারটি ভবনে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কাতারের ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে নিহত ও আহত শ্রমিকদের তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

দোহা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে সালওয়া টুরিজম প্রজেক্টে কাজ করতেন ওই সব শ্রমিক। ওই প্রকল্পে হিলটন বিচ রিসোর্টসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে, যা ২০১৯ সালের শেষ নাগাদ উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে। আল-আলি ইঞ্জিনিয়ারিং নামের একটি প্রতিষ্ঠান ওই প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর পরিবেশন করা হয়েছে।

আবু সামরায় ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোন দেশের কতজন শ্রমিক নিহত হয়েছেন, তা এখনো জানা যায়নি। তদন্ত শেষ হলে আনুষ্ঠানিকভাবে তা জানা যাবে বলে *প্রথম আলো*কে জানান কাতারের বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কাউন্সেলর ড. সিরাজুল ইসলাম। এর বেশি কোনো কিছু জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন দূতাবাসের এই কর্মকর্তা।

শ্রমসচিব রবিউল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমরা আলওয়াকরা হাসপাতালে আহত ব্যক্তিদের দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজন বাংলাদেশি শ্রমিককে আমরা দেখতে পেয়েছি। তাঁর নাম তমিজউদ্দীন (৩৬)। বাবার নাম মনজুর মোল্লা। তাঁর দেশের বাড়ি মেহেরপুর।'

আহত তমিজউদ্দিনের সঙ্গে কথা বলার বিষয়টি উল্লেখ করে দূতাবাসের শ্রমসচিব বলেন, আগুন লাগার পর তিনি নিজের পাসপোর্ট আনতে শ্রমিক ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকেছিলেন। আগুনের তীব্রতায় হতবিহ্বল হয়ে তিনি দোতলা থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়েন। এ সময় তিনি পায়ে আঘাত পান। এ ছাড়া আরেকজন বাংলাদেশি শ্রমিক হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন বলে তাঁরা জেনেছেন। ওই ব্যক্তির নাম-পরিচয় তাঁরা পাননি।

অগ্নিকাণ্ডের পরপরই আল-আরিক এলাকার ওই ক্যাম্প থেকে শ্রমিকদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওই প্রকল্পে কাজ করেন এমন কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে কথা বললেও তাঁরা অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেননি। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত, তা এখনো ফায়ার সার্ভিসও জানায়নি।

যুবলীগের আলমামুরা (সবজিমার্কেট) শাখার অনুষ্ঠানে মঞ্চে অতিথিরা ● প্রথম আলো

যুবলীগের নতুন শাখা

কাতার প্রতিনিধি

কাতার শাখা যুবলীগের আলমামুরা সবজিমার্কেট শাখা গঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষে ৩ মে আলরাহমানিয়া রেস্তোরাঁয় এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কাতার শাখা যুবলীগের সভাপতি জাকির হোসেন। অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ কাতার শাখার সভাপতি মোহাম্মদ মুছা, কাতার শাখা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ শেখ, বঙ্গবন্ধু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোফরান প্রমুখ।

কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে সভাপতি, সুমনকে সাধারণ সম্পাদক এবং মাহমুদুল হাসানকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট আলমামুরা সবজিমার্কেট শাখার কমিটি গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আশা প্রকাশ করে বলেন, নতুন শাখা গঠনের মাধ্যমে কাতারে যুবলীগ আরও দক্ষ ও সংগঠিত হয়ে প্রবাসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

কাতারের সাগরতীরে খোলা জায়গায় ৩ মে সন্ধ্যায় উন্মুক্ত বৈঠক করে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন। বৈঠকে সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এতে সংগঠনের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয় ● বিজ্ঞপ্তি

নাজমায় বাংলাদেশি একটি রেস্তোরাঁয় ৩ জুন ঢাকা-দোহা ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংগঠনের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হোসেনসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন ● বিজ্ঞপ্তি

প্রথম আলো
সাপ্তাহিক উপসাগরীয় সংস্করণ

এখন নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে
কাতারজুড়ে বিভিন্ন বাংলাদেশি রেস্তোরাঁয়

ভুইয়া রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
ফেনী রেস্তোরাঁ, মুনতাজা
স্টার অব ঢাকা রেস্তোরাঁ, দোহাজাদিদ
হইচই রেস্তোরাঁ, নাজমা
আনন্দ রেস্তোরাঁ, নাজমা
রমনা রেস্তোরাঁ, নাজমা
হানিকুইন ক্যাফেটেরিয়া, রাইয়ান
প্রবাসী হোটেল, মদিনাখলিফা
আলরাবিয়া রেস্তোরাঁ, বিনওমরান
কুমিল্লা রেস্তোরাঁ, দোহা
বনানী রেস্তোরাঁ, দোহা
চাঁদপুর হোটেল, মাইজার
জাল ক্যাফেটেরিয়া,মাইজার
আলরাহমানিয়া রেস্তোরাঁ, সবজিমার্কেট
মিষ্টিমেলা, সবজিমার্কেট
বাংলাদেশ ট্রেডিং কমপ্লেক্স, আলআতিয়া মার্কেট
আলশারিফ রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
আলফালাক রেস্তোরাঁ, আলআতিয়া মার্কেট
সাফির ক্যাফেটেরিয়া,মদিনামুররা
আলবুসতান হোটেল, মদিনামুররা
ঢাকা ভিআইপি রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আসসাওয়াহেল রেস্তোরাঁ, ওয়াকরা
আননামুজাযি রেস্তোরাঁ, মিসাইয়িদ মার্কেট

১২৫ কাতারি রিয়াল
গ্রাহক হোন
১ বছরের জন্য

প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে আপনার বাসা, অফিস, প্রতিষ্ঠান কিংবা যেকোনো ঠিকানায় প্রথম আলো পৌঁছে যাবে

গ্রাহক বা এজেন্ট হতে চাইলে যোগাযোগ করুন
5549 2446, 30106828

রমজানে কাজের সময়সূচি ঘোষণা

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে রমজান মাসে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য কর্মঘণ্টা কমিয়ে আনা হবে। বছরের অন্যান্য সময় সপ্তাহে তাঁদের ৩৬ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। এ মাসে তাঁরা ৩০ ঘণ্টা কাজ করবেন। আর যাঁরা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ করেন, তাঁরা রমজানে ৩৩ ঘণ্টা শ্রম দেবেন। নিয়মিত পালার কর্মীদের ক্ষেত্রে এ সময়সূচি প্রযোজ্য হবে।

নতুন সময়সূচি বাস্তবায়নের জন্য সিভিল সার্ভিস ব্যুরোর প্রধান আহমেদ আল জায়েদ নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স খলিফা বিন সালমান আল খলিফা এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেন। নতুন ব্যবস্থায় একটি সুবিধাজনক কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যাঁরা এ সময়সূচির অধীনে কাজ করবেন, তাঁদের দিনে গড়ে সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা শ্রম কম দিতে হবে। স্বাভাবিক সময়সূচির কর্মীরা কাজ শুরু করবেন সকাল নয়টায়, শেষ হবে বেলা তিনটায়। আর সম্প্রসারিত কর্মঘণ্টার আওতায় বৃহস্পতিবার তাঁরা কাজ করবেন সকাল নয়টা থেকে বেলা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত।

মানামায় অবস্থিত জাতীয়তা, পাসপোর্ট ও বসবাসের অনুমতিবিষয়ক সদর দপ্তর এবং মুহাররাক ও ইসা টাউন শাখার কাজ রমজান মাসে সকাল আটটায় শুরু হয়ে চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। তবে বাহরাইন ইনভেস্টরস সেন্টারে তাদের দপ্তর খুলবে সকাল আটটায়, চালু থাকবে বেলা দুইটা পর্যন্ত। আর শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের দপ্তরে প্রতিষ্ঠানটির শাখার কার্যক্রম চলবে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত। সূত্র : **বাহরাইন নিউজ**

পুলিশের ত্বরিত অভিযান

হিদ এলাকার ড্রাই ডক কারাগার থেকে ১৭ জন কয়েদি পালিয়ে গিয়েছিল। পুলিশ ত্বরিত অভিযান চালিয়ে এদের মধ্যে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এখনো ছয়জন পলাতক। তাদের ধরতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ। তল্লাশি চালানো হচ্ছে গাড়িতে ● সৌজন্যে *গালফ ডেইলি নিউজ*

বাহরাইন নির্বাহী বোর্ডের ডেপুটি চেয়ার নির্বাচিত

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা

প্রথম আলো ডেস্ক

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্বাহী বোর্ডের ১৩৯তম অধিবেশনের ডেপুটি চেয়ার নির্বাচিত হয়েছে বাহরাইন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফায়েকা বিনতে সাঈদ আলসালেহ এ পদে বাহরাইনের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় গত ৩০ ও ৩১ মে এ অধিবেশনকে সামনে রেখে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডেপুটি চেয়ার নির্বাচিত হওয়ায় বাহরাইনের বাদশাহ হামাদ বিন ঈসা আলখলিফা, প্রধানমন্ত্রী এইচ আর এইচ প্রিন্স খলিফা বিন সালমান আলখলিফা এবং যুবরাজ, ডেপুটি সুপ্রিম কমান্ডার ও ফার্স্ট উপপ্রধানমন্ত্রী এইচ আর এইচ প্রিন্স সালমান বিন হামাদ আলখলিফাকে ধন্যবাদ জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। বাহরাইনে স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে সঠিক দিকনির্দেশনা ও অব্যাহতভাবে সমর্থন দিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের এ ধন্যবাদ জানান তিনি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী আলসালেহ বলেন, বাহরাইনের জনগণ ও সে দেশে বসবাসকারী বিদেশি নাগরিকদের অনন্য সেবা দানের স্বীকৃতি হিসেবে বাহরাইনকে ওই পদের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের ১৩৯তম অধিবেশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন মাল্টার প্রতিনিধি। এ ছাড়া বাহরাইনের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও নেপালের প্রতিনিধিরা ডেপুটি চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন।

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**

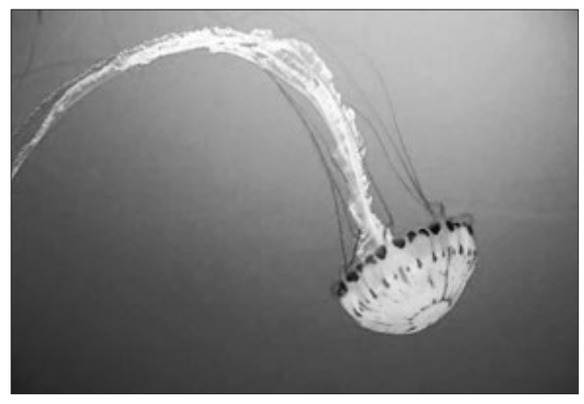

বাহরাইনের সমুদ্র উপকূল থেকে গত সপ্তাহে এই জেলিফিশের ছবিটি তোলেন মোহাম্মদ আলী

বাহরাইনের সমুদ্রসৈকতে ভ্রমণ নিয়ে গুজব

সংক্রামক রোগ ছড়ানো প্রাণী সাগরে মেলেনি

প্রথম আলো ডেস্ক

চামড়া ও রক্তের সংক্রামক রোগ ছড়ায় এমন নতুন ধরনের এক সামুদ্রিক প্রাণী বাহরাইনের সমুদ্র উপকূলে পাওয়ার দাবি সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন দেশটির স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা বলেন, অনুসন্ধানে দেখা গেছে, সিত্রায় যে সামুদ্রিক প্রাণী পাওয়া গেছে তা আসলে এক প্রজাতির জেলিফিশ। গ্রীষ্মে এই জেলিফিশ বাহরাইনের সমুদ্রসীমায় ভেসে আসে।

বাহরাইনের সমুদ্রসৈকত আর নিরাপদ নয় এবং সেখানে যাওয়ার পর কেউ কেউ চামড়ার ক্ষত ও রক্তে একধরনের রোগের সংক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে গত ৩১ মে রাতে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অভিযোগ ওঠে। পরে এমন খবর ছড়িয়ে পড়ায় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা এমন বক্তব্য দিলেন। বিভ্রান্তি দূর ও অনলাইনের খবর নাকচ করতে ১ মে একটি বিবৃতি দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ও।

তবে স্থানীয় জেলেরা নিশ্চিত করেন, চামড়ার ওই ক্ষত জেলিফিশের কারণে। যদিও তা গুরুতর বা সংক্রামক কিছু নয়।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন, 'বাহরাইনের সমুদ্রসৈকতে পাওয়া নতুন সামুদ্রিক প্রাণী থেকে অনেকে চামড়া ও রক্তে একধরনের রোগের সংক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমের খবর আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। আমরা নিশ্চিত হয়ে বলছি, সৈকত বা অবকাশকেন্দ্রের কাছাকাছি কোনো হাসপাতাল থেকে এ ধরনের কোনো ঘটনা জানা যায়নি। এটা শুধুই প্রচারণা।'

মুখপাত্র আরও বলেন, 'এটা খুব গুরুতর অভিযোগ। বাহরাইনে এ ধরনের কোনো রোগ সংক্রমণের ঘটনা ঘটলে মন্ত্রণালয়ের তা জানা থাকত। আর সে বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও দিত। আমরা সবাইকে অনুরোধ জানাই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়ানো গুজবে কান দেওয়ার আগে তাঁরা যেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চান।'

আবদুল্লাহ মোহাম্মদ আলী নামে সিত্রার একজন মৎস্যজীবী ও স্বীকৃত ডুবুরি *গালফ ডেইলি নিউজ*কে বলেন, কয়েক দিন আগে সৈকতে এক প্রজাতির জেলিফিশ ভেসে আসার পর এ গুজব সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, ইনস্টাগ্রামে আমরা পড়েছি, যাঁরা ওই সৈকতে সাঁতার কাটতে গিয়েছিলেন, তাঁরা এক নতুন সামুদ্রিক প্রাণী থেকে রক্ত ও চামড়ার গুরুতর রোগের সংক্রমণের শিকার হয়েছেন।

মোহাম্মদ আলী আরও বলেন, 'এ খবর ঠিক নয়। কেননা, এটা কোনো নতুন প্রাণী নয়; বরং এক প্রজাতির জেলিফিশ। এটা প্রতিবছর মে থেকে জুলাইয়ের মধ্যে আমাদের সৈকতে ভেসে আসে। এ সময় প্রতিবছর আমি এই জেলিফিশ দেখি। যেমনটা দেখেছি গত সপ্তাহে।'

আলী বলেন, 'আমাদের যা করতে হবে তা হলো, জেলিফিশের স্পর্শে কোনো ক্ষত হলে সেখানে হাত না দিয়ে কিছু ভিনেগার লাগিয়ে দেওয়া। এতে ক্ষতস্থানটি কয়েক দিন বা সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সেরে উঠতে পারে।'

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

বাহরাইনে অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞদের মত

অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনতে শ্রমসংস্কার জরুরি

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনের বৈচিত্র্যপূর্ণ অর্থনীতির জন্য দেশটির শ্রমশক্তির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর সে জন্য শ্রমশক্তিতে সংস্কার আনা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা।

ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের (ইডিবি) প্রধান অর্থনীতিবিদ জারমো কটিলেইন বলেন, তেলের দাম পড়ে যাওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমসংস্কার ও তামকিনের মতো বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে বর্তমানে ঠিক পথেই আছে বাহরাইন। স্থানীয় জনশক্তিকে সহায়তা করতে আরও 'ইনটেনসিভ ইকোনমিক মডেল কোম্পানির' প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, চলতি অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সংকট সমাধানের কোনো জাদুকরি বা সহজ সমাধান নেই। তাই বাহরাইন বিভিন্ন বিকল্প পন্থাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে।

জারমো বলেন, বাহরাইনে জাতীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থান লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তামকিন দারুণ সাফল্য আনছে। সেই সঙ্গে চলছে শ্রমসংস্কার। সাফল্যের জন্য যা করা প্রয়োজন ও যা করা হচ্ছে, উভয়ের জন্য 'উদ্যোগ' খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, 'সমাধান আমাদের কাছে পরিষ্কার এবং সাফল্যের জন্য আমাদের অধ্যবসায় নিয়ে লেগে থাকতে হবে। গৃহীত কর্মসূচিগুলো নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করতে

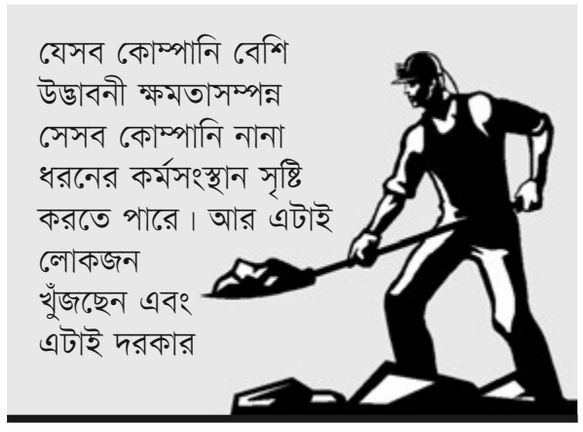

হবে। এসব কর্মসূচি কীভাবে আরও কার্যকর করা যায় সে চেষ্টা চালাতে হবে।'

মানামায় গত ৩১ মে রিজেন্সি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে 'তেলের মূল্য পতন এবং উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থাভুক্ত (জিসিসি) দেশগুলোর ওপর এর প্রভাব' শীর্ষক এক সিম্পোজিয়ামের বাইরে *গালফ ডেইলি নিউজ*কে জারমো এসব কথা বলেন। বাহরাইনের জ্বালানিমন্ত্রী আবদুলহুসাইন মির্জার পৃষ্ঠপোষকতায় আহলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এ সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। এতে সাতজন বিশেষজ্ঞ তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।

ইডিবির প্রধান অর্থনীতিবিদ জারমো আরও বলেন, অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যের জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তার অন্যতম হলো, কোম্পানিগুলোকে নিবিড় অর্থনৈতিক মডেলের সঙ্গে যায় এমন করে গড়ে তোলা। যাতে সেগুলো আরও উৎপাদনশীল হয়ে ওঠে। যেসব কোম্পানি বেশি উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন সেসব কোম্পানি নানা ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। আর এটাই লোকজন খুঁজছেন এবং এটাই দরকার। নিশ্চিতভাবে এর লক্ষ্য, বাহরাইনে আরও শ্রমশক্তি সৃষ্টি করা।

জারমো বলেন, দেশে উৎপাদনে সাফল্য অর্জনের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। এ জন্য শাসনব্যবস্থা, সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার দিকে আরও বেশি নজর দিতে হবে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

শিশুসন্তানের সিপিআর নম্বর নিতে ব্যাপক সাড়া

প্রথম আলো ডেস্ক

মা-বাবারা তাঁদের সন্তানদের সিপিআরের জন্য 'অনন্য' নম্বর বাছাই করছেন। বাহরাইনে অনলাইনে এ সেবা তুমুল জনপ্রিয় হচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তারা এ কথা জানিয়েছেন।

নবজাতক সন্তানের জন্য বিশেষ ব্যক্তিগত নম্বর নির্ধারণের জন্য মা-বাবারা ৫০ থেকে ১০০ বাহরাইনি দিনার পর্যন্ত খরচ করছেন। সরকারের তথ্য ও ই-গভর্নমেন্ট (আইজিএ) বিভাগ অনলাইনে কয়েক মাসের জন্য এই সেবা দিচ্ছে। গত বছর থেকে এটির প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়। সেই 'অনন্য' নম্বর কিনে স্মার্টকার্ড পাওয়ার আবেদন করা হচ্ছে। আইজিএর তথ্যপ্রযুক্তি শাখার মহাপরিচালক শাইখ সালমান বিন মোহাম্মদ আল খলিফা বলেন, বিশেষ নম্বর পাওয়ার জন্য লোকজন কার্যত লড়াইয়ে নেমেছে। বাহরাইনে এটা ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে।

বিশেষ নম্বরগুলো তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে বিতরণ করা হচ্ছে। এর জন্য যথাক্রমে ৫০, ৭৫ ও ১০০ দিনার পরিশোধ করতে হচ্ছে। কর্মকর্তারা বলেন, এই সেবা কেবল নবজাতক শিশুর জন্য প্রাপ্য। তবে বাধ্যতামূলক নয়। এই সেবা নিতে চাইলে অনলাইনে www.smartcard.gov.bh ওয়েবসাইটে গিয়ে স্পেশাল নাম্বার সিলেক্ট করতে হবে। এরপর ডিস্টিংকটিভ পারসোনাল নাম্বার সার্ভিস পাতায় গিয়ে পরবর্তী নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করতে হবে। তবে সন্তানের জন্মের আগে নম্বর বাছাই করার এবং একজনের জন্য নির্ধারিত নম্বর অন্য সন্তানের জন্য ব্যবহারের সুযোগ নেই। শিশুর জন্মের এক মাসের মধ্যে বিশেষ নম্বরটি কিনতে হবে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

তেল ১৩৮ ডলার না হলে বাজেটে ভারসাম্য হবে না

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনে বাজেটে ভারসাম্য আনার জন্য তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১৩৮ ডলারে উন্নীত করা দরকার বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির জ্বালানিমন্ত্রী আবদুলহুসেইন মির্জা।

আবদুলহুসেইন মির্জা বলেন, বাহরাইনে বাজেট ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় তেলের দাম ওই অঙ্কে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। আর এ মত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও ডয়েচে ব্যাংকের।

জ্বালানিমন্ত্রী আরও বলেন, বাজেট ভারসাম্যের জন্য কাতারে তেলের দাম হওয়া দরকার ব্যারেলপ্রতি ৭৭ ডলার, কুয়েতে ৭৮ ডলার, সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) ৮১ ডলার ও সৌদি আরবে ১০৪ ডলার।

গত ৩১ মে বাহরাইনের রাজধানী মানামার রিজেন্সি ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে 'তেলের মূল্য পতন ও উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থাভুক্ত (জিসিসি) দেশগুলোর ওপর এর প্রভাব' শীর্ষক সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধনকালে দেওয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন জ্বালানিমন্ত্রী আবদুলহুসেইন মির্জা। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় আহলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এ সিম্পোজিয়াম আয়োজন করে।

সিম্পোজিয়ামে বাহরাইনে বিভিন্ন খাত থেকে ভর্তুকি প্রত্যাহারসহ সরকারের ব্যয়সংকোচনমূলক পদক্ষেপের যৌক্তিকতা তুলে ধরে জ্বালানিমন্ত্রী বলেন, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দিতে জিসিসির সদস্য দেশগুলোর প্রচেষ্টা সঠিক পথেই এগোচ্ছে।

জ্বালানিমন্ত্রী আবদুলহুসেইন আরও বলেন, সরকারের ব্যয় মেটাতে এ অর্থের আংশিক জোগান দিতে ২০১৮ সাল থেকে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) চালুর পরিকল্পনা বিবেচনা করা হচ্ছে। জিসিসিভুক্ত দেশগুলো এ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবায়নের সময় পর্যালোচনা করে দেখছে।

সিম্পোজিয়ামে তেলের দাম কমে যাওয়ার কারণ ও অর্থনীতিতে এর প্রভাব, এই দামের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার উপায় রপ্ত করা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টিসহ নানা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

বাহরাইনিদের হোটেল শিল্পে যুক্ত করা হবে

প্রথম আলো ডেস্ক

বাহরাইনের কেন্দ্রস্থলে ডাউনটাউন রোটানা নামের একটি নতুন পাঁচ তারকা হোটেলে স্থানীয় জনশক্তি নিয়োগের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বাহরাইনিদের। এর মাধ্যমে পর্যটন ও হোটেল ব্যবসা খাতে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্য থেকে একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাই সরকারের লক্ষ্য।

বিলাসবহুল হোটেলটির বর্তমান কর্মীর সংখ্যা ২৭৭। তাঁদের মধ্যে মাত্র ৪৮ জন বাহরাইনি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বাহরাইনিদের জন্য নির্ধারিত পদসংখ্যার সীমা বা কোটা (১৫ শতাংশ) পূরণ হয়েছে। নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে রোটানা গ্রুপের দুরুব প্রকল্পের নির্দেশনা অনুযায়ী। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় রোটানার সব ব্যবসায়িক উদ্যোগে স্থানীয় জনশক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ডাউনটাউন রোটানার মহাব্যবস্থাপক লিলিয়ান রজার বলেন, বাহরাইনে পর্যটন ও আতিথেয়তার ব্যাপারে স্থানীয় লোকজনের চেয়ে ভালো অন্য কেউই করতে পারবে না। কারণ তাঁরা নিজ দেশ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ভালো জানেন। ফলে তাঁদের পক্ষে পর্যটকদের উষ্ণ আতিথেয়তা দেওয়া সহজ হয়। সরকারি উদ্যোগের ফলে পর্যটন খাতে বাহরাইনিদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বাড়ছে। এতে এই খাতের বিকাশের সম্ভাবনা বাড়বে।

সূত্র : **ডেইলি ট্রিবিউন**

স্কাইডাইভিংয়ে অংশ নিন মানসিক চাপ কমবে

প্রথম আলো ডেস্ক

মানসিক চাপে নাজেহাল হচ্ছেন? দেরি না করে স্কাইডাইভিং বা 'ঝাঁপ দেওয়ার খেলায়' অংশ নিন। বাহরাইনের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা এ পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি সাউদার্ন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আহমেদ আলআনসারি। তাঁর দপ্তরের বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর সম্প্রতি মানসিক চাপ ও ক্লান্তিতে ভুগছেন বলে জানালে আলআনসারি ওই পরামর্শ দেন।

আলআনসারি বলেন, মানসিক চাপ কমাতে কাউন্সিলরদের সাথির এলাকায় গ্রেভিটি ইনডোর স্কাইডাইভিংয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পাঠানো হবে। এটি সম্পন্ন করলে নিশ্চয়ই তাঁরা আরও চাঙা হয়ে কাজে যোগ দিতে পারবেন।

বাহরাইনের তিনটি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এবং ক্যাপিটাল ট্রাস্টি বোর্ড আগামী কয়েক দিনে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের বাজেট ঘোষণা করবেন। সেগুলো আগামী সেপ্টেম্বরে ঘোষণার জন্য জাতীয় বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হবে। কাজেই কাউন্সিলরদের এ কয়েক দিন খুবই ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে পার হবে।

আলআনসারি বলেন, এমন পরিস্থিতিতে মানসিক চাপ ও অবসান দূর করতে স্কাইডাইভিংয়ের মতো খেলা অত্যন্ত সহায়ক হবে। তিনি আশা করেন, এভাবেই কাউন্সিলররা জনসেবামূলক নতুন নতুন ধারণা দিতে পারবেন। যেসব কাউন্সিলর অত্যন্ত স্থূলকায় বা মোটা হওয়ার কারণে স্কাইডাইভিংয়ে ভয় পাচ্ছেন, তাঁদের জন্য দ্রুত ওজন কমানোর পরামর্শ রইল। পবিত্র রমজান মাসটাকে এ ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

স্কাইডাইভিংয়ের জন্য প্রস্তুত। তাকে আকাশে ভাসিয়ে দিতে সহায়তা করছেন এক ব্যক্তি ● সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

কিশোরীকে লাঞ্ছনার অভিযোগ কাঠগড়ায় তিন রুশ নারী

প্রথম আলো ডেস্ক

১৭ বছর বয়সী এক কিশোরীকে নির্যাতনের দৃশ্যসংবলিত একটি ভিডিও বাহরাইনের আদালতে পেশ করা হয়েছে। রাশিয়ার ওই কিশোরীকে যৌনকর্মে বাধ্য করার অভিযোগে তিন নারীর বিচার চলছে ওই আদালতে।

পৃথকভাবে ধারণ করা ওই ভিডিওতে মেয়েটিকে কিল-ঘুষি ও লাথি মারার পাশাপাশি বেল্ট দিয়ে পেটানোর দৃশ্য রয়েছে। রুশ মেয়েটির অভিযোগ, বাহরাইনের হুরা এলাকার একটি অ্যাপার্টমেন্টে তাকে চার মাস ধরে আটক রেখে নির্যাতন করা হয়েছে। এ সময় প্রতিদিন তাকে ২০ জন পুরুষের সঙ্গে যৌনকর্মে বাধ্য করা হয়েছে। তবে সে সৌদি আরবের এক নাগরিকের সঙ্গে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। লোকটি তার 'প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন'।

ওই সৌদি নাগরিকই মেয়েটির দুরবস্থা সম্পর্কে পুলিশকে জানিয়েছেন। এ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বাহরাইনের ফৌজদারি উচ্চ আদালতে ১ জুন বলেন, নির্যাতনের শিকার মেয়েটি নিজের লাঞ্ছনার ভিডিও পুলিশকে দেখিয়েছে। এতে দেখা যায়, রাশিয়ার তিন নারী মেয়েটিকে মারধর করছেন। তাঁদের কথামতো কাজ করতে রাজি না হওয়ার কারণেই এ রকম নির্যাতন চালানো হয়।

পুলিশের ওই কর্মকর্তা আদালতকে বলেন, মেয়েটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী হুরার একটি অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। পরে জুফাইর এলাকার একটি হোটেল থেকে ওই তিন নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নির্যাতন এবং মানব পাচার আইনে ওই তিন রুশ নারীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। নির্যাতনের ভিডিও আদালতে পেশ করার সময় তাঁদেরও হাজির করা হয়। তাঁরা নিজেদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করেন। অবশ্য এর আগে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন, তাঁরা যৌনকর্মীর কাজ করেন। নির্যাতনের শিকার মেয়েটি স্বেচ্ছায় তাঁদের সঙ্গে কাজ করতে এসেছিল বলেও তাঁরা দাবি করেন।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

ফুটপাতে ব্যক্তিগত বাগান নয়

প্রথম আলো ডেস্ক

ব্যক্তিগত বাগানবাড়ির বাইরের চত্বর সরকারি জায়গা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যাবে না। বাহরাইনের উত্তরাঞ্চলীয় প্রশাসনিক অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ শিগগিরই এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেবে। এ ধরনের আইন লঙ্ঘনের ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে নর্দান মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সাপ্তাহিক সভায় আলোচনা হয়েছে।

ব্যক্তিগত বাগান রাস্তা পর্যন্ত ছড়ালে জনসাধারণের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। দুর্ঘটনায় আহতও হন অনেকে। কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান আল কোহিজি বলেন, আইন অমান্য করে জনগণের সম্পত্তির ওপর বৃক্ষ, ঘাস ও ফুলগাছ লাগানো হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। গাছ লাগানো ভালো কিন্তু মানুষের নিরাপত্তা বিকিয়ে দিয়ে সেটা করতে দেওয়া যাবে না। সরকারি জায়গায় ব্যক্তিগত বাগান করলে কঠোর শাস্তি দিয়ে শেখানো হবে, কীভাবে অন্যকে সম্মান দিতে হয়।

কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বুহামুদ বলেন, 'নিষেধাজ্ঞা আরোপের মানে হলো কর্তৃপক্ষ সতর্ক করে দিচ্ছে। কেউ এটা অমান্য করলে জরিমানা আদায় করা হবে। সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

সংক্ষেপ

নতুন বিমানবন্দর কোথায় হবে

দেশে নতুন একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য তিনটি স্থানকে নির্বাচিত করেছে সরকার। এগুলো হচ্ছে মাদারীপুর অথবা ঢাকার দোহার অথবা মুন্সিগঞ্জ। নতুন বিমানবন্দরের নাম হবে 'বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর'। এবারের বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যাত্রী ও কার্গো পরিবহনের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ অন্যান্য বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মাদারীপুর, দোহার অথবা মুন্সিগঞ্জে 'বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর' নামে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হয়েছে।
● নিজস্ব প্রতিবেদক

মাদকের টাকা না পেয়ে বাবাকে মারধর

মৌলভীবাজারের রাজনগরে মাদক কেনার টাকা না পেয়ে বাবাকে মারধর করেছে নিয়াজ আলী (২২) নামে এক যুবক। এ ঘটনায় ১ জুন তাঁকে চার মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। নিয়াজ উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নের মোকামবাজার গ্রামের এলাইছ মিয়ার ছেলে। পুলিশ ও ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, কয়েক মাস ধরে মাদকাসক্ত নিয়াজ আলী মদ ও গাঁজা কেনার টাকা না পেয়ে প্রায়ই পরিবারের সদস্যদের মারধর করতেন। এ জন্য সালিসের মাধ্যমে তাঁকে কয়েকবার শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ভালো হননি। মাদক কেনার টাকা না পেয়ে বাবা এলাইছ মিয়াকে তিনি মারধর করেন। এতে বাধ্য হয়ে তাঁর বাবা এলাকাবাসীর সহায়তায় তাঁকে সন্ধ্যার দিকে রাজনগর থানায় সোপর্দ করেন।
● মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

সৌদি আরবের ১০০ টন খেজুর উপহার

পবিত্র রমজান উপলক্ষে বাংলাদেশকে ১০০ টন খেজুর উপহার দিয়েছে সৌদি আরব সরকার। ২ জুন সচিবালয়ে বাংলাদেশে সৌদি চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স আল হাসান আলী আল হাজমির কাছ থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণসচিব শাহ্ কামাল খেজুর গ্রহণ করেন। খেজুর উপহার দেওয়ায় সৌদি সরকারকে ধন্যবাদ জানান ত্রাণসচিব। তিনি আশা করেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সৌদি আরব সফরের মধ্য দিয়ে দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। সৌদি সরকারের প্রতিনিধি আবদুল্লাহ আল সুআইয়ুব, ইব্রাহিম আল হামিদ, আবদুল মালিক হিলাল ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জাকির হোসেন আকন্দ খেজুর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সৌদি থেকে পাওয়া খেজুরগুলো ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে বলে মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।
● তথ্য বিবরণী।

মাসুদ রানার ৫০ বছর পূর্তি

বাংলাদেশের স্পাই 'মাসুদ রানা'র টুপি আকৃতির কেক কেটে পালন করা হলো তার জন্মদিন। ৫০ বছর পার করল জনপ্রিয় গোয়েন্দা উপন্যাস সিরিজ মাসুদ রানা। ৩ জুন বিকেলে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের লালন চর্চাকেন্দ্রে এ উপলক্ষে একত্র হয়েছিলেন মাসুদ রানার একদল পাঠক। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মাসুদ রানা পাঠক ফোরাম। সিরিজটির ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করতে লেখক কাজী আনোয়ার হোসেনের ছবিসংবলিত ব্যানার ঝুলিয়ে উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন তাঁরা। ফোরামের সভাপতি মুজতবা আলী মাহমুদ বলেন, 'এই সিরিজটির মাধ্যমে একটি প্রজন্মকে পড়তে শিখিয়েছেন কাজী আনোয়ার হোসেন। বিশ্বকে জানাতে, অ্যাডভেঞ্চারের নেশা জাগাতে ভূমিকা রেখেছিল এই বইগুলো, যা থেকে পরে অন্যান্য বই পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে তরুণেরা।' এক পাঠক জানালেন, একটি বই কিনে অন্তত ২০ জন পড়েছেন তাঁরা।
● নিজস্ব প্রতিবেদক

১০ টাকার জন্য খুন!

মাত্র ১০ টাকার জন্য সেলুন কর্মচারী মো. মোমিনকে (২৫) খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় মো. জসীম নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে। চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালি থানা এলাকায় ২ জুন মধ্যরাতে একটি সেলুনে এ ঘটনা ঘটে। 'জনি হেয়ার কাটিং সেলুন' নামের ওই দোকানের মালিক অনিল শীল। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, হুমায়ুন কবির নামের স্থানীয় এক যুবক ২ জুন রাতে দোকানে দাঁড়ি কাটাতে আসেন। সেলুন কর্মচারী মো. মোমিন তার দাঁড়ি কাটেন। কাজ শেষ হওয়ার পর হুমায়ুন ৩০ টাকা দেন। এ সময় মোমিন ৪০ টাকা দাবি করলে দুজনের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। অনিল অভিযোগ করেন, বাগ্‌বিতণ্ডার একপর্যায়ে হুমায়ুনের পরিচিত সোহেল রাজু, মো. জসীম, সেলিম ও রনিসহ বেশ কয়েকজন এসে কর্মচারী মোমিনকে মারধর করতে থাকে। রাত সাড়ে ১১টার দিকে খবর পেয়ে দোকানে এসে তিনি মোমিনকে গুরুতর অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
● নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

ওমরাহ পালন সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আলসৌদের আমন্ত্রণে পাঁচ দিনের সফরে ৩ জুন সে দেশে গেছেন। পবিত্র নগরী মক্কায় পৌঁছে ওই দিন রাতেই পবিত্র ওমরাহ পালন করেছেন তিনি। এ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট মেয়ে ও প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেখ রেহানা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী এবং প্রধানমন্ত্রীর অন্য সফরসঙ্গীরাও পবিত্র ওমরাহ পালন করেন ● ছবি : বাসস

ফোর্বসের তালিকা

নারী ক্ষমতাধরদের সারিতে ৩৬তম শেখ হাসিনা

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বিশ্বের ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় স্থান পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক *ফোর্বস* সাময়িকীর করা এ তালিকায় শেখ হাসিনার স্থান ৩৬তম। এ তালিকায় গত বছর তিনি ছিলেন ৫৯তম অবস্থানে।

৬ জুন নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে *ফোর্বস*। এতে ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকা দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বের রাজনীতিতে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ২৬ নারীর তালিকা তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে শেখ হাসিনার অবস্থান ১৫তম। শত ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধান আছেন ১১ জন। এর মধ্যে রানি এলিজাবেথও রয়েছেন।

১০০ জনের তালিকায় ফার্স্ট লেডি থেকে শুরু করে আছেন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা। বিনোদন-জগতের ব্যক্তিরাও বাদ পড়েননি তালিকা থেকে।

ক্ষমতাধর শত নারীর তালিকায় প্রথম স্থানে আছেন জার্মানির চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল। তিনি এ তালিকায় ছয় বছর ধরে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন। দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং দেশটির আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়নপ্রত্যাশী হিলারি ক্লিনটন। যুক্তরাষ্ট্রেরই ফেডারেল রিজার্ভের প্রধান জেনেট ইয়েলেন আছেন তৃতীয় অবস্থানে।

শেখ হাসিনা

তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে আছেন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের প্রধান বিল গেটসের স্ত্রী মেলিন্ডা গেটস। জেনারেল মটরসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মেরি টেরেসা বাররা পঞ্চম এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রধান ক্রিস্টিনা ল্যাগার্দে আছেন ষষ্ঠ অবস্থানে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার স্ত্রী মিশেল ওবামা আছেন ক্ষমতাধর শত নারীর তালিকার ত্রয়োদশ অবস্থানে।

মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী এবং দেশটির বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের উপদেষ্টা অং সান সু চি শত ক্ষমতাধর নারীর মধ্যে ২৬তম। আর ২৬ জন সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাজনীতিকের তালিকায় দ্বাদশ অবস্থানে তিনি।

সবচেয়ে বেশি বয়সী নারী হিসেবে তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন যুক্তরাজ্যের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। ৯০ বছর বয়সী রানির অবস্থান ২৯তম। তালিকায় নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যা ভান্ডারি ৫২তম অবস্থানে।

হরতাল-অবরোধে নাশকতার মামলা

খালেদার বিরুদ্ধে আরও ৪ মামলায় অভিযোগপত্র

আদালত প্রতিবেদক ●

হরতাল-অবরোধের মধ্যে নাশকতার ঘটনায় করা আরও চারটি মামলায় বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে হুকুমের আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দিয়েছে পুলিশ। এর মধ্যে পুলিশ তিনটি মামলায় খালেদা জিয়াকে পলাতক দেখিয়ে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছে। একটি মামলায় তিনি জামিনে আছেন।

৬ জুন ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে দারুস সালাম থানার পুলিশ এসব অভিযোগপত্র দেয়। এতে মোট ৩৩ জনকে আসামি করা হয়েছে।

গত বছরের শুরুতে টানা হরতাল-অবরোধের মধ্যে নাশকতার ঘটনায় এ নিয়ে গত দুই মাসে খালেদা জিয়াকে হুকুমের আসামি করে ১০টি মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়া হলো। এ ছাড়া গত বছরের ৬ ও ১৯ মে যাত্রাবাড়ী থানার দুটি মামলায় খালেদা জিয়াকে হুকুমের আসামি করে ৩৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়।

জানতে চাইলে আদালতে পুলিশের অপরাধ তথ্য ও প্রসিকিউশন বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার আমিনুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, নাশকতার অভিযোগে বিশেষ ক্ষমতা আইনে গতকাল চারটি মামলায় খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে

খালেদা জিয়া

অভিযোগপত্র দিয়েছে দারুস সালাম থানার পুলিশ। প্রতিটি মামলায় খালেদা জিয়াকে হুকুমের আসামি করা হয়েছে। তিনটি মামলায় তাঁকেসহ পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছেন সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা। একটি মামলায় তিনি জামিনে আছেন। একই ব্যক্তি একাধিক মামলার আসামি হওয়ায় চারটি মামলায় মোট আসামি সংখ্যা ৩৩।

আদালত সূত্র জানায়, গত বছরের ২৯ জানুয়ারিতে দারুস সালাম থানা এলাকায় মুক্তি প্লাজার সামনে একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেওয়া হয়। এ ঘটনায় করা মামলায় দারুস সালাম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. যোবায়ের অভিযোগপত্র দেন। এতে খালেদা জিয়াসহ মোট ২৭ জনকে আসামি করা হয়েছে।

২ ফেব্রুয়ারি একই থানার এলাকায় অ্যাপেক্স শোরুমের সামনে এবং ২০ ফেব্রুয়ারি দিয়াবাড়ী নতুন রাস্তার পাশে বালুর মাঠে ও মাজার রোডে আলাদা তিনটি বাসে আগুন দেওয়া হয়। এ ঘটনায় করা আলাদা তিনটি মামলায় অভিযোগপত্র দেন এসআই মোহাম্মদ রায়হানুজ্জামান। এতে খালেদা জিয়াসহ মোট ২৪ জনকে আসামি করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সাধারণ নিবন্ধন শাখার উপপরিদর্শক (এসআই) জাহাঙ্গীর হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, চারটি মামলায় উল্লেখযোগ্য অন্য আসামিরা হলেন বিএনপির নেতা আমান উল্লাহ আমান, সৈয়দা আশিফা আশরাফী, সুলতান সালাউদ্দিন, মারুফ কামাল খান, মীর সরাফত আলী, হাবিব-উন-নবী খান, কফিল উদ্দিন, সরোয়ার আলম ও মাসুম হাসান।

কৃত্রিম প্রবালপ্রাচীর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মাছ শিকারের স্পষ্ট প্রমাণ। জেলেরা রীতিমতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ শিকার শুরু করে দিয়েছেন। এটা যেকোনো মূল্যে বন্ধ করতে হবে।

এইসিওএমের পরিবেশ বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান ডেনিয়েল এডওয়ার্ডস বলেন, কৃত্রিম প্রবালপ্রাচীর প্রকল্প একটি পরীক্ষামূলক ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া। এটা ঠিকমতো শেষ করতে পারলে বাহরাইনের মৎস্যসম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি হতে পারে। প্রথম প্রকল্পটি বেশ ভালো ছিল। আর সেখান থেকে পাওয়া প্রাথমিক ফলাফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। তবে ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প আইনসম্মতভাবে অত্যন্ত পরিকল্পিত ও সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে। পর্যবেক্ষণের কাজে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি নিশ্চিত করলে সেটা এ ধরনের প্রকল্পের জন্য বেশি টেকসই হবে। আর মাছ শিকারিদের দৌরাত্ম্য বেশ উদ্বেগজনক। উন্নয়নের হার ও সামুদ্রিক সম্পদ সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য থাকা জরুরি। এসব প্রবালপ্রাচীর দীর্ঘস্থায়ী হলে জেলে সম্প্রদায় এবং মাছ—উভয়ে উপকৃত হবে।

সূত্র : **গালফ ডেইলি নিউজ**

চা ক রি র খোঁ জ

কাতারে কাজের খবর

ডকুমেন্ট কন্ট্রোলার/ডিজাইন কো-অর্ডিনেটর/অন্যান্য
একটি শীর্ষস্থানীয় ফিট-আউট কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে ডকুমেন্ট কন্ট্রোলার (sedocumentcontroller@gmail.com), এমইপি ডিজাইন কো-অর্ডিনেটর (semepengineer@gmail.com), ইনটেরিয়র ডিজাইন কো-অর্ডিনেটর (secivilengineer@gmail.com) ও ড্রাফটস-ম্যান-স্থাপত্য/ফিট-আউট (sedraftsman@gmail.com) আবশ্যক। প্রার্থীদের জিসিসিতে ফিট-আউট প্রকল্পে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সূত্র : গালফ টাইমস।

চিকিৎসক
একটি স্বনামধন্য কন্ট্রাকটিং কোম্পানির জন্য চিকিৎসক (এমবিবিএস) আবশ্যক। পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। স্থানান্তরযোগ্য ভিসা ও এনওসি থাকতে হবে। এসসিএইচ অনুমোদিত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : recruitmentdoh@gmail.com। সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/এসি টেকনিশিয়ান
একটি শীর্ষস্থানীয় পরিবহন কোম্পানির জন্য কয়েকজন করে বিলাসবহুল বাসের (মার্সিডিজ বেঞ্জ) চালক ও অটোমোবাইল এসি টেকনিশিয়ান আবশ্যক। যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৩-৫ বছরের অভিজ্ঞতা; যেকোনো দেশের নাগরিক; বৈধ কাতারি লাইসেন্সধারী। সাম্প্রতিক ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : sreekumaranil.gse@gmail.com ফোন :৭০৪৮৩২১০ সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
জরুরি ভিত্তিতে ডেলিভারি ড্রাইভার আবশ্যক। কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স ও স্থানান্তরযোগ্য ভিসা থাকতে হবে। ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : npf@qatar.net.qa, info@npfqatar.com ফ্যাক্স : ৪৪৬০০৩৬৮/৪৪৬০২৭২১, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক/এইচআর কর্মকর্তা/অন্যান্য
এইচআর কো-অর্ডিনেটর, এইচআর অফিসার, চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ল্যাবরেটরি/রেডিওলজি টেকনিশিয়ান, গাড়িচালক, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, রাজমিস্ত্রি, প্লাম্বার ও ইলেকট্রিশিয়ান আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : gulf.Recruit2016@gmail.Com, সূত্র : গালফ টাইমস।

রাজমিস্ত্রি/কাঠমিস্ত্রি
কয়েকজন করে রাজমিস্ত্রি ও শাটারিং কাঠমিস্ত্রি আবশ্যক। এনওসি ও স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারী হতে হবে। ই-মেইল করুন : info@pebblesqatar.com ফোন : ৫৫৯৩২৪৪৬ / ৩৩১৬১৬৩২। সূত্র : গালফ টাইমস।

সেলস ইঞ্জিনিয়ার
একটি শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি কোম্পানির জন্য কয়েকজন টেকনিক্যাল সেলস ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স, স্থানান্তরযোগ্য ভিসা ও এনওসি আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : admin@sep.qa। সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় নির্বাহী/বিক্রয়কর্মী
একটি শীর্ষস্থানীয় খাবার সামগ্রী বিক্রির কোম্পানির জন্য দুজন বিক্রয় নির্বাহী ও একজন ক্যাশ ভ্যান সেলসম্যান আবশ্যক। উপসাগর অঞ্চলে কাজের অভিজ্ঞতা ও কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : rechrvacancy@ yahoo.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইলেকট্রিশিয়ান/মেকানিক
জরুরি ভিত্তিতে অটো ইলেকট্রিশিয়ান, ডিজেল ও হাইড্রলিক মেকানিক আবশ্যক। ই-মেইল করুন : ishekh@ burhaninternational.com / stalaat@ burhaninternational.com, ফোন : ৬৬৮৮১৬২০, ৫৫৫০৩৫৬৩, সূত্র : গালফ টাইমস।

এইচআর ব্যবস্থাপক/ক্রয় কর্মকর্তা
জেনারেল হার্ডওয়্যার ও ভবন নির্মাণসামগ্রীর কোম্পানির জন্য এইচআর ব্যবস্থাপক, ক্রয় কর্মকর্তা, বিডিএম (পাইকারি বিক্রয় ও প্রকল্প বিভাগ), বিক্রয় নির্বাহী, পিআরও এবং ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। ই-মেইল করুন : hr@lulurayyan.com, ফোন : ৫০১৪৪২২৯, ৭০৫০০৬৩৬, সূত্র : গালফ টাইমস।

গাড়িচালক
লিমুজিনের জন্য গাড়িচালক আবশ্যক। বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী; স্থানান্তরযোগ্য ভিসা ও এনওসি থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : gulflimousineservises@gmail.com, ফোন : ৩০৯২২০২২, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয়/বিপণনকর্মী
বিক্রয় ও বিপণনকর্মীদের জন্য চাকরির সুযোগ। বৈধ কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : jobwork673@ gmail.com সূত্র : গালফ টাইমস।

হিসাবরক্ষক/ক্যাড ডিজাইনার
একজন হিসাবরক্ষক (টালি সিস্টেম ও এক্সেলে অভিজ্ঞ) ও ক্যাড ডিজাইনার (সফট ও হার্ড স্পে ডিজাইনে বিশেষ জ্ঞান) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hilda@althulathi.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ক্রয় নির্বাহী/ইঞ্জিনিয়ার
ক্রয় নির্বাহী ও এমইপি ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। প্রার্থীদের জিসিসিতে ন্যূনতম ৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা, স্থানান্তরযোগ্য ভিসাধারী হতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : mail@gulfturrets.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ইঞ্জিনিয়ার/গাড়িচালক/অন্যান্য
জরুরি ভিত্তিতে প্লানিং ইঞ্জিনিয়ার (একজন), সাইট ইঞ্জিনিয়ার (৩ জন), গাড়িচালক (হালকা যান-৫জন), গাড়িচালক (ভারী যান-১০জন), জেনারেল/সিভিল সুপারভাইজর (১০ জন), ফোরম্যান-কার্পেন্টার (১০ জন), ফোরম্যান-ইলেকট্রিক (১০ জন), ফোরম্যান-রাজমিস্ত্রি (১০ জন), ফোরম্যান-স্টিল ফিক্সিং (১০ জন), ফোরম্যান-টাইল ফিক্সিং (১০ জন), টাইল ফিক্সিং রাজমিস্ত্রি (৩০ জন), ফোরম্যান-ডাক্টিং(২ জন), ডাক্ট ফিটার (২৫ জন), ফোরম্যান-পাইপ ফিটিং (১ জন), পাইপ ফিটার (২০ জন), জিপসাম ওয়ার্কার (১৫ জন) আবশ্যক। যোগ্যতা : ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা; স্থানান্তরযোগ্য ভিসা (এনওসি)। ফোন করুন :৪৪১১৯৫৩২ , ইমেইল : salespigeon@hotmail.com সূত্র : গালফ টাইমস।

পরিবহন ব্যবস্থাপক
একটি শীর্ষস্থানীয় অবকাঠামোভিত্তিক কোম্পানির জন্য পরিবহন ব্যবস্থাপক আবশ্যক। যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যাচেলর ডিগ্রি; অটোমোবাইল শিল্পে ৫-৭ বছরের অভিজ্ঞতা; যোগাযোগের চমৎকার দক্ষতা। এনওসি ও কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স সীমা : ৩৫-৪০ বছর। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hrhiringqatar@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় ব্যবস্থাপক/টেলি অপারেটর/অন্যান্য
একটি স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য বিক্রয় ব্যবস্থাপক (ওয়াচেজ অ্যান্ড লিজিং স্পেস), নির্বাহী সেক্রেটারি, ওয়্যার হাউস স্টক কন্ট্রোলার, টেলি অপারেটর/অভ্যর্থনাকর্মী (নারী) ও ইলেকট্রিশিয়ান আবশ্যক। যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ন্যূনতম ৬ বছরের অভিজ্ঞতা। সাম্প্রতিক ছবিসহ জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : center.hrd@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিপণন নির্বাহী
একটি ফ্রেইট ফরওয়ার্ডিং কোম্পানির জন্য বিপণন নির্বাহী আবশ্যক। যোগ্যতা : ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা; কাতারি ড্রাইভিং লাইসেন্স ও স্থানান্তরযোগ্য ভিসা; বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে। ই-মেইল করুন : cargo.aslr@gmail.com, সূত্র : গালফ টাইমস।

ডিজেল মেকানিক
ইয়টে কাজ করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে একজন ডিজেল মেকানিক আবশ্যক। ন্যূনতম ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : qatarvacant123@gmail.com ফোন : ৫৫৯৭৪৭২১, সূত্র : গালফ টাইমস।

মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান
মেকানিক্যাল টেকনিশিয়ান আবশ্যক। শিল্প খাতের বিভিন্ন মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : ayman@sic.qa, ফোন : ৬৬০২৮৬৫২, সূত্র : গালফ টাইমস।

বিক্রয় নির্বাহী/গাড়িচালক
একটি স্বনামধন্য ওয়াটার কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় নির্বাহী ও কয়েকজন গাড়িচালক (এলএমভি) আবশ্যক। ফোন : ৪৪৭৮৬১৪১, ৭০০৮৫৬৮১ সূত্র : গালফ টাইমস।

বাহরাইনে কাজের খবর

সিভিল ইঞ্জিনিয়ার
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। যোগ্যতা : কনসালট্যান্ট অফিসে ন্যূনতম ১০ বছর কাজের অভিজ্ঞতা; সিওইপিপি অনুমোদিত। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : engrcv.hr2016@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

লেদ অপারেটর
একটি জার্মান কোম্পানির জন্য সিএনসি লেদ অপারেটর আবশ্যক। যোগ্যতা : আধুনিক কারবাইড কাটিং সরঞ্জাম ব্যবহারের অভিজ্ঞতা; সিএনসি লেদ মেশিন চালনায় ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : career@rma-middle-east.com, ফোন : ৩২২১৪৩১৩। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

মেশিন অপারেটর
জ্যেষ্ঠ সিএনসি/ওয়াটার জেট মেশিন অপারেটর আবশ্যক। অটোক্যাডে ন্যূনতম তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : cdc.hrd.2007@gmail.com, ফোন : ৩৯৮৪৫১৪৫, ১৭৬০৮২১৬, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ইঞ্জিনিয়ার/মিস্ত্রি/অন্যান্য
একটি স্বনামধন্য কোম্পানির জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল ফোরম্যান/সিভিল সুপারভাইজার, ব্লক রাজমিস্ত্রি, টাইল রাজমিস্ত্রি, প্লাম্বার, পাইপ ফিটার, ইলেকট্রিশিয়ান, স্টিল ফিক্সার, শাটারিং কাঠমিস্ত্রি, এইচভিএসি টেকনিশিয়ান ও এইচভিএসি সুপারভাইজার এবং ক্লিনিং সুপারভাইজার/ফোরম্যান আবশ্যক। প্রার্থীদের ন্যূনতম ৩-৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : thrustcontracting@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী/অ্যাডমিন সেক্রেটারি
একটি স্বনামধন্য স্থানীয় ফার্মের জন্য শো-রুম সেলসম্যান ও অ্যাডিমিন সেক্রেটারি আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ইমেইল করুন :retailjobsinbahrain@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

কুক
আদালিয়ারি একটি প্রথম শ্রেণির রেস্তোরাঁর জন্য অভিজ্ঞ কুক আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন ও থাকা-খাওয়ার সুবিধা দেওয়া হবে। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : hchef.bh@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ভেটেরিনারিয়ান/টেকনিশিয়ান
গৃহপালিত প্রাণীর অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ান ও টেকনিশিয়ান আবশ্যক। অভিজ্ঞতা : ন্যূনতম ৫ বছর। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : awalvc@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী/সহকারী
একটি স্বনামধন্য এফএমসিজি কোম্পানির জন্য অভিজ্ঞ ভ্যান সেলসম্যান ও সেলস অ্যাসিস্ট্যান্ট (বৈধ বাহরাইনি ড্রাইভিং লাইসেন্সধারী) আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : salessecretary@shell-fisheries.com or অথবা সরাসরি ফোন করুন : ১৭৭৮৬১১০ (এক্সটেনশন : ১২১), সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ইঞ্জিনিয়ার
একটি ফিট-আউট কোম্পানির ফিট-আউট, ফিনিশিং ওয়ার্ক ও অটোক্যাডের জন্য সাইট ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hrstaff2121@hotmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর/সার্ভিস অ্যাডভাইজর
রিফার একটি ওয়ার্কশপের জন্য ওয়ারেন্টি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ও সার্ভিস অ্যাডভাইজর আবশ্যক। অটোমোটিভ সেক্টরের বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যকীয়। তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : warranty.ad2016@gmail.com/service.ad2016@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক/বিক্রয়কর্মী
একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির জন্য জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ গাড়িচালক ও সেলসলেডি আবশ্যক। ই-মেইল করুন : sosweetcafe.bh@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ল্যাব টেকনিশিয়ান
মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান (নারী) আবশ্যক। যোগ্যতা : ব্যাচেলর ডিগ্রি; ন্যূনতম ২ বছরের অভিজ্ঞতা। ই-মেইল করুন : hr.tkc83@gmail.com, ফোন : ১৭৭১৫৫১৫। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

এসি টেকনিশিয়ান
একটি এসি কোম্পানির পেশাদার দলের জন্য অভিজ্ঞ এসি টেকনিশিয়ান আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : hralseef@hotmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
ফুড মার্কেটের বিষয়ে অভিজ্ঞ ভ্যান সেলসম্যান আবশ্যক। ই-মেইল করুন : saleshr88@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

বিক্রয়কর্মী
একটি ভবন নির্মাণ সামগ্রীর দোকানের জন্য অভিজ্ঞ আউটডোর সেলসম্যান আবশ্যক। বাহরাইনি লাইসেন্সধারী হতে হবে। ই-মেইল করুন : sm.eastend@gmail.com, ফোন : ৩৫০১৫৮২০, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গাড়িচালক/বিক্রয়কর্মী
একটি স্বনামধন্য বোতলজাত পানির কোম্পানির জন্য কয়েকজন করে বিক্রয়কর্মী ও গাড়িচালক আবশ্যক। ইমেইল করুন : moojaquatech@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ইঞ্জিনিয়ার
একটি শীর্ষস্থানীয় ফাইবার গ্লাস কারখানার জন্য কয়েকজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। যোগ্যতা : ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা; অটোক্যাড ও অন্যান্য কম্পিউটার জ্ঞান। নারী প্রার্থীদের অগ্রাধিকার। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : gfpfbh@gmail.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

অ্যালুমিনিয়াম ফেব্রিকেটর
কাটিংয়ে অভিজ্ঞ কয়েকজন অ্যালুমিনিয়াম ফেব্রিকেটর আবশ্যক। ফোন করুন :৩২০১৯৫১৬, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

অফিসকর্মী/ডিজাইনার
ট্রাভেল ও ট্যুরিজমের জন্য অফিসকর্মী এবং ডিজাইনার ও মন্টেজ মেকার আবশ্যক। ই-মেইল করুন : alkadhemtravels@yahoo.com, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

কম্পিউটার সহকারী
একটি ডেন্টাল ক্লিনিকে কাজের জন্য কম্পিউটার সহকারী আবশ্যক। ফটোশপ ও ফটোগ্রাফিতে বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে। ই-মেইল করুন : absortho@yahoo.com হোয়াটসঅ্যাপ : ৩৯৩৩৩৯৬৯, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ড্রাফটসম্যান/অ্যালুমিনিয়াম ফেব্রিকেটর
জরুরি ভিত্তিতে ড্রাফটসম্যান ও অ্যালুমিনিয়াম ফেব্রিকেটর আবশ্যক। ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। জীবনবৃত্তান্ত পাঠান : Aldana.alu@gmail.com; ফোন করুন :৩৬৮৯৪৪৯৮, সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

ওয়েটার/শেফ/অন্যান্য
সিফ এলাকার একটি ক্যাফের জন্য ওয়েটার/ওয়েট্রেস, বারিস্তা, শেফ ও মোটরসাইকেল ডেলিভারিম্যান আবশ্যক। জীবনবৃত্তান্ত ই-মেইল করুন : cafebarista14@gmail.com। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

জুস/সুইটমেকার
অভিজ্ঞ জুস ও সুইট মেকার আবশ্যক। যোগাযোগ করুন : ৩৯২২৩২২২। সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

গৃহকর্মী
উম্মে আল হাশাম এলাকার একটি ভারতীয় পরিবারের জন্য গৃহকর্মী আবশ্যক। ফোন করুন :৩৯২১৪৮৭৮ , সূত্র : গালফ ডেইলি নিউজ।

আড়াই কোটি সিম পুনর্নিবন্ধিত হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক

আঙুলের ছাপ (বায়োমেট্রিক) পদ্ধতিতে প্রায় ১০ কোটি ৮২ লাখ সিম পুনর্নিবন্ধিত হয়েছে। পুনর্নিবন্ধিত হয়নি প্রায় ২ কোটি ৩৭ লাখ সিম। গত ৩১ মে ছিল সিম পুনর্নিবন্ধনের শেষ দিন।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) একটি সূত্র ১ জুন সকালে *প্রথম আলো*কে সিম পুনর্নিবন্ধনের এই পরিসংখ্যান জানিয়েছে।

বিভিন্ন মুঠোফোন অপারেটররা জানিয়েছে, পুনর্নিবন্ধনের বাইরে থাকা প্রায় আড়াই কোটি সিম গত ৩১ মে রাত ১২টার পর থেকে বন্ধ হওয়া শুরু হয়েছে। বন্ধ হওয়া সিম থেকে কল করা (আউট গোয়িং) যাবে না। তবে কয়েক দিন কল আসতে (ইনকামিং) পারে। পর্যায়ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে যাবে। সিম পুরোপুরি বন্ধ করতে কয়েক দিন সময় লাগবে।

গত ৩০ মে বিটিআরসির এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বন্ধ হয়ে যাওয়া সিম আবার চালু করতে নতুন সিম কেনার নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। বর্তমানে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে একটি নতুন সিম কিনতে অপারেটর ভেদে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা দাম রাখা হয়। এর মধ্যে সরকার সিম কর হিসেবে পায় ১০০ টাকা।

বিটিআরসির নিয়ম অনুযায়ী, একটি সিম একটানা ১৮ মাস বা ৫৪০ দিন বন্ধ থাকলে এর মালিকানা গ্রাহকের থাকে না। এর মধ্যে ১৫ মাস বা ৪৫০ দিন পার হলে মুঠোফোন অপারেটররা একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নিষ্ক্রিয় সংযোগটি পরের ৯০ দিনের মধ্যে চালু করার জন্য গ্রাহককে অনুরোধ করে। এভাবে মোট ১৮ মাস সময়ে সিমটি চালু করা না হলে এর মালিকানা বর্তমান ব্যবহারকারীর থাকে না। আজ থেকে বন্ধ হওয়া সংযোগের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

জাপার সভাপতিমণ্ডলীর ৩৭ সদস্যের নাম ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দলের ৩৭ জন সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ। ১ জুন তাঁর প্রেস সচিব সুনীল শুভরায়ের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

গত ১৪ মে জাপার অষ্টম কাউন্সিল হয়। কাউন্সিলে এইচ এম এরশাদ চেয়ারম্যান, রওশন এরশাদ সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান, জি এম কাদের কো-চেয়ারম্যান এবং এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার মহাসচিব নির্বাচিত হন। তাঁরা পদাধিকারবলে একই সঙ্গে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। বাকি কমিটি গঠনের দায়িত্ব এরশাদকে দেয় কাউন্সিল।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, জাপার সভাপতিমণ্ডলী ৪১ সদস্যের। পদাধিকারবলে ৪ জন বাদে ৩৭টি পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, এম এ সাত্তার, কাজী ফিরোজ রশীদ, জিয়াউদ্দিন আহমদ বাবলু, মো. আবুল কাশেম, দেলোয়ার হোসেন খান, সৈয়দ আবু হোসেন, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, গোলাম হাবিব, গোলাম কিবরিয়া, সাহিদুর রহমান, শেখ মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, মাসুদা এম রশীদ চৌধুরী, ফকরুল ইমাম, মুজিবুল হক, নুর-ই-হাসনা লিলি চৌধুরী, সালমা ইসলাম, সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, এ কে এম মাঈদুল ইসলাম, মাসুদ পারভেজ (সোহেল রানা), হাবিবুর রহমান, সুনীল শুভরায়, এস এম ফয়সল চিশতী, মীর আবদুস সবুর আসুদ, মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী, সাইফুদ্দিন আহমেদ, মো. আজম খান, এ টি ইউ তাজ রহমান, মহসিন রশীদ, মসিউর রহমান, তাজুল ইসলাম চৌধুরী, সোলায়মান আলম শেঠ, আতিকুর রহমান ও নাসরিন জাহান।

কাপড়ে ছাপার কাজ পবিত্র মাহে রমজান শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে পবিত্র ঈদুল ফিতরের আবহ। এই ঈদে সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকে নতুন জামা-কাপড়ের। তাই ঈদ সামনে রেখে কাপড়ের ছাপা কারখানাগুলোর শ্রমিকদের এখন ব্যস্ত সময় কাটছে। ৫ জুন দুপুরে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার রামারবাগ এলাকায় একটি কারখানায় কাপড়ে ছাপার কাজ করার সময় তোলা ছবি ● প্রথম আলো

তবু উচ্চাভিলাসী বাজেট

বিশেষ প্রতিনিধি

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার ৬৪ পাতায় ১৭২ অনুচ্ছেদটি পড়ুন। অর্থমন্ত্রী সেখানে বলেছেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) আদায় করতে হবে ২ লাখ ৩ হাজার ১৫২ কোটি টাকা। এটি আসলেই উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা। বর্তমান অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এ হার হবে ৩৫ দশমিক ৪ শতাংশ। লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাভিলাষী হলেও তা অর্জন করার মতো জনবল ও সক্ষমতা এনবিআরের আছে। বিগত কয়েক বছরে তাদের জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এবার চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট বক্তৃতার ৬৫ পাতায় ১৯১ অধ্যায়টি আমরা পড়তে পারি। অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, এনবিআরকে আদায় করতে হবে ১ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। বর্তমান অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এই আদায়ের হার হবে ৩০ দশমিক ৬২ শতাংশ বেশি, যা সত্যিই উচ্চাভিলাষী। তবে গত ছয় বছরে তাদের জনবল ও দপ্তর বেড়েছে ব্যাপকভাবে। এবার তাদের চ্যালেঞ্জ হলো, উচ্চাভিলাষী এই রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা।

চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা এক দফা কমিয়েও অর্জন করা যাচ্ছে না। আদায়ের প্রবৃদ্ধি এখন পর্যন্ত প্রায় ১৬ শতাংশ। তারপরও অর্থমন্ত্রী ভরসা রেখেছিলেন নতুন মূল্য সংযোজন করের (মূসক বা ভ্যাট) ওপর। কিন্তু তা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি ছিল না সরকারের। ফলে শেষ সময়ে এসে নতুন আইন বাস্তবায়ন এক বছর স্থগিত রাখতে হলো। তারপরও নতুন অর্থবছরের জন্য ৩৫ শতাংশেরও বেশি রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের ওপর চাপ বাড়াবে বলেই মনে হচ্ছে।

অর্থমন্ত্রী ২ জুন জাতীয় সংসদে নতুন অর্থবছরের জন্য যে বাজেটটি দিলেন, তার নাম দিয়েছেন 'প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রযাত্রা'। আর বক্তৃতাটি শুরু করেছেন জিডিপি প্রবৃদ্ধির ৬ শতাংশের বৃত্ত ভেঙে ৭ শতাংশের মাইলফলক স্পর্শ করার সুসংবাদ দিয়ে। অর্থমন্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা, নতুন অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হবে ৭ দশমিক ২ শতাংশ। এ জন্য অর্থমন্ত্রী বাজেটে কতগুলো ইচ্ছাতালিকার কথা বলেছেন। যেমন অর্থমন্ত্রী মনে করছেন, নতুন অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়বে, বৃদ্ধি পাবে প্রবাসী আয়, বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথগতিতেও রপ্তানি আয়ে আরও প্রবৃদ্ধি হবে, বাড়বে মানুষের ভোগ-ব্যয়, থাকবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, কমবে মূল্যস্ফীতি এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আদায়। কিন্তু এগুলো কীভাবে হবে, তার কোনো নতুন পরিকল্পনা অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে নেই। নেই সংস্কারের নতুন কোনো পরিকল্পনা। ফলে নতুন বাজেট বাস্তবায়ন নিয়েও সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। যেমনটি ছিল গত বছর। সন্দেহ যে অমূলক ছিল না, তার প্রমাণ তো হয়েই গেছে। বাস্তবায়িত হয়নি চলতি অর্থবছরের বাজেট।

সামগ্রিকভাবে আশাবাদী অর্থমন্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা অনেক, কিন্তু সক্ষমতার ঘাটতিও প্রকট। ফলে রাজস্ব আদায় হয় কম, উন্নয়ন বাজেট পুরোটা ব্যয় করা যায় না, ঠিক থাকে না অনুন্নয়ন বাজেটও। তারপরও নতুন অর্থবছরে আবার বড় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উপস্থিত হলেন এখন পর্যন্ত ১০ বার বাজেট দেওয়া আবুল মাল আবদুল মুহিত।

অর্থমন্ত্রীর নতুন বাজেটটি ৩ লাখ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকার। এর মধ্যে উন্নয়নমূলক ব্যয় ১ লাখ ১৭ হাজার ২৭ কোটি টাকা। আর ব্যয় ধরা হয়েছে ২ লাখ ৪৮ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা। ফলে অনুদান ছাড়া সামগ্রিক ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৯২ হাজার ৩৩৭ কোটি টাকা, যা জিডিপির ৫ শতাংশ। এই ঘাটতি অর্থমন্ত্রী মেটাবেন ঋণ করে। এর মধ্যে বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ নেওয়া হবে ৩০ হাজার ৭৮৯ কোটি টাকা। আর অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৬১ হাজার ৫৪৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে নেওয়া হবে ৩৮ হাজার ৯৩৮ কোটি টাকা এবং বাকি ১৯ হাজার ৬১০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হবে সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে। বাজেট ঘাটতি সীমার মধ্যে থাকলেও অর্থমন্ত্রীর দুশ্চিন্তা এখানেও। কারণ, অর্থমন্ত্রী বাজেটে নিজেই বলেছেন, 'অর্থায়নের ক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্রের দিকে আমরা কিছুটা ঝুঁকে পড়েছি। এরূপ চলতে থাকলে সুদ বাবদ ব্যয় বেড়ে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়ন বাধাগ্রস্ত হবে। তাই অভ্যন্তরীণ ব্যয়বহুল অর্থায়নের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে পাইপলাইনে থাকা বিদেশি সহায়তার ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে।' কিন্তু কীভাবে করবেন, তা আর অর্থমন্ত্রী বলেননি।

বেসরকারি বিনিয়োগ অনেক বছর ধরেই একই জায়গায় স্থির। বিনিয়োগ না বাড়ার কারণগুলোও অর্থমন্ত্রী জানেন। তার বিস্তারিত বর্ণনাও তিনি বক্তৃতায় দিয়েছেন। এ জন্য বিনিয়োগের বাধাগুলো দূর করার পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর পরিকল্পনার কথা বলেছেন। পাশাপাশি অনেকগুলো স্থানীয় শিল্পকে দিয়েছেন নানা ধরনের সুরক্ষা। তবে ভ্যাটের আওতা বাড়ানোর নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন না করেও। বাড়িয়েছেন প্যাকেজ ভ্যাটের হার। এতে নতুন ভ্যাট বাস্তবায়ন করতে না দেওয়ার স্বস্তি আর পাননি আন্দোলনরত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। তৈরি পোশাকসহ রপ্তানিমুখী কয়েকটি শিল্পের উৎসে করের হার বাড়িয়েছেন, যা তাদের খুশি করেনি। আমদানি শুল্কের স্তরের পরিবর্তন এনেছেন। খুব বেশি পরিবর্তন আনেননি আয়করের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে ব্যক্তিশ্রেণির করের সীমা আগের মতোই আছে। দাবি থাকলেও তৈরি পোশাক ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠানের আয়কর কমানো হয়নি। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, নতুন অর্থবছরে তাঁদের ওপর করের চাপ অনেক বেশি বাড়বে। ভ্যাটের আওতা বাড়ানোর কারণে চাপ পড়তে পারে সাধারণ ভোক্তাদের ওপরও। নতুন বাজেট চাপ বাড়াবে, না স্বস্তি দেবে—সেটাই এখন প্রশ্ন।

ভাগনের চোখে মামলায় লড়েন অন্ধ আইনজীবী

আসাদুজ্জামান

বিচারালয়ের চিরাচরিত ধারণায় বিচারককে হতে হয় অন্ধ। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার পরিচালনার জন্যই এই ধারণা। তবে ঢাকার আদালতপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে আইনচর্চা করে যাচ্ছেন একজন অন্ধ আইনজীবী। তাঁর নাম বেলাল হোসেন।

আইন বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করে আইন পেশার চর্চা শুরু করে দুই বছরের মাথায় সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারান বেলাল হোসেন। তাতে থেমে যায়নি তাঁর ওকালতি। মক্কেলের জন্য মামলা লড়ে যাচ্ছেন সমান তালে। তাঁকে সাহায্য করছে তাঁর ১৫ বছর বয়সী ভাগনে ওমর ফারুক।

বেলাল হোসেনকে অনেক দিন ধরে দেখছেন ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাইদুর রহমান। তিনি বললেন, পেশাগত উৎকর্ষ দেখাতে পারছেন বলেই এই অন্ধ আইনজীবীর কাছে নিয়মিত মক্কেলেরা আসেন। মামলার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তাঁকে।

আদালতপাড়ায় 'অন্ধ উকিল' নামে বেশি পরিচিত এই আইনজীবীর হাতে এ মুহূর্তে ১০০ মামলা আছে। *প্রথম আলো*কে তিনি বলেন, ২২ বছর আগে গ্রামের বাড়ি বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার চেঙ্গুটিয়া গ্রামে বেড়াতে গেলে সেখানে দুষ্কৃতকারীদের হামলায় তিনি দৃষ্টি হারান। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলায় তিনজনের সাজা হয়।

বেলাল হোসেন বলেন, তাঁর স্কুলপড়ুয়া ভাগনে ওমর ফারুক মামলার কাজে তাঁকে সহায়তা করে। মক্কেলেরা প্রথমে ফারুকের সঙ্গে কথা বলেন। ফারুক তাঁকে মামলার কাগজপত্র পড়ে শোনায়। তারপর তিনি মক্কেলদের কথা শোনেন। আঁটিবাজারের বাসা থেকে ভাগনেই তাঁকে প্রতিদিন আদালতে নিয়ে আসে।

বেলাল হোসেন বলেন, তাঁর মক্কেলেরা অধিকাংশ গরিব। মামলার হাজিরা থাকলে মক্কেলেরা ২০০ টাকা দিয়ে চলে যান। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বাবদ প্রতি মাসে আট হাজার টাকা পান। এ দিয়েই সংসার চলে যায় তাঁর।

বেলাল হোসেন বলেন, মানুষকে আইনি সহায়তা দিতে পারাটাই তাঁর আনন্দ।

ইতালির রাষ্ট্রদূতের আহ্বান

বিদেশি দূতদের উদ্বেগকে হস্তক্ষেপ ভাববেন না

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

সন্ত্রাসের মতো 'নির্মম ও অজানা শত্রু' মোকাবিলায় বাংলাদেশকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকায় ইতালির রাষ্ট্রদূত মারিও পালমা। সিজার তাবেলা, হোশিও কুনির মতো বিদেশি নাগরিকদের হত্যায় ইতালিসহ বিভিন্ন দেশের উদ্বেগকে 'অযাচিত হস্তক্ষেপ' হিসেবে না দেখারও অনুরোধ জানান তিনি।

২ জুন ইতালির জাতীয় দিবস উপলক্ষে তাঁর বাসায় আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে 'যে কান্না আমরা শুনতে পেয়েছি' শীর্ষক বক্তৃতায় মারিও পালমা এই অনুরোধ জানান।

মারিও পালমা তাঁর ওই বক্তৃতার অংশবিশেষ ৩ জুন দুপুরে ই-মেইলে *প্রথম আলো*কে পাঠিয়েছেন।

মারিও পালমা বলেন, 'আজকের বাংলাদেশে আমরা সবাই যে কান্না শুনতে পাচ্ছি, আরও স্পষ্ট করে বললে প্রায় প্রতি সপ্তাহে বিয়োগান্ত যেসব ঘটনার সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তার উৎস কিন্তু মৃত খাল বা 'ডাইয়িং জেল' কিংবা একসময়ের বুড়িগঙ্গা নামে পরিচিত নদী নয়। এই কান্নার উৎস সেই সব ব্যক্তি, যাঁরা হামলা আর মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়েছেন কিংবা সেই সব ব্যক্তি, যাঁরা ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক প্রথার স্বঘোষিত রক্ষকদের চেয়ে ভিন্ন চিন্তা ও মতাদর্শ প্রচারের জন্য ভবিষ্যতের সম্ভাব্য হামলার শিকারে পরিণত হতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন।'

'সিজার তাবেলা ও হোশিও কুনির হত্যার পর বিদেশি সম্প্রদায়ের কান্না এবং ব্লগার, বুদ্ধিজীবী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু এমনকি সাধারণ লোকজনের ওপর অনবরত হামলার পর সামগ্রিকভাবে স্থানীয় লোকজনের কান্না কি সরকার বা কর্তৃপক্ষ সত্যিই শুনতে পাচ্ছে?' প্রশ্ন রাখেন ইতালির রাষ্ট্রদূত।

মারিও পালমা বলেন, 'অত্যন্ত সযত্নে লালিত বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে পড়ায় আমরা তাদের (সরকার বা কর্তৃপক্ষ) কাছ থেকে আরও জোরালো অঙ্গীকার দেখতে চাই।'

ইতালির রাষ্ট্রদূত বলেন, 'ইতালি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং এখানে প্রতিনিধিত্বকারী অনেক দেশের উদ্বেগকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হাতে গোনা কয়েকজন কূটনীতিকের অযাচিত হস্তক্ষেপ হিসেবে দেখবেন না। আসুন এর পরিবর্তে আজকের দুর্যোগ—ধর্মের নামে লড়াইরত নির্মম ও অজানা সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় একসঙ্গে লড়াই করি... এবং এটি আমাদের সাম্প্রতিক বিষাদময় অভিব্যক্তি "কাঁদো বাংলা কাঁদো" থেকে পুনরায় আমাদের চিরদিনের উদ্দীপনা ও গর্বের "জয়, বাংলা, জয়" অভিব্যক্তিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।'

গত বছরের সেপ্টেম্বরে ঢাকার গুলশানে সিজার তাবেলা এবং অক্টোবরে রংপুরে দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হন হোশিও কুনি। গত মাসে দেশের সর্বশেষ নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী ইউরোপীয় কূটনীতিকদের ব্রিফ করেন। ওই ব্রিফিংয়ে তাবেলা হত্যার অগ্রগতি কী হলো, সেটা জানতে চেয়েছিলেন মারিও পালমা।

সোনা-টেলিভিশনে মিলবে ছাড়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

টাকা কর দিতে হবে। জানা গেছে, সোনার বারের ওজন একেকটি ১০০ থেকে ১১৭ গ্রাম হয় বলে দুটি বার আনতে গেলে ২৩৪ গ্রাম পর্যন্ত ওজন হয়। এ জন্য পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। সোনার পাশাপাশি এখন থেকে রুপার বারও ২৩৪ গ্রাম পর্যন্ত আনা যাবে। এনবিআর জানিয়েছে, এখন থেকে ১০০ গ্রাম পর্যন্ত সোনার গয়না ও ২০০ গ্রাম পর্যন্ত রুপার গয়না (একেক প্রকার অলংকার ১২টির বেশি নয়) শুল্ক ছাড়াই বিদেশ থেকে আনার সুযোগ পাবেন যাত্রীরা।

এ ছাড়া ব্যাগেজ রুলে দুটি মোবাইল ফোন শুল্ক ছাড়া আনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে ল্যাপটপ, ক্যামেরা, ওভেন, রাইস কুকার, প্রেশার কুকার, এক কার্টন সিগারেট (২০০ শলাকা), টেলিভিশন, ১৯ ইঞ্চি পর্যন্ত কম্পিউটার মনিটরসহ মোট ২৫টি পণ্য শুল্ক ও কর ছাড়া আনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এসব পণ্য একটি করে বিনা কর ও শুল্কে এবং দ্বিতীয়টি কর ও শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে আনা যাবে। দুটির বেশি আনা যাবে না। বিনা শুল্কে দুটির পর আরেকটি মোবাইল ফোন শুল্ক দিয়ে আনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

ব্যাগেজ রুলে বলা হয়েছে, বিদেশি পাসপোর্টধারী ব্যক্তিরা এক লিটার পর্যন্ত মদ শুল্ক ও কর ছাড়া নিয়ে আসতে পারবেন। কোনো বাংলাদেশি বিদেশে মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ব্যাগেজ শুল্ক ও কর থেকে অব্যাহতি পাবে।

এ ছাড়া বাজেট বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সরকারিভাবে মালয়েশিয়ায় পাঁচ লাখ কর্মী পাঠানো হবে। সেই সঙ্গে বিদেশে মহিলা শ্রমিক প্রেরণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনারও আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, নিরাপদ অভিবাসন, অভিবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে আইনিকাঠামো যুগোপযোগী করা এবং যেসব দেশে অধিকসংখ্যক বাংলাদেশি রয়েছেন, সেখানে প্রবাসীকল্যাণ উইং চালুর বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী।

কুমিল্লার তিন সাংসদের ইউনিয়নে নৌকাডুবি!

শরিফুল হাসান ও **গাজীউল হক,** কুমিল্লা

ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তিন সাংসদের নিজ ইউপিতেই নৌকা ডুবেছে। সেখানে জয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। পরাজিত প্রার্থীদের অভিযোগ, সাংসদেরাই স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবহার করে তাঁদের হারিয়েছেন।

এই তিনটি ইউপি হলো দাউদকান্দি উপজেলার গোয়ালমারী, দেবীদ্বার উপজেলার গুনাইঘর দক্ষিণ ও মুরাদনগর উপজেলার ধামঘর। এই তিনটি ছাড়া ষষ্ঠ ধাপের নির্বাচনে আরও আটটি ইউপিতে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীরা পরাজিত হয়েছেন। আওয়ামী লীগের স্থানীয় সাংসদ ও দলীয় নেতাদের অন্তঃকোন্দলের কারণেই এই ভরাডুবি বলে স্থানীয় মানুষজন মনে করছেন।

অন্যদিকে বিএনপির ঘাঁটি বলে পরিচিত দাউদকান্দি, মুরাদনগর ও নাঙ্গলকোটের ৩৪টি ইউপির মধ্যে মাত্র একটিতে জয়ী হয়েছেন বিএনপির প্রার্থী। বিএনপির অভিযোগ, আওয়ামী লীগের লোকজন নীরব কারচুপি করে তাদের দলীয় প্রার্থীদের হারিয়েছে।

কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার ১২টি ইউপির মধ্যে আটটিতেই জয়ী হয়েছে নৌকা। তবে স্থানীয় সাংসদ সুবিদ আলী ভুঁইয়ার নিজ ইউনিয়ন গোয়ালমারীতেই আওয়ামী লীগের প্রার্থী জসিম হাসান পরাজিত হয়েছেন। এখানে ৬১৫ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন সুবিদ আলী ভুঁইয়ার ভাতিজা বিদ্রোহী প্রার্থী নূর-এ আলম।

দেবীদ্বার উপজেলার গুনাইঘর দক্ষিণ ইউপি নির্বাচনে ৯৪৩ ভোটের ব্যবধানে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে ডুবেছে নৌকা। এখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন 'আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান' কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হুমায়ন কবির। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, 'স্থানীয় সাংসদ রাজী মোহাম্মদ ফখরুল চাইছিলেন না আমি এখানে মনোনয়ন পাই। শেষ পর্যন্ত আমি যখন মনোনয়ন পেলাম তখন নানাভাবে ষড়যন্ত্র শুরু হলো।'

তবে স্থানীয় সাংসদ রাজী মোহাম্মদ ফখরুল এসব অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করেছেন। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সাংসদ নির্বাচিত হন।

মুরাদনগরের ২০টি ইউপিতে শেষ ধাপে নির্বাচন হয়েছে। এর মধ্যে ১৬টিতে আওয়ামী লীগ জিতেছে। তবে স্থানীয় সাংসদ ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুনের নিজ ইউপি ধামঘরে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বসির আহম্মদ পরাজিত হয়েছেন। বসির *প্রথম আলো*কে বলেন, 'স্থানীয় সাংসদ এখানকার বিদ্রোহী প্রার্থী আবুল হাসেমকে সমর্থন দিয়েছেন।'

সাংসদ ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুনের সঙ্গে এ বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। মুঠোফোনে বার্তা পাঠালেও জবাব দেননি। ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকলেও গত নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন।

চম্পা এখন নারীদের অনুপ্রেরণা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর মধ্যে ছেলেরা বড় হয়েছে। বড় ছেলে আহাদুল করিম চৌধুরী পড়ছেন কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এলএলবিতে। ছোট ছেলে নিহাদুল করিম চৌধুরী মরিচ্যা আল ফোয়াদ একাডেমি থেকে এবার এসএসসি পাস করেছে।

আহাদুল করিম চৌধুরী বলেন, 'লেখাপড়ার পাশাপাশি বাকি সময়ে আমরাও আম্মুকে সহযোগিতা করছি।'

চম্পা নিজেই তাঁর বাজার দেখাশোনা করেন। মোটরসাইকেল চালিয়ে কক্সবাজার সদরসহ রামুর বিভিন্ন দোকানে দিয়ে ডিম সরবরাহের টাকা তুলে আনেন।

এদিকে চম্পার দেখাদেখি গ্রামের অনেকে মুরগির খামারে গড়তে এগিয়ে আসছেন। খুনিয়াপালং গ্রামের আমিনুল করিম জানান, চম্পার দেখাদেখি তিনি নিজেও চার বছর আগে একটি মুরগির খামার গড়ে তুলেছেন। সেই খামারে এখন চার হাজার মুরগি রয়েছে।

একই গ্রামের আরেক নারী রোমিনা আকতার বলেন, 'চম্পা আপা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা। তাঁর দেখাদেখি এক বছর আগে আমি একটি মুরগির খামার গড়ে তুলি। খামারে এখন এক হাজার ব্রয়লার মুরগি রয়েছে। এক মাস আগে মুরগি বিক্রি করে ২০ হাজার টাকার বেশি লাভ করেছি।'

চম্পা বলেন, 'প্রশিক্ষণ আর সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা পেলে গ্রামের বহু বেকার ও শিক্ষিত নারী এই পেশায় স্বাবলম্বী হতে পারেন। আমি এ ব্যাপারে নারীদের উৎসাহ দিচ্ছি।'

খুনিয়াপালং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মাবুদ বলেন, আত্মবিশ্বাস ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা চম্পার ভাগ্যের চাকা খুলে গেছে। তাঁর খামারের ডিম ও মাছ রামু জুড়ে বিক্রি হচ্ছে। তাঁর পথ অনুসরণ করে রামুর বহু নারী সফল হচ্ছেন।

রামু উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা রুপেন চাকমা বলেন, 'ইচ্ছাশক্তি ছিল বলেই চম্পা এখন সফল নারী উদ্যোক্তা হতে পেরেছেন। তাঁর খামারে সমস্যা হলেই আমরা উপস্থিত হই এবং নানা পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করছি।'

নিজের মোটরসাইকেলে চড়ে বাজার বিপণনে বের হয়েছেন চম্পা ● প্রথম আলো

পাঁচ লাখ কর্মী নিতে চায় সৌদি আরব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বর্তমান অবস্থা জানতে চাইলে সেলিম রেজা *প্রথম আলো*কে বলেন, 'সৌদি আরবের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক এখন খুবই ভালো। দুই বছর ধরেই সৌদি আরব নারী কর্মী নিচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে পুরুষ কর্মী নেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষক, চিকিৎসক ও নার্স নিতে চায় সৌদি আরব।'

সেলিম রেজা জানান, গত ১৬ মে থেকে বিনা খরচে সৌদি আরবে পুরুষ কর্মী পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে। এখন বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে গৃহস্থালির কাজে যাওয়া প্রত্যেক মহিলার সঙ্গে তাঁর স্বামী, ছেলে ও আপন ভাইয়ের যেকোনো একজন যেতে পারবেন। দুজন দুজন মহিলা কর্মীর পাশাপাশি দুজন নিকটাত্মীয় (পিতা, স্বামী, ছেলে ও আপন ভাই) ও একজন অনাত্মীয় যেতে পারবেন। ফলে দুজন নারী বিদেশে গেলে তিনজন পুরুষের কর্মসংস্থান হবে। এর ফলে পুরুষের জন্য সৌদি শ্রমবাজার বড় করে উন্মুক্ত হবে। এ নিয়মের আওতায় ইতিমধ্যেই পুরুষ কর্মীদের বিনা খরচে গৃহস্থালির কাজে সৌদি আরবে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব। ১৯৭৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ২৫ লাখ ৫৮ হাজার ৪৬৩ জন বাংলাদেশি সৌদি আরবে গেছেন। কিন্তু ২০০৮ সাল থেকেই নতুন করে ভিসা দেওয়া বন্ধ করে দেয় সৌদি আরব। ফলে ২০০৭ সালে যেখানে ২ লাখ ৪ হাজার ১১২ জন এবং ২০০৮ সালে ১ লাখ ৩২ হাজার কর্মী সৌদি আরবে যান, সেখানে ২০০৯ সালে মাত্র ১৪ হাজার ৬৬৬ জন কর্মী যান দেশটিতে। ২০১৪ সাল পর্যন্ত একই পরিস্থিতি অব্যাহত ছিল। তবে গত বছর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে আবার কর্মী নেওয়ার ঘোষণা দেয় সৌদি আরব। ফলে গত বছর ৫৮ হাজার ৭২০ জন কর্মী সৌদি আরবে যান। আর ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ৫ জুন পর্যন্ত ৫০ হাজার ১১৩ জন কর্মী সৌদি আরব গেছেন।

সৌদি আরবের শ্রমবাজারের এই অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চাইলে জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বায়রার মহাসচিব মনসুর আহমেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরকালে সৌদি আরব পাঁচ লাখ কর্মী নেওয়ার আগ্রহ জানিয়েছে। আমরা আশা করছি, এই সফর বাংলাদেশের জন্য অনেক ভালো খবর নিয়ে আসবে। কারণ, সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য হাজার হাজার পুরুষ অপেক্ষা করছেন।'

এক ঘরে মিলল তিন হাজার পাখি

বাগেরহাট প্রতিনিধি

বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলার বাধাল বাজার এলাকায় আবদুল জলিল নামের এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে তিন হাজারেরও বেশি বন্য পাখি উদ্ধার করা হয়েছে। সুন্দরবন থেকে চোরা শিকারিরা এসব পাখি বিক্রির জন্য ধরে এনে ওই বাড়িতে মজুত করেছিল বলে ধারনা করছেন বন বিভাগের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের কর্মকর্মারা।

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের কর্মীরা ইতিমধ্যে এসব পাখি উদ্ধার করেছে। পরে এসব পাখি সুন্দরবনের করমজল এলাকায় অবমুক্ত করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

বন বিভাগের বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের গোয়েন্দা শাখার পরিদর্শক অসীম মল্লিক এই প্রতিবেদককে বলেন, 'গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ২ জুন দুপুরে আবদুল জলিলের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। তাঁর বাড়ির একটি ঘরে মশারি ও খাঁচার ভেতরে আটকে রাখা অবস্থায় পাখিগুলো উদ্ধার করা হয়। চোরাই শিকারিরা পালিয়ে গেছে।'

কুপির আলোয় স্বপ্ন বোনা

ময়মনসিংহ অফিস ও সরাইল (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি

তৃষা রানী বিশ্বাস

আলপিনা আক্তার

তৃষা রানী বিশ্বাস ও আলপিনা আক্তার গরিব ঘরের মেয়ে। একজনের বাবা কাঠমিস্ত্রি, অন্যজনের বাবা রিকশাচালক। অভাবের সংসার। তবে দমেনি এই দুই মেধাবী ছাত্রী। তারা এবার এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ পেয়েছে। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও নিরলস প্রচেষ্টাই ওদের এ সাফল্যের চাবিকাঠি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রী তৃষার বাড়ি উপজেলার বণিকপাড়া গ্রামে। বাবা সেন্টু চন্দ্র বিশ্বাস কাঠমিস্ত্রি। বাবাকে এ কাজে সহযোগিতা দিত তৃষা। মা ঢলি রানী বিশ্বাস গৃহিণী। তিন ভাই-বোনের মধ্যে তৃষা বড়। আড়াই শতক বাড়ির ভাঙাচোরা একটি টিনের ঘরে তাদের বসবাস। প্রাইভেট পড়তে পারেনি কোনো দিন। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দেওয়ার পর তৃষার লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু ২০১০ সালের ওই পরীক্ষায় সে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায়। ২০১৩ সালে জেএসসিতেও ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায় সে। এরপর বাবার কাঠমিস্ত্রির কাজে সহায়তার পাশাপাশি সে শুরু করে শিশু শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ানো। এরপর নিরলসভাবে নিজের পড়া তৈরি করা।

তৃষা *প্রথম আলোকে* বলে, এখন সে ভালো কোনো কলেজে ভর্তি হতে চায়। তার বাবা সেন্টু চন্দ্র বলেন, 'মেয়ে হয়েও সে আমার কাজে অনেক সহায়তা করেছে।' মা ঢলি রানী বিশ্বাস বলেন, 'মা আমার কত দিন উপোস করে ইশকুলে গেছে। ছোট্ট বাচ্চাদের পড়াইয়া নিজের বই-খাতা কিনছে। সংসারেও ট্যাহা দিছে। বড় অইয়া সে ডাক্তার অওয়ার স্বপ্ন দেহে।'

'আমি রিকশাওয়ালার মেয়ে। কোনো কোনো দিন ঘরে খাবার থাকত না। এরপরও আব্বাকে বলতাম কেরোসিন তেল কিনে আনতে। অল্প কেরোসিনে বেশি সময় ধরে জ্বলার জন্য কুপি বাতির আলো কমিয়ে রাখতাম। এভাবে রাত জেগে পড়তাম।' কথাগুলো আলপিনা আক্তারের। ময়মনসিংহ সদর উপজেলার গোপাল নগর গ্রামের বাসিন্দা আলপিনা এ বছর ঘাগড়া ইউনিয়ন উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। আলপিনার বাবা আবদুস সালাম রিকশাচালক। মা লাইলী বেগম ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক আয়ার কাজ করতেন।

আলপিনা বলে, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ায় বিদ্যালয়ে বেতন দিতে হয়নি। বিদ্যালয়ের সব শ্রেণিতে সে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। এসএসসি ফরম পূরণের টাকা জুগিয়েছিল বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি। টাকার অভাবে কোনো কোচিং সেন্টারে যেতে পারেনি। তবে অদম্য ইচ্ছার বলে সে ভালো ফলাফল করেছে। উচ্চমাধ্যমিকেও সে ভালো ফল করতে চায়।

৪৩ বছর ধরে দুই পরিবারে লড়াই

সুনামগঞ্জের বাদাঘাট ইউপি

সুনামগঞ্জ অফিস

সুনামগঞ্জের তাহিরপুর উপজেলার একটি ইউনিয়ন পরিষদে (ইউপি) চেয়ারম্যান পদের জন্য দুই পরিবারের মধ্যে ৪৩ বছর ধরে চলে আসছে ভোটের লড়াই। তবে এবার উভয় পরিবারেই একাধিক প্রার্থী থাকায় ভোটযুদ্ধ নতুন মোড় নিয়েছে।

> এবার চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী ছিলেন মোট ছয়জন। এর মধ্যে চারজনই ওই দুই পরিবারের

এলাকা ঘুরে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার বাদাঘাট ইউপিতে ১৯৭৩ সাল থেকে সোহালা গ্রামের মো. জয়নাল আবেদীন ও মোদেরগাঁও গ্রামের মো. জালাল উদ্দিনের পরিবারের মধ্যে ভোটযুদ্ধ চলে আসছে। ওই বছর চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জালাল উদ্দিন এবং জয়নাল আবেদীনের ভাই আলাউদ্দিন। জয়ী হন আলাউদ্দিন। এরপর জয়নাল আবেদীন (বর্তমানে প্রয়াত) তিনবার ও তাঁর ছেলে মো. রাকাব উদ্দিন একবার চেয়ারম্যান হয়েছেন। অন্যদিকে জালাল উদ্দিন চেয়ারম্যান হয়েছেন দুবার। সর্বশেষ নির্বাচনে তাঁর ভাতিজা নিজাম উদ্দিন জয়ী হন।

এবার চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী ছিলেন মোট ছয়জন। এর মধ্যে চারজনই ওই দুই পরিবারের। এ ছাড়া জাতীয় পার্টির একজন ও আরেকজন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন।

বর্তমান চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন আওয়ামী লীগের প্রার্থী। তিনি জালাল উদ্দিনের আপন ভাতিজা। আবার জালাল উদ্দিনের ছেলে মুর্শেদ আলম আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে মাঠে আছেন। অন্যদিকে জয়নাল আবেদীনের ছেলে মো. আপ্তাব উদ্দিনও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী। আর বিএনপির প্রার্থী হয়েছেন জয়নালের আপন ভাতিজা মোহাম্মদ আবু সায়েম (সাবেক চেয়ারম্যান আলাউদ্দিনের ছেলে)।

শুধু ভোট নয়, এলাকার ব্যবসা, রাজনীতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও এই দুই পরিবারের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। জয়নাল আবেদীন একসময় এলাকার হাওরগুলো নিয়ন্ত্রণ করতেন। দীর্ঘদিন ছিলেন টাঙ্গুয়ার হাওরের ইজারাদার।

ইউপির ঘাঘটিয়া গ্রামের হাবিবুর রহমান (৪২) বলেন, 'এলাকায় দুই পরিবারের প্রভাব আছে, আছে নিজস্ব ভোটব্যাংক। তবে এবার দুই পরিবারে একাধিক প্রার্থী থাকায় নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে।'

ভোটাররা বলছেন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত যা-ই থাকুক, অতীতের মতো এবারও এই দুই পরিবারের প্রার্থীদের একজনই চেয়ারম্যান হবেন। বাদাঘাট বাজারের ব্যবসায়ী আখলুছ মিয়া (৬২) বলেন, 'সংগ্রামের পর থাকি দেখলাম, ইকানো দুই ঘরের ভোটের লড়াই। আগে আছলা জয়নাল আর জালাল। অখন তাঁরার ছেলেরা মাঠও।'

নির্বাচনে দুই পরিবারের লড়াইয়ে শেষ হাসি অবশ্য হেসেছেন মো. আপ্তাব উদ্দিন। জয়ী আওয়ামী লিগের বিদ্রোহী প্রার্থী আপ্তাব উদ্দিন বলেন, 'আমার বাবা দীর্ঘদিন চেয়ারম্যান ছিলেন। এলাকার উন্নয়ন, স্কুল-কলেজ করেছেন। এখানে দলীয় প্রতীক বিষয় নয়। পারিবারিক ঐতিহ্য কাজে লাগিয়ে আমি নিজের যোগ্যতায় নির্বাচনে জয়ী হয়েছি।'

জাজিরার জয়নগরে নৌকায় ১২০ ভোট

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার জয়নগর ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী নাসরিন আক্তার পেয়েছেন ১২০ ভোট। তিনিসহ ছয়জন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এ ইউপিতে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী ইসমাইল হোসেন খান ৪ হাজার ১৭৮ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন।

> নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ইমরান মাহমুদ ১৪ ভোট, স্বতন্ত্র প্রার্থী সফিকুর রহমান ৩৬, ফরিদা ইয়াছমিন ৫, লিয়াকত হোসেন ১৮, সেলিম খালাসি ৮ ভোট পেয়েছেন

উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চম ধাপে জয়নগর ইউপিতে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন নাসরিন আক্তার। এ ইউপিতে দলটির বিদ্রোহী প্রার্থী হন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক কৃষিবিষয়ক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন খান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য কাজী আমিনুল ইসলাম। এ ছাড়া আরও ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

গত ২৮ মে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ইমরান মাহমুদ ১৪ ভোট, স্বতন্ত্র প্রার্থী সফিকুর রহমান ৩৬, ফরিদা ইয়াছমিন ৫, লিয়াকত হোসেন ১৮, সেলিম খালাসি ৮ ভোট পান। তাঁদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ইসমাইল হোসেনের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আমিনুল ইসলাম পান ৩ হাজার ৭৩৩ ভোট।

এত কম ভোট পাওয়ার বিষয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নাসরিন আক্তার বলেন, 'দলীয় নেতা-কর্মীরা নৌকা প্রতীকের পক্ষে কাজ না করে বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছেন। তাঁরা কেন এমন করেছেন, তা আমি জানি না। বিষয়টি আমি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের অবহিত করেছি।'

নির্বাচিত চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন বলেন, 'আমি সক্রিয় রাজনীতি করি। জনগণ আমার সঙ্গে রয়েছে। এরপরও দল আমাকে মনোনয়ন দেয়নি। যাঁকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে।'

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অনল কুমার দে বলেন, তৃণমূলের প্রস্তাবনার ভিত্তিতে প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল থেকে কেন এমন একজন দুর্বল প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখা হবে।

উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. সোহরাব হোসেন জানান, কোনো ইউপিতে মোট যত ভোট পড়ে, এর ৮ শতাংশ না পেলে প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

বৃক্ষমানব সবার কাছে বৃক্ষমানব হিসেবে পরিচিত দীপক চন্দ্র দাস। নিজে বৃক্ষ সেজে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রায় অংশ নেন তিনি। এ সময় তিনি মানুষের কাছে গাছ লাগিয়ে পরিবেশ রক্ষার আবেদন জানান। ময়মনসিংহ শহরের বাতিরকল মোড় থেকে ওই দিন সকাল ১০টায় তোলা ছবি ● প্রথম আলো

নোয়াখালী সদরের দাদপুর ইউপি

'চাপের মুখে' বিএনপির প্রার্থী সরে গেলেন

নোয়াখালী অফিস

আওয়ামী লীগের প্রার্থীর লোকজনের 'চাপের মুখে' নোয়াখালী সদর উপজেলার দাদপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির প্রার্থী জহিরুল ইসলাম। ২ জুন বিকেলে নিজ বাড়িতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন। ৪ জুন ষষ্ঠ ধাপে ওই ইউপিতে নির্বাচন হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বিএনপির প্রার্থী ও কর্মী-সমর্থকদের নিরাপত্তাহীনতা ও হামলা-মামলার আতঙ্কের কারণে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জহিরুল ইসলামের অভিযোগ, নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য আওয়ামী লীগের প্রার্থী দেলোয়ার হোসেনের লোকজন নানাভাবে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা এলাকায় প্রচার করছেন নৌকা প্রতীকে একটি ভোট পড়লেও দেলোয়ার হোসেন চেয়ারম্যান হবেন। আওয়ামী লীগের লোকজন প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও তাঁর নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণায় বাধা দিচ্ছেন ও নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে না যেতে তাঁদের হুমকি দিচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে তিনি বাধ্য হয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিচ্ছেন।

আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেই মিছবা তৃতীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট

সিলেটের জকিগঞ্জের বারহাল ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়া সেই মিছবা জামান তৃতীয় হয়েছেন। ৫ হাজার ৯৭৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াত-সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থী মোস্তাক আহমদ চৌধুরী। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী জাকির হোসেন পেয়েছেন ৪ হাজার ২৬ ভোট। তৃতীয় স্থানে থাকা আওয়ামী লীগের মিছবা জামান পেয়েছেন ৩ হাজার ১২৬ ভোট।

মিছবা বারহাল ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ধর্ষণ মামলার অভিযোগপত্রভুক্ত আসামিও ছিলেন। মামলাটি 'রাজনৈতিক হয়রানিমূলক' দাবি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গোপনে প্রত্যাহারের আবেদন করেছিলেন। মামলা প্রত্যাহার-সংক্রান্ত নথিপত্র সিলেটের সরকারি কৌঁসুলির (পিপি) দপ্তরে পৌঁছালে ২০১২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর *প্রথম আলোয়* 'ধর্ষণের মামলায় অভিযোগপত্র/পরে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক!' শিরোনামে প্রতিবেদন ছাপা হয়।

এ প্রতিবেদন ছাপা হওয়ার পর রাজনৈতিক হয়রানিমূলক বিবেচনায় ওই মামলা আর প্রত্যাহার হয়নি। পলাতক অবস্থায় মিছবা ওই বছরের ২৩ ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হন এবং ইউপি চেয়ারম্যান পদ থেকেও বরখাস্ত হন। প্রায় তিন মাস জেল খেটে উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে এলাকায় ফেরেন তিনি। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন।

জকিগঞ্জ উপজেলার নয়টি ইউপির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ৭ মার্চ বারহাল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ তৃণমূলের মতামত নিয়ে চেয়ারম্যান পদে দলীয় মনোনয়নের জন্য তিনজনের নাম উপজেলা কমিটির কাছে প্রস্তাব করে। ওই তিন নামের প্রথমটি ছিল মিছবা জামানের। পরে উপজেলা কমিটির নেতারা জকিগঞ্জের দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা আওয়ামী লীগের দুই নেতার কাছে তিনজনের নাম জমা দিলে সেখান থেকে শুধু মিছবা জামানের নাম দলীয় মনোনয়নের জন্য কেন্দ্রে পাঠালে তিনিই মনোনয়ন পান।

একজন বিতর্কিত ব্যক্তিকে আওয়ামী লীগের প্রার্থী করায় তৃণমূলের কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। ১৪ মার্চ *প্রথম আলোয়* 'সেই মিছবা আওয়ামী লীগের প্রার্থী হচ্ছেন' শিরোনামে প্রতিবেদন ছাপা হয়। মনোনয়ন-প্রক্রিয়া সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা জেলা আওয়ামী লীগের শিল্পবিষয়ক সম্পাদক ইশতিয়াক আহমদ চৌধুরী তখন বলেছিলেন, 'প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা জামায়াত-সমর্থিত। এদের সঙ্গে জয়ী হওয়ার বিবেচনা থেকে তাঁকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।'

মেগা প্রকল্পের নামে হরিলুটের ব্যবস্থা

চট্টগ্রামের প্রকল্প গুরুত্ব পাওয়ায় খুশি ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

প্রস্তাবিত বাজেটে চট্টগ্রামের বেশ কিছু প্রকল্প গুরুত্ব পাওয়ায় খুশি ব্যবসায়ীরা। মোটা দাগে বাজেটকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা। তবে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় এবং বাজেট বাস্তবায়ন করাকে বড় চ্যালেঞ্জ মনে করছেন তাঁরা। অন্যদিকে অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, বাজেটে যোগাযোগব্যবস্থাসহ মেগা প্রকল্পে বরাদ্দ বেশি হলেও যাচাই-বাছাই ছাড়া অনেকগুলো প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। ব্যয় বরাদ্দে সমতা রাখা হয়নি বলেও মনে করেন তাঁরা।

২ জুন আগ্রাবাদে বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রের চতুর্থ তলায় চেম্বার কার্যালয়ে টেলিভিশনে অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা দেখেছেন চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলমসহ চেম্বারের পরিচালকেরা। বাজেট বক্তৃতা শেষে চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রস্তাবিত বাজেট চট্টগ্রামের আউটার রিং রোড, ইউলুপ ও লালখান বাজার থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত সাড়ে ১৬ কিলোমিটার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে আমরা খুশি। এখন চট্টগ্রামের বড় প্রকল্পগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন চাই।'

মাহবুবুল আলম বলেন, বাজেটে সিটি করপোরেশনের বাইরে রিয়েল এস্টেট খাতে উৎসে কর কমানোর ফলে মহানগরের ওপর চাপ কমবে। এসএমই খাতে টার্নওভার ৩৬ লাখ টাকা করায় এ খাতের সম্প্রসারণ হবে। পাটজাত পণ্যের ক্ষেত্রে জোগানদার সেবা, রাবারের উৎপাদন পর্যায়, অ্যাম্বুলেন্স পরিবহন সেবাসহ কিছু খাতকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেওয়া এবং পাম তেল ও সয়াবিনের ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি রাখা প্রশংসাযোগ্য। নির্মাণশিল্প খাতের অনেক উপকরণের শুল্ক হ্রাস এবং হাইব্রিড গাড়ি ও হিউম্যান হলারের ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা প্রদান পরিবহন খাতে পরিবর্তন আনবে।

চেম্বারের সভাপতি বলেন, যেকোনো কোম্পানি বা ৫০ লাখ টাকার অধিক গ্রস প্রাপ্তি আছে এমন প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম করহার বাড়ানো এবং সারচার্জের ক্ষেত্রে দুটি স্তরে ২৫ ও ৩০ শতাংশ করহার নির্ধারণ করা হয়েছে, যা অত্যধিক। এগুলো পর্যালোচনা করা উচিত। আবার পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে মূসকের হার বাড়ানোর কারণে সাধারণ জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী সেবার ক্ষেত্রে মূসকের হার ৯ থেকে ১৫ শতাংশ করা অত্যধিক হয়েছে।

বাজেট মোটা দাগে ইতিবাচক দৃষ্টিতেই দেখতে চান চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন চেম্বারের সভাপতি খলিলুর রহমান। মুঠোফোনে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও শিল্পায়ন গতিশীল করতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ প্রশংসনীয়। পোশাকশিল্প খাতে ফায়ার ডোরসহ অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রাংশের শুল্কহার হ্রাস করায় কর্মসহায়ক পরিবেশ বাস্তবায়নের জন্য সহায়ক হবে। তবে দ্রুত কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ শুল্ক-কর প্রত্যাহার করলে ভালো হতো। তিনি বলেন, তৈরি পোশাকশিল্পে করপোরেট করহার ৩৫ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করা ইতিবাচক। আবার ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট আদায়ের পরিবর্তে আগের মতো প্যাকেজ ভ্যাট বহাল রাখার প্রস্তাব ইতিবাচক। প্রস্তাবিত বাজেট বাস্তবায়ন করা গেলে অর্থনীতি আরও গতিশীল হবে। এ জন্য রাজস্ব আদায় হবে বড় চ্যালেঞ্জ। ব্যক্তিগত করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা থেকে ৩ লাখ টাকায় উত্তীর্ণ করা হলে ভালো হতো বলে মনে করেন খলিলুর রহমান।

অর্থনীতিবিদ ও ইস্টডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মু. সিকান্দর খান *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে মেগা প্রকল্পে বরাদ্দ বেশি দেওয়া হয়েছে। নিরপেক্ষভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই করে মেগা প্রকল্পগুলো নেওয়া হচ্ছে না। এসব প্রকল্পের কাজগুলো নিয়মনীতি মেনে হচ্ছে না। এবারের বাজেটে পায়রাবন্দর গুরুত্ব পেয়েছে। সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দরের বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। অথচ প্রাকৃতিকভাবে পায়রার চেয়ে সোনাদিয়া অনেক বেশি উপযুক্ত। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, সোনাদিয়ায় ১ টাকা খরচ করে যে উপকার পাওয়া যাবে, পায়রাবন্দরে সে জন্য খরচ করতে হবে ১০ টাকা। এসব বিষয় পর্যালোচনার দাবি রাখে।

শালিকের তৃষ্ণা মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হলেও গরম কমছে না। জ্যৈষ্ঠের গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা মানুষের। প্রচণ্ড গরমের তাপ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না প্রাণিকুলও। তাই কাঠফাটা রোদে তৃষ্ণা মেটাতে আর একটু শরীর ঠান্ডা করতে পানির পাইপের কাছে ছুটে এসেছে এই শালিক পাখিটি। ৫ জুন সিলেট নগরের রেলওয়ে স্টেশন এলাকা থেকে তোলা ছবি ● আনিস মাহমুদ

মুঠোফোনে 'খুনির' সন্ধান

গাজী ফিরোজ, চট্টগ্রাম

সাড়ে তিন বছরের বেশি সময় আগে খুন হয়েছিলেন চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের উত্তর ওয়াহেদপুর গ্রামের মো. জাফর (২৫)। দেড় বছর তদন্ত করে সাক্ষ্য-প্রমাণ না পেয়ে জাফর হত্যা মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয় রেলওয়ে থানার পুলিশ। আদালত ওই প্রতিবেদন গ্রহণ না করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) তদন্তের নির্দেশ দেন। এক বছর তদন্তের পর নিহত ব্যক্তির মুঠোফোনের সূত্র ধরে ওই হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটনের দাবি করেছে সিআইডি।

> অনেক চেষ্টা করেও সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয়

২০১২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর মিরসরাই উপজেলার উত্তর ওয়াহেদপুর রেলগেটের পাশে রেললাইন থেকে কৃষক জাফরের ক্ষতবিক্ষত লাশ উদ্ধার করা হয়।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডির চট্টগ্রাম কার্যালয়ের পরিদর্শক জসীম উদ্দিন খান বলেন, নিহত জাফরের মুঠোফোন একই গ্রামের গিনি বেগমের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন গিনি বেগম। জবানবন্দিতে তিনি বলেন, মোহাম্মদ হানিফের কাছ থেকে একই এলাকার হানা মিয়া মুঠোফোনটি কেনেন। পরে হানা মিয়ার কাছ থেকে তিনি (গিনি) ১ হাজার ৫০০ টাকায় মুঠোফোনটি কিনে নেন। তাঁর মেয়েরা শহরে পোশাক কারখানায় কাজ করেন। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে তিনি মুঠোফোনটি কিনেছেন। তাঁর মেয়েরা গ্রামের বাড়িতে এলে মুঠোফোনে জাফরের ছবি দেখতে পান।

জসীম উদ্দিন খান *প্রথম আলোকে* বলেন, জাফরের সঙ্গে প্রতিবেশী মোহাম্মদ হানিফের তৃতীয় স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল। এর জের ধরে হত্যাকাণ্ডের ২০ দিন আগে হানিফ তাঁর তৃতীয় স্ত্রীকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। পরে জাফরকে হত্যা করে লাশ রেললাইনে ফেলে রাখা হয় বলে তদন্তে উঠে এসেছে। জাফরের মুখে মদ ঢেলে দেওয়া হলেও তিনি মদপান করেননি। এতে বোঝা যায় এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

জাফরের পরিবার জানায়, থানায় মামলা না নেওয়ায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই জাফরের লাশ দাফন করা হয়। দুই মাস পর তাঁর বাবা আবদুল মালেক আদালতে হত্যা মামলা করেন। মামলায় মোহাম্মদ হানিফসহ তিনজনকে আসামি করা হয়। আদালত মামলাটি তদন্ত করতে চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানার পুলিশকে নির্দেশ দেন।

পুলিশ জানায়, প্রথমে মামলার তদন্ত শুরু করেন রেলওয়ে থানার তৎকালীন উপপরিদর্শক (এসআই) খন্দকার আবদুল হামিদ। তিনি বদলি হয়ে গেলে একই থানার এসআই ওমর ফারুককে ২০১৩ সালের ২ জুন মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আট মাস তদন্তের পর তিনিও বদলি হয়ে যান। পরে মামলা তদন্তের দায়িত্ব পান এসআই হায়াত মো. খালেদ কায়সার। পাঁচ মাস তদন্ত শেষে তিনি ২০১৪ সালের ৩০ জুন আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেন।

বর্তমানে বাকলিয়া থানায় কর্মরত এসআই হায়াত মো. খালেদ কায়সার গত ২৯ মে বলেন, অনেক চেষ্টা করেও সাক্ষ্য-প্রমাণ না পাওয়ায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয়।

একই বছরের ২১ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের বিচারিক হাকিম ওই চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ না করে সিআইডিকে অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন। গত বছরের ২ এপ্রিল মামলার তদন্ত শুরু হয়। তদন্তের দায়িত্ব পান সিআইডির চট্টগ্রাম কার্যালয়ের পরিদর্শক জসীম উদ্দিন খান।

জসীম উদ্দিন খান বলেন, গত ৩০ এপ্রিল হানিফকে মিরসরাই থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে রিমান্ডের আবেদন করা হলে আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গত ২৬ মে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

তবে ওই দিন বিকেলে আদালত প্রাঙ্গণে হানিফ বলেন, 'তৃতীয় স্ত্রী পাখিজার সঙ্গে জাফরের অবৈধ সম্পর্ক থাকায় স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু জাফরকে আমি মারিনি। রেলে কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।' নিহত জাফরের মুঠোফোন অন্যের কাছে বিক্রি প্রসঙ্গে বলেন, 'মৃত্যুর আগে তাঁর কাছ থেকে এটি কিনেছিলাম।'

সিআইডির চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) অহিদুর রহমান বলেন, তদন্ত শেষে হানিফকে অভিযুক্ত করে অভিযোগপত্র দেওয়া হতে পারে।

বাঁশখালীর সাংসদের বিরুদ্ধে মামলা

নির্বাচন কর্মকর্তাকে মারধর

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ●

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে মারধরের ঘটনায় সেখানকার সরকারদলীয় সাংসদ মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন থেকে বিশেষ বাহকের মাধ্যমে মামলার এজাহারটি ২ জুন রাত সাড়ে ১১টায় বাঁশখালী থানায় পাঠানো হয়। মামলার বাদী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম।

বাঁশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলমগীর হোসেন ৩ জুন বিকেলে মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, সরকারি কর্মকর্তাকে মারধর, সরকারি কাজে বাধাদান, ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ সুনির্দিষ্ট অভিযোগে দণ্ডবিধির পাঁচটি ধারায় সাংসদসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তিনি বলেন, এজাহারে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। এরপর আসামিদের গ্রেপ্তার করা হবে।

মামলার অন্য দুই আসামি হলেন সাংসদ মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী তাজুল ইসলাম এবং উপজেলা ওলামা লীগের নেতা মাওলানা আখতার। তাঁদের মধ্যে তাজুল ইসলাম বাঁশখালীর বাহারছড়া ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী।

বাঁশখালীর সাংসদের বিরুদ্ধে

মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী

অভিযোগ, পছন্দমতো নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ না দেওয়ায় ১ জুন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাঁশখালী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলামকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ে ডেকে নেন স্থানীয় সাংসদ মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী। তখন ইউএনও তাঁর কার্যালয়ে ছিলেন না। পরে ওই কার্যালয়ের দরজা বন্ধ করে সাংসদ উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে মারধর করেন। এ অভিযোগ ওঠার পর ওই দিন বিকেলে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বৈঠকে সাংসদের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত হয়। একই সঙ্গে বাঁশখালীর সব কটি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) নির্বাচন স্থগিত করে ইসি। ৪ জুন সেখানে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল।

মামলার বাদী ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমার ওপর হামলা হয়েছে। সরকারি কাজে তাঁরা অন্যায়ভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এটা অপরাধ। আর এই অপরাধ যাঁরা করেছেন, তাঁদের আইন মোতাবেক শাস্তি চাই। আমি মনে করি, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়।'

তবে মামলার বিষয়ে ৩ জুন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও সাংসদ মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরীর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। একপর্যায়ে তাঁর মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়। একইভাবে বাহারছড়া ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থী তাজুল ইসলাম এবং ওলামা লীগের নেতা মাওলানা আখতারের মুঠোফোনও বন্ধ পাওয়া যায়। বাঁশখালী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল গফুরও মুঠোফোনে সাড়া দেননি।

মামলার বিষয়ে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'বাঁশখালীর ঘটনায় আমাদের সাংসদসহ তিনজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন বলে আমার বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না। তবে গণমাধ্যমে এ ঘটনা ফলাও প্রচারিত হয়েছে। এতে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। ভবিষ্যতে এসব থেকে আমাদের নেতাদের শিক্ষা নিতে হবে।'

মহেশখালীতে পাহাড়ধসের শঙ্কা

পাহাড় কেটে এক মাসে শতাধিক নতুন বসতি

মহেশখালী (কক্সবাজার) **প্রতিনিধি** ●

কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় পাহাড়কাটা বন্ধ করা যাচ্ছে না। গত এক মাসে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পাহাড় কেটে গড়ে তোলা হয়েছে শতাধিক ঘরবাড়ি। ফলে সামনের বর্ষায় পাহাড়ধসের আশঙ্কা করছেন জনপ্রতিনিধিরা।

সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলার কালারমারছড়া ইউনিয়নের আঁধারঘোনা, মিজ্জিরপাড়া, ঝাপুয়া, উত্তর নলবিলা, চালিয়াতলী, ষাইটমারা, হোয়ানক ইউনিয়নের পানিরছড়া, কালালিয়াকাটা, হরিয়ারছড়া, ছোট মহেশখালী ইউনিয়নের জালিয়াপাড়া, আহমদিয়াকাটা ও শাপলাপুর ইউনিয়নের জেমঘাট এলাকায় পাহাড় কেটে নতুন বসতি গড়ে উঠেছে। টিন ও বেড়া দিয়ে তৈরি এসব ঘর ছোট দুই কামরার।

কালারমারছড়া ইউনিয়নের চালিয়াতলী এলাকার বাসিন্দা রবিউল আলম বলেন, এখানকার পাহাড়ে গত এক মাসে নতুন করে অন্তত ২০টি বসতি স্থাপন করা হয়েছে। বসতি স্থাপনের ব্যাপারে বনকর্মীদের অবহিত করেও কোনো কাজ হয়নি।

চালিয়াতলী এলাকায় পশ্চিমে পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত নুরে আলম বলেন, ঘূর্ণিঝড়ে ধলঘাট ইউনিয়নের সাপমারার ডেইল, পণ্ডিত ডেইল ও সরইতলার কয়েকশ ঘরবাড়ি পানিতে ভেসে গেছে। এসব এলাকার মানুষ পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁরাই এসব ঘর তৈরি করেছেন।

এ ব্যাপারে কালারমারছড়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মীর কাসেম চৌধুরী বলেন, 'পাহাড় কাটা বন্ধ ও অবৈধ বসতি উচ্ছেদের কাজ বন বিভাগের। কিন্তু বন বিভাগের কর্মকর্তারা তা ঠিকমতো দেখভাল করছেন না। ফলে পাহাড়ে দিন দিন বসতি বাড়ছে। বর্ষায় এসব স্থানে পাহাড়ধসে প্রাণহানি আশঙ্কা রয়েছে।' একই কথা বলেন শাপলাপুরের ইউপি চেয়ারম্যান নুরুল হক, হোয়ানকের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল ও ছোট মহেশখালীর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জিহাদ বিন আলী। চারজনই জানান, পাহাড়ি এলাকায় নতুন করে শতাধিক স্থাপনা গড়ে উঠলেও এসব নিয়ে বন বিভাগের কর্মকর্তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।

বন বিভাগ সূত্রে জানায়, উপজেলার কালারমারছড়া, হোয়ানক, বড় মহেশখালী, ছোট মহেশখালী ও শাপলাপুর এলাকায় বন বিভাগের ১৮ হাজার ২৮৬ একর সংরক্ষিত বনভূমি রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১২ হাজার একরের সংরক্ষিত পাহাড়ি বনভূমি অবৈধ দখলে রয়েছে। এসব বনভূমিতে অন্তত ১০ হাজার অবৈধ বসতি স্থাপন করে ৩০ হাজার লোকজন বসবাস করছে।

বন বিভাগের মহেশখালীর রেঞ্জ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল কাসেম ভূঁইয়া বলেন, অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করার জন্য ইতিমধ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে বেশ কয়েকবার আবেদন করেও কোনো কাজ হয়নি। নতুন করে বসতি স্থাপনের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমিও খবর পেয়েছি গত এক মাসে পাহাড় কেটে বেশ কিছু বসতি গড়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সিলিং ফ্যানের যত কাজ

এক সময় ধানের ময়লা বের করতে বা মরা ধান বাছাই করতে প্রাকৃতিক বাতাসের ওপর নির্ভর করতেন কৃষক। এখন যুগ পাল্টেছে। প্রাকৃতিক বাতাসের পাশাপাশি এখন স্ট্যান্ড ফ্যান ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক বাতাস নেই, নেই স্ট্যান্ড ফ্যান। তাই এই কৃষক পরিবার ঘর থেকে সিলিং ফ্যান খুলে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে বাতাস করে ধান উড়ানোর কাজ চালাচ্ছে। ৪ জুন দুপুরে পাবনার চাটমোহর উপজেলার মূলগ্রাম এলাকা থেকে তোলা ● প্রথম আলো

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাত

ভোলায় ৩০০ কিলোমিটার কাঁচা-পাকা সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত

ভোলা প্রতিনিধি ●

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর প্রভাবে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাস ও বৃষ্টিতে ভোলায় প্রায় ৩০০ কিলোমিটার সড়ক এবং পাঁচটি সেতু ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সড়কগুলোর অধিকাংশই চরাঞ্চলের। এগুলো সংস্কারে প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে জানিয়েছে জেলা ত্রাণ অধিদপ্তর।

> সাত উপজেলায় পাকা, আধা পাকা ও কাঁচা সড়ক মিলিয়ে প্রায় ২৮৭ কিলোমিটার সড়ক এবং পাঁচটি সেতু ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলো সারাতে আনুমানিক ৫০ কোটি টাকা লাগবে

গত এক সপ্তাহ ঘুরে দেখা যায়, ভোলা সদরের জংশন-রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সড়ক, রাজাপুর ইউনিয়নের দুর্গম রামদাসপুর-সুলতানি সড়ক, কাঁচিয়া রামদেবপুর-বারাইপুর সড়ক, ভেদুরিয়া চর চটকিমারা সড়ক, বরিশাল-ভোলা-চট্টগ্রাম মহাসড়কসহ কমপক্ষে ৫০ কিলোমিটার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

দক্ষিণ রাজাপুর এলাকার আমির হোসাইন বলেন, সড়কের অভাবে ভাঙনকবলিত মানুষেরা তাঁদের ঘরবাড়ি ও মালামাল সরাতে পারছে না।

দৌলতখান উপজেলার মদনপুর ইউনিয়নে প্রায় ২০ কিলোমিটার কাঁচা সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে পাটওয়ারী বাজার-এক নম্বর কমিউনিটি ক্লিনিক সড়ক, পাটওয়ারী বাজার-মোশাররফ পণ্ডিতবাড়ি সড়ক, জাফর কলোনি-মদনপুর আশ্রয়ণ সড়ক, ইউনিয়ন পরিষদ-চরমুন্সি বড়খাল সড়ক, চরপদ্মা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-আলাউদ্দিন মালের বাড়ি সড়ক, পাটওয়ারী বাজার (পশ্চিম)-আবু কালাম আনিসের বাড়ি সড়কের বেশি ক্ষতি হয়েছে।

মদনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নাছির উদ্দিন বলেন, আগে থেকে সংস্কার না করায় ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুতে সড়কগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

লালমোহন উপজেলার লর্ড হার্ডিঞ্জ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল কাশেমসহ ২২ জন বলেন, ঘূর্ণিঝড়ে দুটি স্থান দিয়ে বাঁধ ভেঙে পানি ঢুকেছে। এতে নতুন বাজার থেকে উত্তর দিকে হোসেন মিয়া সড়ক, পূর্ব দিকে চর উদয়খালী মাটিরকিল্লা সড়ক পর্যন্ত ফয়েজ আহমেদ সড়ক, লর্ড হার্ডিঞ্জ ডিসি রোড থেকে পূর্ব দিকে বেড়িবাঁধ পর্যন্ত জলিলিয়া সড়ক, পশ্চিম দিকে উত্তর লর্ড হার্ডিঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সড়ক, লর্ড হার্ডিঞ্জ অফিস রোড থেকে পূর্ব দিকে ডিসি রোড পর্যন্ত উত্তর অন্নদাপ্রসাদ সড়কসহ প্রায় ১০ কিলোমিটার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁদপুর ইউনিয়নের মোল্লাপুকুর-চৌমুহনী সড়ক, স্লুইসগেট-বাজার সড়ক, তজুমদ্দিন বাজার-দুপুরনিরখাল সড়ক, তজুমদ্দিন বাজার-কেয়ামুল্যাহ সড়কসহ চর জহিরুদ্দিনের মোট ১৫ কিলোমিটার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব সড়কের অধিকাংশ এখনো জোয়ারের পানিতে ডুবে যায়।

বোরহানউদ্দিন উপজেলার পক্ষিয়া ইউনিয়নের নবাব মিয়ারহাট-বোরহানগঞ্জ সড়কসহ নয় কিলোমিটার সড়ক, চরফ্যাশন উপজেলার কুকরি-মুকরি ইউনিয়নের চরপাতিলা কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে আবুল কাশেম মেম্বারের বাড়ি সড়কসহ সাত কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা এবং ঢালচর ইউনিয়নের ২০ কিলোমিটার কাঁচা সড়ক ধসে গেছে।

কুকরি-মুকরি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল হাসেম মহাজন বলেন, ইউনিয়নে উঁচু মাটির সড়ক করা জরুরি। নইলে বারবার ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে মাটির সড়ক নষ্ট হচ্ছে।

মনপুরা উপজেলা সদর ইউনিয়নের কলাতলি চরের অফিসখাল-রিপন বাজার সড়কসহ সাত কিলোমিটার কাঁচা সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মনপুরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন হাওলাদার বলেন, ঝড়ে কমবেশি সব সড়কের ক্ষতি হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ভোলার নির্বাহী প্রকৌশলী সিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'রোয়ানুতে এলজিইডির প্রায় ১১০ কিলোমিটার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতি সংস্কারের জন্য চাহিদা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। বরাদ্দ এলে কাজ হবে।'

ভোলা সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা নাজমুল ইসলাম বলেন, ঝড়ে তাঁদের মোট ৪০ কিলোমিটার সড়কের ক্ষতি হয়েছে।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা আবদুল লতিফ বলেন, সাত উপজেলায় পাকা, আধা পাকা ও কাঁচা সড়ক মিলিয়ে প্রায় ২৮৭ কিলোমিটার সড়ক এবং পাঁচটি সেতু ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এগুলো সারাতে আনুমানিক ৫০ কোটি টাকা লাগবে। এ হিসাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

রোয়ানুতে টেকনাফের ৬০ ভাগ পানবরজ ক্ষতিগ্রস্ত

টেকনাফ (কক্সবাজার) **প্রতিনিধি** ●

ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর প্রভাবে সৃষ্ট ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও অতিবৃষ্টির ফলে কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নের অর্ধেকের বেশি পানের বরজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি বিভাগের হিসেবে ক্ষতির পরিমাণ আট কোটি টাকা হলেও কৃষকেরা বলছেন প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ এর প্রায় তিনগুণ। এর ফলে পান চাষের সঙ্গে যুক্ত প্রায় দুই হাজার পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

কৃষকদের দাবি, উপজেলার ৬০ শতাংশ পানের বরজ নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষতি হয়েছে ২০ কোটি টাকা। অনেকের দাবি গত বেশ কয়েক বছরে পানের বরজের এমন ক্ষতি হয়নি।

টেকনাফ সদর ইউনিয়নের তুলাতলি গ্রামের পানচাষি আবদুল হাফিজ বলেন, 'আমি প্রায় ২৫ বছর ধরে পান চাষ করছি। এ বছরের মতো এত বড় ক্ষতি আর কখনো হয়নি। ঋণ ও দাদন নিয়ে চাষিরা পান চাষ করেন। বরজ নষ্ট হওয়ায় চাষিরা ঋণ ও দাদনের টাকা পরিশোধ করতে হিমশিম খাবেন তাঁরা।'

কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর পানের ফলন ভালো হয়েছে। কিছু চাষি কয়েক লাখ টাকার পান বিক্রিও করেছেন। কিন্তু এরপর ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর প্রভাবে সৃষ্ট ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও অতিবৃষ্টির ফলে পানি জমে বরজ ডুবে যায়। সাধারণত একটি পানবরজ আট থেকে ১০ মাস পর্যন্ত টিকে থাকে। কিন্তু তিন দিনের টানা বর্ষণে জলাবদ্ধতায় পানবরজের গোড়ায় পানি জমে থাকায় পানের লতায় পচন ধরেছে।

সাবরাং ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নুর হোসেন, হ্নীলার ইউপির চেয়ারম্যান এইচ কে আনোয়ার ও হোয়াইক্যং ইউপির চেয়ারম্যান নুর আহমদ আনোয়ারী বলেন, টেকনাফে পাঁচটি ইউনিয়নের কয়েক হাজার কৃষক পান বরজের ওপর নির্ভরশীল। ধার দেনা করে তাঁরা এ মৌসুমে পানের চাষ করেছেন। তাঁদের ইউনিয়নে আবাদ করা প্রায় ৬০ শতাংশ পানবরজ ও ২৫ শতাংশ সবজি খেত ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে নষ্ট হয়ে গেছে।

কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার সাবরাং, টেকনাফ সদর, হ্নীলা, বাহারছড়া ও হোয়াইক্যংয়ের সাড়ে চার হাজার চাষি এবার প্রায় দুই হাজার একর জমিতে পানের চাষ করেছেন। এর মধ্যে এক হাজার ২০০ একর জমির পানের বরজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ কারণে প্রায় দুই হাজার মতো কৃষকের আট কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

গত ৩০ মে সোমবার সরেজমিনে দেখা যায়, সাবরাং ইউনিয়নের আছারবনিয়া, মুন্ডাল ডেইল, চৌধুরীপাড়া, মণ্ডলপাড়া, উত্তর নয়াপাড়া, টেকনাফ সদরের মহেষখালীয়া পাড়া, লম্বরী, লেঙ্গুরবিল, নতুন পল্লানপাড়া ও তুলাতলি এলাকায় ঝড়ে কয়েক শতাধিক পানের বরজ উপড়ে পড়েছে। এ ছাড়া প্রচুর পানের বরজ পানিতে ডুবে আছে। চাষিরা জানান, পানি জমে থাকায় পানের লতায় পচন ধরেছে। পাশাপাশি বরজ ভেঙেও পড়ছে।

পান ব্যবসায়ী আবদুল গফুর বলেন, টেকনাফ থেকে প্রতি বছর ১৪০-১৬০ কোটি টাকার পান বেচাকেনায় লেনদেন হয়। তাঁরা ২৫ থেকে ৩০জন ব্যবসায়ীর এ খাতে বিনিয়োগ করেছেন। মৌসুমের শুরুতে কিছু পান পাওয়া গেলেও ঘূর্ণিঝড়ে বরজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এখন পান পাচ্ছেন না তাঁরা।

জানতে চাইলে টেকনাফ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. শহিদুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, রোয়ানুর প্রভাবে শাকসবজিসহ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন পানচাষিরা। বরজে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় পানি আটকে যায়। যার কারণে কৃষকদের সর্বনাশ হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে এবং কৃষি কার্যালয় থেকে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে পান বরজে ক্ষয়ক্ষতি প্রাথমিকভাবে নির্ধারণ করা হয় প্রায় আট কোটি টাকা।

বালাগঞ্জ-তাজপুর সড়ক

আড়াই বছর ধরে খানাখন্দ, দুর্ভোগে লক্ষাধিক মানুষ

সিলেট প্রতিনিধি ●

সিলেটের বালাগঞ্জ-তাজপুর সড়কের অন্তত ৩০টি স্থানে ছোট-বড় অসংখ্য খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। দুই-আড়াই বছর ধরে সড়কটি এ অবস্থায় থাকলেও সংস্কারে নেওয়া হয়নি কোনো উদ্যোগ। এতে ভোগান্তি পোহাচ্ছেন বালাগঞ্জ ও ওসমানীনগর উপজেলার লক্ষাধিক বাসিন্দা।

দুই বছর ধরে বালাগঞ্জ-তাজপুর সড়ক সংস্কার না হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বালাগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, 'দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।'

গত ২৮ মে দুপুরে সরেজমিনে দেখা গেছে, বালাগঞ্জ উপজেলা সদরের সঙ্গে জেলা শহরের সংযোগ স্থাপন করেছে বালাগঞ্জ-তাজপুর সড়ক। এর দৈর্ঘ্য ১৪ কিলোমিটার। এর মধ্যে সড়কের ওসমানীনগর উপজেলার উসমানপুর এবং বালাগঞ্জ উপজেলার আদিত্যপুর, ময়নাবাজার, আবদুল্লাপুর, বোয়ালজুড়, রাজাপুর, কবুলপুর অংশে বেশি ভাঙাচোরা থাকায় যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এর বাইরে সড়কের আরও অন্তত ২৩টি অংশে রয়েছে অসংখ্য খানাখন্দ।

বালাগঞ্জ উপজেলার গোপকানু গ্রামের বাসিন্দা কৃষক আমির আহমদ ও শিক্ষার্থী হাবিবুর রহমান বলেন, সড়ক ভাঙাচোরা হওয়ায় জেলা শহরে যেতে উপজেলাবাসী দুর্ভোগে পড়েন। সড়কের ছোট-বড় গর্তে যানবাহনের চাকা পড়ে ঝাঁকুনি লাগে। বিশেষ করে বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তিদের এই সড়কে চলাচলে চরম সমস্যায় পড়তে হয়।

২৮ মে বেলা দুইটার দিকে তাজপুর মোড়ে কথা হয় সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালক ইসমাইল মিয়া ও ফারুক আহমদের সঙ্গে। তাঁরা জানান, সড়কে খানাখন্দ থাকায় প্রায়ই যানবাহন বিকল হয়ে যায়।

৩ গ্রামের মানুষের সরাসরি যাতায়াতে বাধা সাঁকো

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি ●

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার চরকেওয়ার ইউনিয়নের তিন গ্রামের মানুষকে এখনো বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলাচল করতে হয়। গ্রাম তিনটি হলো ছোট গুহেরকান্দি, বড় গুহেরকান্দি ও গজারিয়াকান্দি। দৈনন্দিন কাজসহ জেলা শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় এ সাঁকো দিয়ে আর চলছে না। তাই গ্রামবাসী সাঁকোর জায়গায় সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন।

> ছোট গুহেরকান্দি, বড় গুহেরকান্দি ও গজারিয়াকান্দির জনসংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। জেলা শহরসহ আশপাশের উপজেলায় যাতায়াতে এ জনগোষ্ঠীকে মাকহাটি-লোহারপুল-কাটাখালী সড়ক ব্যবহার করতে হয়

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, মুন্সিগঞ্জ পৌরসভার পর চরাঞ্চলের দিকে প্রথম ইউনিয়নটি হচ্ছে চরকেওয়ার। জেলা শহর থেকে চরকেওয়ার দূরত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার। এ ইউনিয়নের তিন গ্রাম ছোট গুহেরকান্দি, বড় গুহেরকান্দি ও গজারিয়াকান্দির জনসংখ্যা প্রায় ২০ হাজার। জেলা শহরসহ আশপাশের উপজেলায় যাতায়াতে এ জনগোষ্ঠীকে মাকহাটি-লোহারপুল-কাটাখালী সড়ক ব্যবহার করতে হয়। তিন গ্রাম ছাড়াও পাশের ভিটিহোগলাকান্দি গ্রামের লোকজনকেও জরুরি প্রয়োজনে এ পথে যেতে হয়।

এলাকাবাসী বলেন, যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিন গ্রামের মানুষ একটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ করেন। এ সড়ক মাকহাটি-লোহারপুর-কাটাখালি সড়কের লোহারপুলের অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সংযোগ সড়কটির এক প্রান্ত ছোট গুহেরকান্দি গ্রামের প্রবেশমুখের সঙ্গে এবং অন্য প্রান্ত লোহারপুলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সড়কের লোহারপুলের অংশে খালের ওপরে ছোট একটি কালভার্টও নির্মাণ করা হয়। তবু গ্রামবাসী সরাসরি যাতায়াত করতে পারছেন না। কারণ, কয়েক শ মিটারের সংযোগ সড়কের মাঝখানে পড়েছে কালিদাশ নদী। নদীর ওপরই রয়েছে সেই বাঁশের সাঁকো।

ছোট গুহেরকান্দি গ্রামের আল মামুন বলেন, দুই বছর আগে তিন গ্রামের মানুষ নিজেদের খরচে মাটি ভরাট করে সংযোগ সড়ক নির্মাণ করেন। এরপর সড়কের মুখে একটি কালভার্টও নির্মাণ করা হয়। এখন সেতুর অভাবে গ্রামের স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েসহ হাজারো মানুষকে প্রতিদিন কষ্ট করে সাঁকো পার হয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।

বড় গুহেরকান্দি গ্রামের হানিফ সরকার বলেন, '২৫ বছর ধরে আমাদের তিন গ্রামের মানুষকে বর্ষাকালে নৌকায় ও শুষ্ক মৌসুমে সাঁকো দিয়ে চলতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা জনপ্রতিনিধিদের কাছে একটি সেতু নির্মাণের দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না।'

এলজিইডির সদর উপজেলার প্রকৌশলী মো. আরিফুর রহমান বলেন, স্থানীয় সাংসদ ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান চাইলে এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারেন। তাই এলাকাবাসী তাঁদের কাছে দাবিটি পেশ করতে পারেন।

চরকেওয়ার ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আফসার উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, তিন গ্রামের মানুষের জন্য দ্রুত সেতু নির্মাণ করা প্রয়োজন। বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান আক্তারুজ্জামান বলেন, 'নানা কাজের কারণে এত দিন সেতুটি নির্মাণের ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারিনি। তবে আগামী এক বছরের মধ্যে উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

স্থানীয় সাংসদ মৃণাল কান্তি দাস ৩ জুন *প্রথম আলো*কে বলেন, সেতুটি করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

যশোর সদর উপজেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে ক্রিকেট ব্যাট তৈরি করে ভাগ্য ফিরিয়েছেন পবন মজুমদার ● প্রথম আলো

পবনের ব্যাটে স্বপ্ন আরও চওড়া

মনিরুল ইসলাম, যশোর ●

অন্যের কারখানায় কাজ না করে নিজেই কারখানা করব। যেখানে গ্রামের মানুষ কাজ করার সুযোগ পাবে—এমন একটা স্বপ্ন থেকে বছর দশেক আগে ক্রিকেট ব্যাট তৈরির কারখানা করেন যশোর সদর উপজেলার মিস্ত্রিপাড়া গ্রামের তরুণ উদ্যোক্তা পবন মজুমদার।

যশোর শহর থেকে ১৪ কিলোমিটার গেলে ছায়াশীতল মিস্ত্রিপাড়া গ্রাম। এ গ্রামেই পবন মজুমদারের কারখানা। সম্প্রতি কারাখানায় গিয়ে দেখা গেল, কারিগরেরা ব্যাট তৈরিতে অত্যন্ত ব্যস্ত। কথা বলার মতো ফুসরত যেন তাঁদের নেই। পবন নিজেই কারিগরদের কাজের তদারকি করছেন।

পবন মজুমদার কাজ করতে করতে বলেন, দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়া বেশি দূর করতে পারেনি। তবে কিছু একটা করতে হবে—এমন স্বপ্ন ছিল। নিজে একটা কারখানা দিতে পারব, এমন আত্মবিশ্বাসও মনের মধ্যে রেখেছিলাম। কাঠের কাজ আমাদের আদি পেশা। ব্যাট তৈরির আগে দাঁড়িপাল্লার সলা তৈরির কাজ করতাম। লোহার দাঁড়ি ও স্কেল যন্ত্রের কারণে কাঠের তৈরি দাঁড়ির চাহিদা কমতে বসে। তখন বছর দশেক আগে ব্যাট তৈরির কাজ শুরু করি। কারখানায় স্থায়ী-অস্থায়ী মিলে ১৫ জনের মতো কারিগর কাজ করছেন। এখন ব্যাট তৈরি করে মজুত করে রাখা হচ্ছে। বর্ষা মৌসুমের পরই অক্টোবর মাসের শেষদিকে এসব ব্যাট দেশের বিভিন্ন এলাকায় পাঠানো হবে। ট্রাক, বাসের ছাদ ও কুরিয়ারের মাধ্যমে ব্যাট পাঠানো হয়।

পবন জানান, আমড়া, কদম, জীবন, গেওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের কাঠ দিয়ে এসব ব্যাট তৈরি হয়। মূলত শিশু-কিশোরদের ক্রিকেট খেলার জন্য এ ব্যাট। টেনিস, টেপ টেনিস ও রাবার ডিউজ বলই এ ব্যাটের জন্য উপযোগী। ১৫ টাকা থেকে ৩০০ টাকা দামে ব্যাট বিক্রি হয়। ভরা মৌসুমে ব্যাটের চাহিদা যেমন বাড়ে তেমনি সংকট বাড়ে কারিগরের।

এ কারখানার কারিগর সনৎ মজুমদার বলেন, ছোট-বড় সব ধরনের ব্যাট তৈরি করি। ৬ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত প্রতিটা ব্যাটের মজুরি পাওয়া যায়। দৈনিক ৩০০-৪০০ টাকা রোজগার হয়। সনৎ মজুমদারের ছেলে পবিত্র মজুমদারও এ কারখানার শ্রম দেন। পবিত্র যশোর সরকারি সিটি কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। তিনিও দৈনিক ৩০০ টাকার মতো আয় করেন।

কারিগরেরা জানান, অনেকটা বাড়ির উঠানে বসে আরাম-আয়েশে কাজ করা যায়। এ জন্য এখানকার কারখানায় কাজ করতে বেশ ভালোই লাগে। গ্রামের কেউই এখন আর বসে থাকে না। গ্রামে ব্যাট তৈরির অন্তত ৩০টি কারখানা রয়েছে। নারী-পুরুষ-শিশু বাড়ির সবাই ব্যাট তৈরির এ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

গ্রাম ঘুরে দেখা গেল, পবনের মতো বড় কারখানা রয়েছে অন্তত ১০টি। এ ছাড়া ছোটখাটো কারাখানা রয়েছে আরও ২০ টির মতো। ব্যাটের কাঠামো দাঁড় করানোর পর পলিশ করে চকচকে করা ও স্টিকার লাগানোর কাজটি করেন নারীরা।

গৃহিণী স্মৃতি বিশ্বাস বলেন, পুরুষেরা মূলত ব্যাটের কাঠামো দাঁড় করিয়ে দেন। আর আমরা নারীরা ব্যাটের গায়ে পলিশ ও স্টিকার লাগিয়ে তা বিক্রি উপযোগী করে দিই। এ গ্রামের কেউ এখন বসে খায় না। প্রত্যেকে এ কাজের সঙ্গে জড়িত। যে কারণে গ্রামের সবাই এখন স্বাবলম্বী।

প্রথম আলো
gulfedition@prothom-alo.info

ইউপি নির্বাচন : রক্তপাতের রেকর্ড

নির্বাচন কমিশন জাতিকে হতাশ করেছে

১০৯ জনের প্রাণহানি আর পাঁচ হাজারের বেশি মানুষের আহত হওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হলো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০১৬। মোট ছয় পর্বের ভোট গ্রহণ শেষে হার-জিতের হিসাব-নিকাশের চেয়েও জরুরি হয়ে দেখা দিল প্রাণহানির প্রশ্ন। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বাংলাদেশ এর আগে কখনো এত বেশিসংখ্যক মানুষকে হারায়নি।

নজিরবিহীন রক্তপাতের নির্বাচন হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেল যে নির্বাচন, তার সুষ্ঠুতা, নিরপেক্ষতাসহ যাবতীয় নিয়মানুবর্তিতার প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। অথচ সব ধাপের নির্বাচন শেষে শনিবার এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ দাবি করেছেন, ‘কিছু অনিয়ম ও গুটি কয়েক মারামারি’ ছাড়া সার্বিকভাবে এবারের ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে। সিইসির এই বক্তব্য দায়িত্ববোধহীনতার এক বিরাট দৃষ্টান্ত, এটা সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। নির্বাচন কমিশনের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কমিশন এ নির্বাচন পরিচালনাকালে স্থানীয় সরকারি প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে গঠনমূলকভাবে কাজে লাগাতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কমিশন ক্ষমতাসীন দলের সংশ্লিষ্ট নেতা-কর্মীদের অন্যায্য আচরণও সামলাতে পারেনি। স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। বেসরকারি সংস্থা ‘সুশাসনের জন্য নাগরিক’-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন ভেঙে পড়েছে।

২০৭ জনেরও বেশি চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। পঞ্চম ধাপ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ২ হাজার ৬৪৭ জনের বিজয়ের বিপরীতে প্রধান প্রতিপক্ষ দল বিএনপির মাত্র ৩৬৭ জনের বিজয় ভোটযুদ্ধে যেসব অনিয়ম লক্ষ করা গেছে, সেগুলো নিশ্চিত করে। স্বতন্ত্র ও বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে ৮৭৫ জনের বিজয় দৃশ্যমান করে দলগুলোর, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের তীব্রতা।

দলীয় প্রতীকের ভিত্তিতে নির্বাচনের নতুন বিধান কার্যকর করতে গিয়ে এই ইউপি নির্বাচনে যে নেতিবাচক ও ক্ষতিকর বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল, সেগুলো স্থানীয় নির্বাচনের স্থায়ী ব্যাধিতে পরিণত হওয়ার আগেই বিধানটি সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বিদায় সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদ আলী

বর্ণবাদ ও যুদ্ধবিরোধী এক মানবতাবাদীর প্রয়াণ

এ মুহূর্তে বক্সিংয়ে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন কে? খুব কমসংখ্যক ক্রীড়াপ্রেমীই হয়তো দিতে পারবেন এ প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু গত শতকের ছয় আর সাতের দশকে যে কাউকে এই প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হতো না। বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে বড় অক্ষরে লিখে রাখা নামটি মোহাম্মদ আলী—এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার ফিনিক্স-এরিয়া হাসপাতালে মারা যান তিনি। অসাধারণ জনপ্রিয় ছিল রিংয়ে তাঁর মৌমাছি-নৃত্য। দুজন মুষ্টিযোদ্ধা হিংস্র চেহারা নিয়ে একে অন্যের দিকে ছুটে যাচ্ছেন, চোখেমুখে বন্য আক্রোশ—এই পরিচিত চেহারা থেকে মুষ্টিযুদ্ধকে নান্দনিক রূপ দিয়েছেন মোহাম্মদ আলী।

আলীর আরেকটি পরিচয় ছিল তাঁর হুলফোটানো মুখের কথায়। প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে নানা ধরনের উক্তি করে প্রতিযোগিতার আগেই একটি মানসিক যুদ্ধের আবহ তৈরি করে রাখতেন তিনি। অলিম্পিক-শ্রেষ্ঠ হওয়ার পর যখন তিনি হেভিওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের তকমার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২২ বছর। ১৯৬৪ সালে প্রবল প্রতাপশালী মুষ্টিযোদ্ধা সনি লিস্টনকে পরাজিত করে তিনি পান বিজয়ীর মুকুট।

এর তিন বছর পর ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশ নেওয়ার নির্দেশ এলে তিনি তা পালন করেননি, ফলে তাঁর খেতাব কেড়ে নেওয়া হয়। এ সময় তিন বছর তিনি আর পেশাদারি মুষ্টিযুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। এ সময় সারা বিশ্বের মানবাধিকারকর্মীরা আলীর পাশে এসে দাঁড়ান। বর্ণবাদবিরোধী এবং নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামেও তাঁর ভূমিকা ছিল উদ্দীপকের।

১৯৭৪ সালে জর্জ ফোরম্যানকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হন তিনি। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ সফরে আসার আগে স্পিংসের কাছে টাইটেল হারান। এরপর আরও একবার তিনি চ্যাম্পিয়ন হন। বয়স যখন তাঁর ক্ষিপ্রতা কেড়ে নিতে শুরু করে তখন তিনিও সরতে থাকেন মুষ্টিযুদ্ধ থেকে। কিন্তু অবসরের পরও মানুষের মনে ছিল তাঁর অক্ষয় অবস্থান।

শুধু বাংলাদেশই নয়, সারা পৃথিবীর মানুষই আলীতে মুগ্ধ। বাংলাদেশিদের কাছে তিনি অতি আপন একজন। ভক্তদের কাছে সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদ আলী। বিদায় আলী। বিদায় সর্বকালের সেরা ক্রীড়াবিদ।

বাজেটে সাধারণ মানুষ কতটা লাভবান হবে?

অ র্থ নী তি

আনু মুহাম্মদ

আজ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপিত হচ্ছে। বাজেটের সময় হয়েছে—তা জনগণ বুঝতে পারে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। বাজেটের সময় ঘনিয়ে এলেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ার খবর আসতে থাকে, নতুন নতুন করের খবরে এই দাম বাড়ে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বাজেট শেষ করার তাড়াহুড়ায় অপচয় হয়, বাজার চাঙা হয়। অর্থবছরের শেষ মাস জুন থাকায় এই সময়ে বৃষ্টি হয়, খানাখন্দে ভরা শহরে পানি জমে, তাড়াহুড়া করে সব প্রকল্প শেষ করতে অপচয় ও দুর্নীতির মহোৎসব শুরু হয় চারদিকে। জুনের মধ্যে বিল তোলার তাড়ায় খোঁড়াখুঁড়ি ভয়ংকর আকার ধারণ করে। অতিষ্ঠ মানুষের জীবন আরও বিপর্যস্ত হয়।

পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়াসহ হাতে গোনা কয়েকটি দেশ জুলাই-জুন অর্থবছর ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, ভারত, ইরান, যুক্তরাজ্য, নেপালসহ বাকি সবাই নিজ দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অর্থবছর নির্ধারণ করেছে। আগেও বলেছি, এখনো বলি, বাংলাদেশের অর্থবছর জুলাই-জুন রাখার কোনো যুক্তি নেই, এটি অবিলম্বে বদলানো দরকার। বাংলাদেশের জন্য অর্থবছর হতে পারে জানুয়ারি-ডিসেম্বর অথবা বৈশাখ-চৈত্র ধরে এপ্রিল-মার্চ। অর্থবছর বদলালেই অর্থনীতি বদলাবে না তা ঠিক, কিন্তু তা যৌক্তিক হবে, অপচয়-দুর্নীতির সুযোগ কিছু কমবে, মানুষের ভোগান্তিও কিছু কমবে।

যাহোক, এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে প্রতিবছরের মতো এই অর্থবছরেও আগের বছরের তুলনায় বাজেটের আকার বাড়বে। অনেক খাতেই বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে। বয়স বাড়ার মতোই অর্থনীতির আকার বাড়ছে, সুতরাং বাজেটের অঙ্কও বাড়বে এটা স্বাভাবিক। তাই আগের বছরের তুলনায় বড় বলে বাজেট যেমন বিরাট সাফল্যের স্মারক নয়, তেমনি তাকে অস্বাভাবিক বা উচ্চাভিলাষী বলার কিছু নেই। সরকারি দলিলপত্রে অর্থনীতির আকার যতটুকু দেখানো হয়, বাস্তবে অর্থনীতি আরও বড়। কেননা, দেশে হিসাববহির্ভূত অর্থনৈতিক তৎপরতা বহুবিধ। গৃহশ্রম, শিশুশ্রম, মজুরিবিহীন শ্রম থেকে অর্থনীতিতে যা যোগ হয় তা হিসাবের আওতায় আনার জন্য জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো সবাই সচেষ্ট আছে। কিন্তু দেশের অদৃশ্য, গোপন বা ‘কালো’ নামে অভিহিত, যার বড় অংশ আসলে চোরাই অর্থনীতি, হিসাবের আওতার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। এই অর্থনীতির সঙ্গে ক্ষমতাবান লোকজন জড়িত বলে তার মুখোশ সরানো কঠিন। এসব তৎপরতা যত হিসাবের মধ্যে আসবে, তত অর্থনীতির প্রকৃত চেহারা স্পষ্ট হবে। আসলে প্রশ্নটা বাজেটের আকার নিয়ে যতটা না, তার থেকে বেশি হওয়া উচিত তার গতি-প্রকৃতি নিয়ে। শুধু বরাদ্দের দিকে নয়, নজর দেওয়া দরকার তার গুণগত মানের দিকে।

এর মধ্যে মাথাপিছু আয় নিম্নমধ্যম আয়ের কাতারে নিয়ে গেছে বাংলাদেশকে। কয়েক বছর ধরেই অনেকগুলো অনুকূল উপাদান অর্থনীতির পরিমাণগত বিকাশে সহায়তা করেছে। এগুলোর মধ্যে কয়েক বছর ধরে জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক দাম কম থাকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হওয়া অন্যতম। শেষ বছরেও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ভালো ছিল, প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি শতকরা ১০ ভাগের ওপরে ছিল। প্রবাসী আয়প্রবাহ অব্যাহত থাকায় এখন বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে।

> জনগণ এই ঋণের বোঝা কেন বহন করবে, যদি তা তার জীবনে সমৃদ্ধি না আনে? কেন বাড়তি করের বোঝা গ্রহণ করবে, যদি তা শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত না করে?

কৃষিজমি কমলেও উৎপাদন বেড়েছে। সবার গড় আয় বেড়েছে। তবে তার সুবিধা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কতটা পেয়েছে এবং সামনের বাজেটে পাবে সেটাই এক বড় প্রশ্ন।

বাংলাদেশের অর্থনীতি যাঁদের শ্রমে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁরা হলেন প্রধানত কৃষক ও কৃষিশ্রমিক, গার্মেন্টসহ বিভিন্ন কারখানা ও অশিল্প শ্রমিক এবং লক্ষাধিক প্রবাসী শ্রমিক। লক্ষ করলে দেখা যাবে যাঁদের অবদান অর্থনীতিতে বেশি, তাঁরাই রাষ্ট্রের অমনোযোগ ও বৈরিতার শিকার। কৃষকেরা বিশাল উৎপাদন করেও দাম না পাওয়ার অনিশ্চয়তায় দিশাহীন। গার্মেন্ট শ্রমিকদের প্রায়ই দেখা যায় বকেয়া মজুরির জন্য রাস্তায় নামতে, রানা প্লাজা ধসের তিন বছর পরও নিহত-আহত শ্রমিকদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ ও কর্মসংস্থানের নিষ্পত্তি হয়নি। আর প্রবাসী শ্রমিক? হিসাবে দেখা যায়, গত ১৫ বছরে প্রায় ২৫ হাজার লাশ এসেছে দেশে। প্রবাসী শ্রমিক হওয়ার পথে গিয়ে দাসশ্রমে আটকে গেছেন অনেকে, সমুদ্রে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছেন, দেশে ও বিদেশে জালিয়াতদের পাল্লায় পড়ে কতজন সর্বস্বান্ত হয়েছেন, তার হিসাব নেই। এখনো দেশের ভেতর জাতীয় ন্যূনতম মজুরির অভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন কঠিন অনিশ্চয়তা ও দারিদ্র্যের মধ্যে আটকে আছে।

দেশে জিডিপির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধিসহ সম্পদের বৃদ্ধি সত্ত্বেও শিক্ষা খাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে ১৬১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৫৫তম, স্বাস্থ্য খাতে ১৯০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৮৯তম। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান সবার নিচে। জিডিপির এখনো শতকরা ২ ভাগের কম ব্যয় করে বাংলাদেশ। গত দেড় দশকে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। ১০ বছর আগে যেখানে বাজেটের শতকরা ১৫ দশমিক ৯ ভাগ ছিল, চলতি অর্থবছরে তা কমে হয়েছে ১১ দশমিক ৬ ভাগ। পাশাপাশি প্রাথমিকসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্দশা, শিক্ষকের অভাব, শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন প্রাপ্তির অধিকার অর্জনের জন্য বছরের পর বছর আন্দোলন করতে হচ্ছে। পাসের উচ্চহার শিক্ষার মান নিম্নগামী করেছে।

যাহোক, সর্বজনের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশুদ্ধ পানি, পরিবেশসম্মত জ্বালানি ও নিরবচ্ছিন্ন সুলভ বিদ্যুৎ প্রাপ্তির জন্য জাতীয় সক্ষমতার বিকাশে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকলেও অন্য অনেক ক্ষেত্রে অযৌক্তিক মাত্রায় ব্যয় বৃদ্ধিতে বরাদ্দের অভাব হচ্ছে না। এ বছর অনেকগুলো বৃহৎ প্রকল্প বরাদ্দ আরও বৃহৎ হয়েছে। ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে যে মজুরি ও নির্মাণসামগ্রীর দাম সবচেয়ে নিচের দিকে থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে সেতু ও সড়ক নির্মাণে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় বিশ্বে সর্বাধিক। সরকারের খুবই আগ্রহের ফ্লাইওভার নির্মাণেও একই চিত্র। ভারত, চীন, মালয়েশিয়ায় ফ্লাইওভারে কিলোমিটারপ্রতি ব্যয় যেখানে ৪০ থেকে ৬০ কোটি টাকা, বাংলাদেশে সেখানে তা ১৩০ থেকে ৩১৬ কোটি টাকা। গত বছর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ বিভিন্ন বৃহৎ প্রকল্পে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা।

শুধু তাই নয়, অর্থকরী খাতে নৈরাজ্য, দুর্নীতি, অর্থ পাচার অভাবিত মাত্রা নিয়েছে গত কয়েক বছরেই। শেয়ারবাজার, বেসিক ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদিতে অপরাধীদের যথাযথভাবে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বা উদ্যোগহীনতার অভিজ্ঞতার ওপরই অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটে বাংলাদেশ ব্যাংকে। দেশি-বিদেশি দুর্বৃত্তরা জাল বিছিয়ে বাংলাদেশকে কীভাবে অরক্ষিত করে ফেলেছে তার সাক্ষাৎ প্রমাণ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অর্থ চুরির ঘটনা। দেশের অর্থনীতির কেন্দ্র হিসেবে যে প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে সুরক্ষিত থাকার কথা, সেটি হলো বাংলাদেশ ব্যাংক। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে ছিদ্র তৈরি করা হয়েছে তার খবর ফিলিপাইনের পত্রিকায় বের না হলে বাংলাদেশের মানুষ আদৌ জানত কি না সন্দেহ আছে। ফিলিপাইনের পত্রিকায় এই খবর প্রকাশেরও অনেক পরে সরকারের উদ্বেগ দেখা যায়। ঘটনার প্রায় দেড় মাস পরে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়।

বৃহৎ প্রকল্পে ব্যয়ের লাগামহীন বৃদ্ধি, আর্থিক খাত থেকে অভাবনীয় মাত্রায় লুণ্ঠন ও পাচার অব্যাহত থাকার কারণেই সরকারকে আরও বেশি বেশি আয়ের উৎস খুঁজতে হচ্ছে। যেহেতু চোরাই কোটিপতিদের থেকে কর আদায়ে সরকার অনিচ্ছুক বা অপারগ, সেহেতু সহজ পথ জনগণের ঘাড়ে বোঝা চাপানো। সে জন্যই জ্বালানি তেলের দাম কমানো হয়নি, সে জন্যই ভ্যাট অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে বিস্তৃতভাবে। আর তাই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমলেও সামনের বছরে বাংলাদেশের মানুষকে ঘরভাড়া, গাড়িভাড়া, গ্যাস, বিদ্যুতের দাম বেশি দিতে হবে। জিনিসপত্র কিনতে হবে আরও বেশি দামে।

আমাদের সব সময় মনে রাখা দরকার যে সরকারের কোনো টাকা নেই, দেশের সম্পদ বা অর্থের মালিকও সরকার নয়, এর সবই দেশের নাগরিকদের, সর্বজনের। সরকার শুধু ব্যবস্থাপক মাত্র। বছরের বাজেটের আয় তৈরি হয় জনগণের অর্থ দিয়েই। ঘাটতি তৈরি হলে সেটা মেটানো হয় দেশি-বিদেশি ঋণ দিয়ে। যা আবার জনগণকেই শোধ করতে হয় নানাভাবে। সামনের বাজেটে ঋণের বোঝা অনেক বাড়বে। জনগণ এই ঋণের বোঝা কেন বহন করবে, যদি তা তার জীবনের সমৃদ্ধি না আনে? কেন বাড়তি করের বোঝা গ্রহণ করবে, যদি তা শিক্ষা, চিকিৎসা ও নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত না করে?

জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে উচ্ছ্বাসে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় ঢাকা পড়ে যায়। বাজেট আলোচনায় এবারও জিডিপি প্রবৃদ্ধিই কেন্দ্রে থাকবে হয়তো। কিন্তু এ রকম আলোচনায় এই সত্যটি আড়াল হয় যে শুধু জিডিপির প্রবৃদ্ধির হিসাব দিয়ে প্রকৃত উন্নয়ন ও জনগণের জীবনের গুণগত মান পরিমাপ করা যায় না। সিপিডির বিশ্লেষণে যথার্থই দেখানো হয়েছে যে বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধরন প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি নিশ্চিত করতে পারছে না। তা ছাড়া এটি কাণ্ডজ্ঞানের বিষয় যে প্রবৃদ্ধিই শেষ কথা নয়, কী কাজ করে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি, কৃষিজমি নষ্ট করে ইটখোলা বা চিংড়িঘের, জলাভূমি ভরাট করে বহুতল ভবন, নদী দখল করে বাণিজ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসাকে ক্রমান্বয়ে আরও বেশি বেশি বাণিজ্যিকীকরণ, গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি দেশকে ঝুঁকির মুখে ফেলে ও ঋণগ্রস্ত করে রূপপুর বা বাঁশখালী দেশধ্বংসী প্রকল্পসহ বড় বড় প্রকল্প—এর সবই জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়াতে পারে।

কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এগুলো জনগণের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন করে। এগুলো আবার চোরাই টাকার আয়তনও বাড়ায়। দখলদারি অর্থনীতি, আতঙ্কের সমাজ, আর সন্ত্রাসের রাজনীতি সবই পুষ্ট হয় উন্নয়নের এই ধারায়।

● **আনু মুহাম্মদ: অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।**
anu@juniv.edu/anujuniv@gmail.com

স্বাগত মাহে রমজান

ধ র্ম

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

হিজরি চান্দ্রবর্ষের নবম মাসের আরবি নাম রমাদান। ফারসি, উর্দু, হিন্দি ও বাংলা উচ্চারণে এটি হয় রমজান। রমাদান বা রমজান শব্দের অর্থ হলো প্রচণ্ড গরম, সূর্যের খরতাপে পাথর উত্তপ্ত হওয়া, সূর্যতাপে উত্তপ্ত বালু বা মরুভূমি, মাটির তাপে পায়ে ফোসকা পড়ে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, ঝলসে যাওয়া, কাবাব বানানো, ঘাম ঝরানো, চর্বি গলানো, জ্বর, তাপ ইত্যাদি। রমজানে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় রোজাদারের পেটে আগুন জ্বলে; পাপতাপ পুড়ে ছাই হয়ে রোজাদার নিষ্পাপ হয়ে যায়; তাই এ মাসের নাম রমজান। (লিসানুল আরব)।

রমজানের পূর্বপ্রস্তুতি

হজরত উম্মে সালমা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করিম (সা.) বলেন, ‘রজব আল্লাহর মাস, শাবান আমার মাস, রমজান আমার উম্মতের মাস।’ হজরত আয়িশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করেন, ‘রাসুল (সা.) বলেছেন, যারা রজব মাসে ভূমি কর্ষণ করল না, শাবান মাসে বীজ বপন করল না, তারা রমজান মাসে (ইবাদত ও পুণ্যের) ফসল তুলতে পারবে না।’ নবীজি (সা.) সাধারণত রজব মাসে ১০টি নফল রোজা রাখতেন, শাবান মাসে ২০টি নফল রোজা রাখতেন; যাতে রমজানে ৩০টি রোজা অনায়াসে রাখা যায়। রজব ও শাবান মাসে নবী করিম (সা.) বেশি বেশি নফল নামাজ পড়তেন। নবী-পত্নী উম্মুল মুমিনীনগণ বলেন, রজব মাস এলে আমরা বুঝতে পারতাম নবীজি (সা.)-এর ইবাদত-বন্দেগির আধিক্য দেখে।

রাসুল (সা.) বলেন : ‘যে ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে সওয়াবের নিয়তে রমজান মাসে রোজা রাখবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’ ‘যে ব্যক্তি ইমানের সহিত সওয়াবের নিয়তে রমজান মাসে তারাবির নামাজ পড়বে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’ ‘যে ব্যক্তি ইমানের সহিত সওয়াবের নিয়তে শবে কদরে ইবাদত করবে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’ (বুখারি ও মুসলিম)।

রমজানে ওষুধ সেবন

রমজানের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি অন্যতম। রোজা পালন ও তারাবির নামাজ আদায়ের জন্য এই উভয় প্রকার প্রস্তুতি খুবই প্রয়োজনীয়। যাঁরা নিয়মিত বিভিন্ন ওষুধ সেবন করেন, তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ গ্রহণের সময়সূচি নির্ধারণ করে নেবেন। যাঁদের শারীরিক ব্যায়াম বা হাঁটাহাঁটি করতে হয়, তাঁদেরও সেই উপযুক্ত সময় নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

রমজানে প্রয়োজন হালাল ও পুষ্টিকর খাবার

রমজানে হালাল খাদ্যের আয়োজন করতে হবে; ভারসাম্যপূর্ণ পুষ্টিকর খাবারের বিষয়টিও লক্ষ রাখতে হবে। ইফতার ও সেহরির সুন্নত পালন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি যত্নবান থাকতে হবে, যাতে ইবাদতের অসুবিধা না হয়। ইবাদতের

অনুকূল ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ সুন্নতি লেবাসের প্রতি মনোযোগী হতে হবে।

স্বাগত রমজান

রাসুল (সা.) বলেন, ‘তোমরা রমজানের জন্য শাবানের চাঁদের হিসাব রাখো।’ (মুসলিম)। নবী করিম (সা.) এভাবে রমজানকে স্বাগত জানাতেন : ‘হে আল্লাহ! রজব ও শাবান মাস আমাদের জন্য বরকতময় করুন এবং রমজান আমাদের নসিব করুন।’ (বুখারি)।

রমজানের চাঁদ দেখা

হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন : ‘তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা ছাড়ো (ঈদ করো)।’ (বুখারি ও মুসলিম)। তাই চাঁদ দেখা সুন্নত; এটি ইবাদতের প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসার প্রতীক। নতুন চাঁদকে হিলাল বলে। প্রথম তিন দিনে হিলাল বা নতুন চাঁদ দেখলে এই দোয়া পড়া সুন্নত : ‘আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ইমান, ওয়াছ ছালামাতি ওয়াল ইসলাম, রাব্বি ওয়া রাব্বুকাল্লাহ; হিলালু রুশদিন ওয়া খায়র।’ অর্থ : ‘হে আল্লাহ! এই মাসকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা, ইমান, প্রশান্তি ও ইসলাম সহযোগে আনয়ন করুন; আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ। এই মাস সুপথ ও কল্যাণের।’ (তিরমিজি, হাদিস : ৩৪৫১, মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৪০০, রিয়াদুস সালেহীন : ১২৩৬)।

রমজানে ইবাদতের প্রস্তুতি

পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ অতি অবশ্যই মসজিদে জামাতে পড়ার চেষ্টা করতে হবে। তারাবির নামাজ জামাতে পড়ার জন্য যথাসময়ে মসজিদে যাওয়ার পূর্বপ্রস্তুতি থাকতে হবে। খতমে তারাবি পড়া সবচেয়ে উত্তম। ইবাদতের সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে কাজকর্মের রুটিন পরিবর্তন করে পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। রমজানের পাঁচটি সুন্নত পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে। যথা : (১) সেহরি খাওয়া, (২) ইফতার করা, (৩) তারাবির নামাজ পড়া, (৪) কোরআন তিলাওয়াত করা, (৫) ইতিকাফ করা। যাঁরা কোরআন তিলাওয়াত জানেন না, তাঁরা শেখার চেষ্টা করবেন। যাঁরা তিলাওয়াত জানেন, তাঁরা শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করবেন। যাঁরা বিশুদ্ধ তিলাওয়াত জানেন, তাঁরা অর্থ বোঝার চেষ্টা করবেন। যাঁরা তরজমা জানেন, তাঁরা তাফসির অধ্যয়ন করবেন। সাহাবায়ে কেরাম সাধারণত প্রতি সপ্তাহে এক খতম (পূর্ণ কোরআন করিম তিলাওয়াত সম্পন্নকরণ) করতেন—এভাবে প্রতি মাসে অন্তত চার খতম হয়ে যেত। আবার সেই সব সাহাবাই দীর্ঘ এক যুগ ধরে মাত্র একটি সুরা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন।

রমজানের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নত হলো ইতিকাফ। রমজানের শেষ দশক ইতিকাফ করা সুন্নতে মুআক্কাহ কিফায়া। এর কম সময় ইতিকাফ করলে তা নফল হিসেবেই গণ্য হবে। পুরুষেরা মসজিদে ইতিকাফ করবেন। নারীরাও নিজ নিজ ঘরে নির্দিষ্ট কক্ষে ইতিকাফ করতে পারবেন। রমজানের বিশেষ তিনটি আমল হলো : (১) কম খাওয়া, (২) কম ঘুমানো, (৩) কম কথা বলা। হারাম থেকে বেঁচে থাকা; চোখের হেফাজত করা, কানের হেফাজত করা, জবানের হেফাজত করা।

রমজানের লক্ষ্য হাসিলের চেষ্টা করা

রমজান হলো তাকওয়া অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের মাস। তাকওয়া অর্জনই রমজানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন : ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি; আশা করা যায় যে তোমরা তাকওয়া অর্জন করবে।’ (সুরা বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াত)। আল্লাহ চান তাঁর বান্দা তাঁর গুণাবলি অর্জন করে সেই গুণে গুণান্বিত হোক। আল্লাহ তাআলা কোরআন মজিদে বলেন : ‘আল্লাহর রং! আর আল্লাহর রং অপেক্ষা চমৎকার কোনো রং হতে পারে?’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৩৮)। হাদিস শরিফে আছে : ‘তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।’ (মুসলিম)। যেহেতু মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি, তাই তাকে খেলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্য হতে হলে অবশ্যই সেসব গুণাবলি অর্জন করতে হবে।

আল্লাহর রং বা গুণ কী? তা হলো আল্লাহ তাআলার ৯৯টি গুণবাচক নাম। এ প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে এসেছে : ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার ৯৯টি নাম রয়েছে, যারা এগুলো আত্মস্থ করবে; তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ (মুসলিম ও তিরমিজি)। মহান আল্লাহর নামাবলি আত্মস্থ বা ধারণ করার অর্থ হলো সেগুলোর ভাব ও গুণ অর্জন করা এবং সেসব গুণা ও বৈশিষ্ট্য নিজের কাজকর্মে, আচরণে প্রকাশ করা তথা নিজেকে সেসব গুণের আধার বা অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা। রমজান হলো তাকওয়ার প্রশিক্ষণ। লক্ষ্য হলো রমজানের বাইরের বাকি এগারো মাস রমজানের মতো পালন করার সামর্থ্য অর্জন করা, দেহকে হারাম খাদ্য গ্রহণ ও হারাম কর্ম থেকে বিরত রাখা এবং মনকে অপবিত্র চিন্তাভাবনা, হারাম কল্পনা ও পরিকল্পনা থেকে পবিত্র রাখা।

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী: যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি, সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম।**
smusmangonee@gmail.com

কানাকানি-টানাটানি

এ সো নী প ব নে

আবুল হায়াত

অতিসম্প্রতি কান নিয়ে দেশে বেশ একটু কানাকানি এবং টানাটানি হয়ে গেল। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এবং দৈনিক পত্রিকায়।

প্রথমেই বলি, যে কান নিয়ে কানাকানি হয়েছে, সেই কান কিন্তু এ কান নয়। অর্থাৎ এটা মানব শরীরের অঙ্গ ‘কান’ নয়। এটা ফরাসি দেশের একটি শহর যার নাম ‘কান’ (Cannes), যেখানে প্রতিবছর মে মাসে একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর চলচ্চিত্র নির্মাতা দেশগুলো এতে প্রতিনিধিত্ব করে। চলচ্চিত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনা-সমালোচনা শেষে দেওয়া হয় পুরস্কার। বর্তমানে এই কান হয়ে উঠেছে চলচ্চিত্র বাণিজ্যের প্রধান লেনদেনের ক্ষেত্র। তাই প্রায় সবাই চায় এখানে তার চিত্রটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে, সে মনোনীত হয়েই হোক বা অমনোনীতভাবেই হোক।

১৯৩৯ সালে এই উৎসবের প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন ফ্রান্সের তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতিমন্ত্রী জঁ জে (Jean Zay)। বিশেষ করে ডেনিস চলচ্চিত্র উৎসবকে টেক্কা দেওয়ার জন্য। শুরু করা হয়েছিল তখনই, কিন্তু রাশিয়া ও কিছু দেশের বয়কটের কারণে সেবার প্রদর্শিত হয় মাত্র একটি চলচ্চিত্র। তারপরই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে উৎসব স্থগিত থাকে ১৯৪৬ পর্যন্ত। অবশেষে ১৯৪৬-এর ২০ সেপ্টেম্বর নতুন উদ্যোগে শুরু করে এ পর্যন্ত এসেছে এ সম্মানজনক উৎসবটি। অবশ্য ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালে এ উৎসব হয়নি। তবে এরপর থেকে প্রতিবছর মে মাসে অনুষ্ঠিত হয় কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব।

আমাদের দেশে ‘কানাকানি’ কেন হলো ‘কান’ নিয়ে? দুটো ছবি এ বছর গেছে এ উৎসবে। কোনোটাই প্রতিযোগিতায় নয়, বাণিজ্যিক কারণেই পাঠানো হয়েছে। একেবারে বাণিজ্যিকই-বা কীভাবে বলি। এখানে নিশ্চয়ই ভাবনা ছিল যে, দেখো, আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়েও আমরা চিন্তা-চেতনার জগতে দীনহীন নই।

দুটির একটি ছবি নিয়েই এখানকার কিছু নির্মাতার মধ্যে বেশ কানাকানি লক্ষ করা গেছে। তাতে অবশ্য চলচ্চিত্রটির প্রযোজক-নির্মাতাই লাভবান হলেন। কারণ, কানাকানির ফলে এ দেশের দর্শকের মধ্যে একধরনের ঔৎসুক্য জেগেছে, তাঁরা দেখতে চান, ছবিটিতে কী আছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা দুটো ছবিরই সাফল্য কামনা করেন।

এবার যে কান নিয়ে বলব, সেটা আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। ক্ষতির কাজটি আমরা এটির দ্বারাই করে থাকি। শোনা ছাড়াও দুই কান কিন্তু মানুষের মাথার ভারসাম্যও রক্ষা করে। কানে সমস্যা হলে ভার্টিগো রোগে আক্রান্ত হতে পারেন যে কেউ।

কান তিন অংশে বিভক্ত—বহিরাংশ, মধ্যম অংশ ও অন্তরাংশ। একটা শব্দ বহিরাংশ দিয়ে প্রবেশ করে সুড়ঙ্গে। সুড়ঙ্গের শেষে মধ্যমাংশ রয়েছে ইয়ার-ড্রাম, সেখানে গিয়ে ধাক্কা মেরে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। সেখান থেকে ভেতরের অঙ্গনে নানান কার্যকরণের পর খবর যায় মগজে। আমরা শুনতে পাই তখন।

যাঁরা কান খোঁচাখুঁচি করেন, তাঁদের কানের ড্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। ক্রমেই ভার্টিগোর অবস্থা হতে পারে (ভুল হলে ডাক্তার সাহেবদের কাছে অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থী)।

তো এই কান সামাজিক দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, কান থেকে কানকথা, কানাকানি, কানকাটা, কানমলা, কানে ধরা, কানের পোকা খসানো ইত্যাদি। কান সম্পর্কে এ দেশে নির্লজ্জ মানুষের জন্য খুবই সুন্দর একটি প্রবচন রয়েছে। সবাই জানেন নিশ্চয়, ‘এক কান কাটা যায় রাস্তার এক পাশ দিয়ে। আর দুই কান কাটা হাঁটে রাস্তার মাঝ বরাবর।’ তবে জাতীয় জীবনে এখন গুরুত্ব পেয়েছে একটি শব্দ, কানধরা। গোটা জাতির কান আজ লজ্জায় লাল। তারা কান ধরে ক্ষমা চাইছে একজন শিক্ষকের কাছে। কারণ কী?

> এই কানধরা সংস্কৃতির উৎপত্তি কোথায় জানেন কি? আমি যতদূর জেনেছি, এটা এসেছে প্রাচীন গ্রিক সাম্রাজ্য থেকে। সেই যুগে কেউ যদি কারও নামে বিচারকের কাছে নালিশ জানাত, তৎক্ষণাৎ তার কাছে পাঠানো হতো শমন

কারণ এত দিন জানা ছিল শিক্ষক ছাত্রকে কান ধরাবেন, দীক্ষা দেবেন, জ্ঞানের আলো বিতরণ করবেন। আজ কিনা তাঁকেই ধরানো হলো কান! ধিক!

আচ্ছা, এই কানধরা সংস্কৃতির উৎপত্তি কোথায় জানেন কি? আমি যতদূর জেনেছি, এটা এসেছে প্রাচীন গ্রিক সাম্রাজ্য থেকে। সেই যুগে কেউ যদি কারও নামে বিচারকের কাছে নালিশ জানাত, তৎক্ষণাৎ তার কাছে পাঠানো হতো শমন। শমনে সেই ব্যক্তি উপস্থিত না হলে নির্দেশ দেওয়া হতো, ‘কান ধরে টেনে নিয়ে এসো।’ তারপর বিচারে শাস্তি হলে অভিযোগকারীকে দিয়ে অপরাধীর কান মলে দেওয়া হতো।

তো এই শাস্তি ছড়িয়েছে গোটা পৃথিবীতেই। কেন জানি না প্রধানত শিক্ষকেরাই এর এস্তেমাল করেন ছাত্রদের ওপর। এটাই রেওয়াজ, অন্তত এ দেশে।

আমাদের মোখলেস স্যারও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের ড্রইং টিচার মোখলেস মিঞা। অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল একজন শিক্ষক। হাসি ছাড়া তাঁকে কেউ কখনো দেখেছে কি না সন্দেহ। তিনি ‘কাব’ টিচারও ছিলেন আমাদের। কখনো হঠাৎ আমরা দুষ্টুমি করলে তিনি পড়ানো থামিয়ে বলতেন, ‘রেডি ফর শাস্তি।’ অর্থাৎ শাস্তি পেতে হবে গোটা ক্লাসকে। আমরা সবাই খাতা-পেনসিল সরিয়ে হাত দুটো রাখতাম টেবিলের ওপর।

স্যার বলতেন, ‘ওয়ান।’

আমরা দলবদ্ধভাবে বলতাম, ‘লজ্জা পেয়েছি।’ সঙ্গে সঙ্গে ধরতে হতো দুকানও। আবার স্যার বলতেন, ‘টু।’

আমরা দিতাম চিৎকার, ‘ক্ষমা চাই’। হাত দুটো নেমে আসত টেবিলে। আমাদের অপরাধের মাত্রা হিসাব করেই স্যার নির্ধারণ করতেন এ প্রক্রিয়া চলবে কতক্ষণ।

ওই শিক্ষককে হেনস্তাকারী এমপি মহোদয়কে আজ গোটা জাতি দলবদ্ধভাবে বলছে, ‘ও-য়া-ন।’

সাড়া দেবেন কি তিনি?

মনে হয়, না। কারণ সরকার বলছে, তারা আর কান খোঁচাবে না। ভার্টিগোর আশঙ্কায়!

● **আবুল হায়াত : নাট্যব্যক্তিত্ব।**

চি ঠি প ত্র

‘ফ্রি’ ভিসার কষ্ট

১৬ মে সকালে কাতারপ্রবাসী এক বাংলাদেশির সঙ্গে দেখা হয়। তিনি চাকরির খোঁজে বাংলাদেশি এক ব্যক্তির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে এসেছেন। নাম রুবেল (ছদ্মনাম)। গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলায়। প্রায় সাত লাখ টাকা খরচ করে দালালের মাধ্যমে ‘ফ্রি’ ভিসায় কাতারে এসেছেন। কাতারে এসেছেন ১০ দিন হয়ে গেল। কিন্তু এখনো চাকরি মেলেনি।

কাতারে কেউ এলে প্রথম অবস্থায় কোনো কোনো জায়গায় চাকরি পেলেও ১০০০ থেকে ১৫০০ রিয়ালের বেশি কেউ বেতন দেয় না। অনেক ক্ষেত্রে ১০০০ রিয়াল বেতনের চাকরি খুঁজে পেতে অনেক কষ্ট হয়।

রুবেলকে বললাম, ‘এত টাকা খরচ করে বিদেশ না এসে দেশে ব্যবসা করলেই পারতেন।’ তাঁর সোজা উত্তর, ‘দেশে ব্যবসা করতে চাইলে কেউ টাকা ধার দেয় না। বিদেশের কথা শুনলে সবাই টাকা দেয়।’

অথচ কাতার, বিশেষ করে বিদেশের যেকোনো দেশ এখন আর আগের মতো নেই। ‘ফ্রি’ ভিসায় এসে দুই-তিন মাস বেকার থাকার নজিরও আছে। যদি আত্মীয়স্বজন বা কোনো যোগসূত্র থাকে, তাহলে ভালো কথা। নাহয় দালাল টাকা নিয়ে এখানে আপনার চাকরির দায়িত্ব নেবে না। দোহায় এ রকম শত শত বাংলাদেশি আছেন, যাঁরা পাঁচ থেকে সাত লাখ টাকা খরচ করে বিদেশ এসেছেন। এসে এখন বুঝতে পারছেন, বিদেশ কী জিনিস? এ রকম অনেকজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, যাঁরা লাখ লাখ টাকা খরচ করে এসেও চাকরি নামের সোনার হরিণের দেখা পান না। সুতরাং আশা করছি, যাঁরা ‘ফ্রি’ ভিসায় কাতারে আসেন, তাঁরা আসার আগে দেশ থেকে একটু ভালোভাবে খোঁজখবর নেবেন।

সাদিক খান
ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, দোহা, কাতার

সম্পাদক : মতিউর রহমান; ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ; মুদ্রণ ও পরিবেশনা : দার আল শার্‌ক (ফরেন পাবলিকেশন্স), পোস্ট বক্স : ৩৪৮৮, ডি রিং রোড (লুলু হাইপারমার্কেটের পাশে), দোহা, কাতার
Editor: Matiur Rahman; Printed & Distributed by: Dar Al Sharq (Foreign Publications), P O Box: 3488, D Ring Road (Next to Lulu Hypermarket), Doha, Qatar, Phone: +974 44650 600, Fax: +974 44657198, Email: editorfp@daralsharq.net

‘ফ্রি’ ভিসা : প্রতারণার নিষ্ঠুর ফাঁদ

কাতারে জীবন যেমন

আবদুল্লাহ আল মামুন

ভাগ্যের অন্বেষণে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমাচ্ছেন লাখ লাখ বাংলাদেশি। তবে বিদেশ পাড়ি দিতে গিয়ে ভিসা-প্রতারণার শিকার হচ্ছেন অনেকে। উচ্চমূল্যে ভিসা কিনতে গিয়ে অনেকে আবার ভিটেবাড়ি বিক্রি করে নিঃস্ব হচ্ছেন। বিদেশে যাওয়ার উত্তেজনায় সঠিক খবরাখবর নিতে ভুলে যান। ফলে সহজেই মানুষ প্রতারণার ফাঁদে পড়েন।

কয়েক দিন আগে কাতারে ভিসা প্রতারণার শিকার কয়েকজন বাংলাদেশি তরুণের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁরা ঢাকার একটি ট্রাভেল এজেন্সির কাছ থেকে ভিসা কিনেছিলেন। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে কাতারে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রথমে তাঁদের কাছ থেকে দেড় লাখ টাকা করে নেওয়া হয়। কিন্তু টাকা দেওয়ার পর মাস পেরিয়ে গেলেও তাঁদের কাতারের টিকিট মেলে না। অবশেষে টিকিট পাওয়ার পর কাতার যাওয়ার আগে আরও দেড় লাখ টাকা করে দাবি করে ট্রাভেল এজেন্ট। ভিসার জন্য এত টাকা ব্যয় করে কাতারে এসে চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে ওঁরা।

কাতার আসার তিন সপ্তাহ পর লেবাননের একটি কোম্পানিতে রাজমিস্ত্রি হিসেবে ওই তরুণেরা কাজ পান। কিন্তু তিন মাস পার হয়ে গেলেও তাঁদের পরিচয়পত্র (আইডি) কার্ড মেলে না। আর আইডি কার্ড না থাকাতে কোম্পানি তাঁদের বেতন দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে বেতনের জন্য মামলা করার কথা বললে কোম্পানি বকেয়া বেতন দিয়ে দেয়। কিন্তু এরপর যা ঘটেছে তার জন্য এই তরুণদের কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁদের ভিসার মেয়াদ শেষ। তাই এখন দেশে ফিরে যেতে হবে। তিন লাখ টাকা খরচ করে কাতারে এসে এমন বিপাকে পড়বে, তাঁরা এমনটি কেউই ভাবেননি।

ওয়ার্ক ভিসা দিয়ে ওই তরুণদের কাতারে পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হলেও ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে চেক-ইন করতে আসার পরই তাঁরা জানতে পারেন আসলে এক মাসের বিজনেস ভিসা নিয়েই তাঁরা কাতার যাচ্ছেন। তখন বাড়ি যে ফিরে যাবেন, সেই পথও আর খোলা ছিল না। বিমানবন্দরে তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হয়, কাতারে আসার পর খুব সহসা দুই বছরের ওয়ার্ক ভিসা দেওয়া হবে। কিন্তু মাস গড়িয়ে গেলেও কাতারের বাংলাদেশি যে দালাল দোহা বিমানবন্দরে এসেছিলেন তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না।

অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে ওই তিন যুবক কাতারের বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম বিভাগে অভিযোগ করেন। দূতাবাসের কর্মকর্তারা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ত্বরিত ব্যবস্থা নেন। বাংলাদেশি দালালকে দূতাবাসে ডেকে এনে ওই তিন যুবকের পাওনা মিটিয়ে দিতে চাপ দেন তাঁরা। পরবর্তী সময়ে দূতাবাস ওঁদের দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য বহির্গমন অনুমতি (এক্সিট পারমিট) ব্যবস্থা করে। পাশাপাশি তাঁদের কিছু আর্থিক সহযোগিতাও করে দূতাবাস। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো তো বাংলাদেশ দূতাবাস প্রবাসীদের সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট আন্তরিক নয় বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে কাতারের বাংলাদেশ দূতাবাস এখন মনে হচ্ছে কিছুটা ব্যতিক্রম।

জানা যায়, ভিসার দালাল চক্র বিজনেস ভিসাকে ফটোশপের কারুকাজ দিয়ে ওয়ার্ক ভিসাতে রূপান্তরিত করে ক্লিয়ারেন্সের জন্য বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। ভিসা নম্বর দিয়ে কাতারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে গিয়ে কোনো ভিসা আসল কি নকল তা খুব সহজেই যাচাই করা যায়। কিন্তু পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে বাংলাদেশের শ্রম, কর্মসংস্থান ও প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) ভিসা যাচাই-বাছাই করতে পারছে না বলে জানা যায়। ফলে ভুয়া ভিসা নিয়ে হাজার হাজার মানুষ লোভী দালালদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে। অনেকে কাতারে আসার পর কাজ পাচ্ছেন না, অনেকের ক্ষেত্রে আবার প্রতিশ্রুত কোম্পানি কিংবা কফিলেরও দেখা মিলছে না। এসব কারণে অনেক বাংলাদেশি এখন কাতারের কারাগারে মুক্তির দিন গুনছেন। আশা করছি, এ ব্যাপারে বাংলাদেশের শ্রম মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান থেকে একজন শ্রমিক আসতে যে খরচ হয় তার তুলনায় একজন বাংলাদেশিকে বহুগুণ বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই ব্যয়ের পরিমাণ আড়াই থেকে ছয় লাখ টাকা পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। একাধিক মধ্যস্বত্বভোগীর চাহিদা পূরণ করতেই এত টাকা গুনতে হয় বাংলাদেশি কর্মীদের। ভিসার মাধ্যম যত বেশি হয় ভিসার দামও তত বেড়ে যায়।

> মূলত কাতারে দুভাবে ভিসা জোগাড় করা যায়, সরাসরি কোম্পানি থেকে কিংবা এজেন্ট দালালের মাধ্যমে। কোম্পানি সাধারণত বিনা মূল্যে ভিসা দিয়ে থাকে। কিন্তু কোম্পানি ভিসার ক্ষেত্রে যা হয় তা হলো, কোম্পানির ব্যবস্থাপক কিংবা ঠিকাদার যে ভিসা পান তা বিনা মূল্যের হলেও তাঁরা মুনাফার জন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট বা দালালের কাছে ওই ভিসা বিক্রি করে দেন। সেই ভিসা যখন বিভিন্ন হাত ঘুরে একজন শ্রমিকের হাতে আসে, তখন সেটার দাম সব মিলিয়ে ২০ থেকে ৩০ হাজার রিয়াল পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায়

মূলত কাতারে দুভাবে ভিসা জোগাড় করা যায়, সরাসরি কোম্পানি থেকে কিংবা এজেন্ট দালালের মাধ্যমে। কোম্পানি সাধারণত বিনা মূল্যে ভিসা দিয়ে থাকে। কিন্তু কোম্পানি ভিসার ক্ষেত্রে যা হয় তা হলো, কোম্পানির ব্যবস্থাপক কিংবা ঠিকাদার যে ভিসা পান তা বিনা মূল্যের হলেও তাঁরা মুনাফার জন্য কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট বা দালালের কাছে ওই ভিসা বিক্রি করে দেন। সেই ভিসা যখন বিভিন্ন হাত ঘুরে একজন শ্রমিকের হাতে আসে, তখন সেটার দাম সব মিলিয়ে ২০ থেকে ৩০ হাজার রিয়াল পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায়।

মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রপ্তানি হচ্ছে একটি লোভনীয় ব্যবসা। কাতারে বহু বাংলাদেশি কোম্পানি এখন জনশক্তি রপ্তানির ব্যবসা করছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে বড় বড় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের হাজার হাজার শ্রমিকের দরকার হয়। নিয়োগকারী কোম্পানিগুলো ভিসার জন্য এসব ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ (এইচআর) বিভাগে ধরনা দেয়। অনেক সময় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোভী এইচআর ম্যানেজার কিংবা কর্মচারী মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে ডিমান্ড লিস্টের ভিসাগুলো নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান বা দালালদের কাছে বিক্রি করে দেয়। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান তখন নিজেদের মুনাফা রেখে চড়া দামে ভিসা বিক্রি করে।

কাতারসহ অন্যান্য আরব দেশে প্রতারণার একটি অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে কথিত ফ্রি ভিসা। অনেকের কাছে ‘ফ্রি’ ভিসার মানে হচ্ছে চটজলদি অর্থ উপার্জনের উপায়। কিন্তু ‘ফ্রি’ ভিসা নামের এই সোনার হরিণ ধরতে না পেয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন অনেকে। ‘ফ্রি’ ভিসা বলতে যে কিছু নেই—এই বিষয়টি দেশ থেকে প্রবাসে পাড়ি দিতে ইচ্ছুক অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। বাংলাদেশি দালাল এবং ভিসা ব্যবসায়ীদের পাল্লায় পড়ে অনেক হতভাগা শ্রমিক পাচ্ছে না তাঁদের ন্যায্য মজুরি। কেউ কেউ দিন কাটাচ্ছেন অনাহারে-অর্ধাহারে।

ফ্রি ভিসা আসলেই কী, তা একটু বলা দরকার। কাতারে কেউ কাজ করতে আসতে চাইলে তাঁর একজন স্পনসর বা কফিলের দরকার হয়। সেই কফিল কোনো কোম্পানি কিংবা একজন ব্যক্তিও হতে পারেন। ‘ফ্রি’ ভিসার অর্থ হলো ভিসাধারীকে মালিকের বা স্পনসরের কাজ করতে হবে না। তিনি তাঁর ইচ্ছেমতো বাইরে কাজ করতে পারবেন।

কাতারের কোনো নাগরিক একজন কফিল বা স্পনসর সরকারের কাছ থেকে তাঁর কোম্পানি, বাড়ির বা বাগানের কাজ করার জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক মানুষ আনার অনুমতি পান। অনেকে তার মধ্যে কিছুসংখ্যক মানুষ দিয়ে নিজের কাজ চালিয়ে বাকি মানুষকে অর্থের বিনিময়ে বাইরে কাজ করার অনুমতি দেন। এভাবে মূলত কফিল কিছু টাকা আয় করলেও এ ধরনের কফিলের সংখ্যা খুব কম। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কফিলের লোভী কর্মচারীরা কফিলের অজান্তে ফ্রি ভিসার নামে টাকা কামিয়ে যাচ্ছেন। মনে রাখতে হবে, ফ্রি ভিসা নামের প্রক্রিয়াটি আইনগতভাবে বৈধ নয়। ধরা পড়লে কফিলের জরিমানা ২৮ হাজার আর কর্মচারীর ১২ হাজার রিয়াল। ফ্রি ভিসার নাম শুনে অনেকে প্রলুব্ধ হন এবং ভাবেন, এত টাকা খরচ করে বিদেশ এসেছি যখন, বাইরে বেশি বেশি কাজ করে খুব তাড়াতাড়ি ভালো কামাই করা যাবে। ফলে এ ধরনের ভিসার দাম অনেক বেশি। কিছু বাংলাদেশি ফ্রি ভিসায় কাজ করে সফল হলেও অনেকে চরম ব্যর্থ হয়ে হতাশায় ভুগছেন।

যেসব বাংলাদেশি রিক্রুটিং/ট্রাভেল এজেন্ট, ব্যবসায়ী বা মাধ্যম ভিসা নিয়ে কাজ করছে, তারা চাইলে ভিসার মূল্য অনেক কমানো যায়। এ জন্য প্রয়োজন একটু আন্তরিকতা, সহমর্মিতা এবং অত্যধিক লাভ করার মানসিকতা বর্জন। জনবল বাড়িয়ে বাংলাদেশের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এই বিষয়টির দিকে নজর দিলে মানুষের ভোগান্তি কমবে আর অনেক বেশি মানুষ প্রবাসে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

● **আবদুল্লাহ আল মামুন, চেয়ারম্যান, আইইবি-কাতার।**
boomerrung@gmail.com

ভিনদেশে এক বাংলাদেশির লড়াই

ভাগ্য বদলাতে কিশোর বয়সেই পাড়ি জমিয়েছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ায়। দালালদের প্রতারণা আর একটা মিথ্যা তথ্য ভিনদেশে বিভীষিকাময় করে তুলল জীবন। হলেন ফেরারি। কিন্তু হার মানলেন না নুরুল হক। সত্যের জয় কি হবে শেষ পর্যন্ত?

শরিফুল হাসান ●

মা-বাবা, ভাইবোনসহ আটজনের সংসারে চরম অনটন। ভাগ্য বদলাতে কিশোর বয়সেই বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। ঋণ করে সাড়ে সাত লাখ টাকা জোগাড় হলো। বুঝতে পারেননি দালালদের প্রতারণা। গিয়ে দেখলেন, কাজের বদলে টুরিস্ট (পর্যটন) ভিসায় পাঠানো হয়েছে। তিন মাস পরেই অবৈধ। মনে ভর করল পুলিশের ভয়।

এসবের মধ্যেই ঋণের টাকা তোলার জন্য কঠিন পরিশ্রম। ভুল তথ্যের ওপর নির্ভর করে একদিন সত্যি সত্যি পুলিশের অভিযান। ভয়ে দোতলা থেকে লাফ দিয়ে তিন বছর ধরে পঙ্গু। হাসপাতাল, অপারেশন, ডাক্তার আর ওষুধ নিয়েই এখন তাঁর জীবন। বিয়ে করেছেন। কিন্তু স্ত্রীকে কোনো দিন চোখে দেখেননি। এক যুগেও দেশে ফিরতে পারেননি। আদৌ কোনো দিন ফিরতে পারবেন কি না, তা-ও জানেন না তিনি। যেমন জানেন না, আর কোনো দিন স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারবেন কি না।

২৬ বছরের এক যুবকের এতটুকু জীবনেই যদি এত এত ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে সে লড়াইটা কতটা কঠিন হতে পারে? দীর্ঘ এক যুগ ধরে দক্ষিণ কোরিয়ায় সে লড়াই-ই করে চলেছেন বাংলাদেশের ছেলে নুরুল হক। যাঁর ডাকনাম শাহিন। যাঁরা জীবনে চরম কষ্টে হতাশ হয়ে পড়েন, তাঁরা নুরুল হকের সংগ্রামের কথা শুনে আশ্বস্ত হতে পারেন; শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করতে পারেন। কারণ, জীবনের এই চরম দুর্দিনেও যে নুরুল হক বলতে পারেন, ‘আমি শেষ দিনটি পর্যন্ত লড়াই করতে চাই।’ নুরুল হকের জীবনের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে *ডে বাই ডে* নামে একটি প্রামাণ্যচিত্রও। প্রামাণ্যচিত্রটির প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম ঢাকায়। তারপর, ঢাকা থেকে মুঠোফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা হলো। আলাপে উঠে এল প্রবাসে এক বাংলাদেশির অভাবনীয় সংগ্রামের গল্প।

দক্ষিণ কোরিয়ার একটি হাসপাতালে ভাগ্যবিড়ম্বিত নুরুল হক। ছবি : সংগৃহীত

ভাগ্য বদলাতে দক্ষিণ কোরিয়া

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলায় বাড়ি নুরুল হকের। বাবা দরজির কাজ করতেন। তিন ভাই, তিন বোন। সংসারে চরম অনটন। পরিবারের বড় ছেলে নুরুল হক সিদ্ধান্ত নিলেন বিদেশে যাবেন। ফোনের ওপাশ থেকে নুরুল হক বলেন, ‘সময়টা ২০০৪ সাল। আশপাশের গ্রামের অনেকেই তখন দক্ষিণ কোরিয়া যাচ্ছে। আমিও ঠিক করলাম কোরিয়া যাব। পরিবারও রাজি হলো। ধারদেনা করে সাড়ে সাত লাখ টাকা জোগাড় করলাম। ঢাকার এক দালালকে টাকা দিলাম যে বিদেশে লোক পাঠায়। ভিসা হলো, একদিন প্লেনের টিকিটও হলো। সবার কাছ থেকে বিদায় নিলাম নতুন স্বপ্নকে সাথে নিয়ে।’

১৪ বছরের কিশোর নুরুল হক তখনো জানে না সামনে তার জন্য কী সব দিন অপেক্ষা করছে!

কঠোর পরিশ্রমের জীবন

দক্ষিণ কোরিয়ার নামইয়াংজু শহরে গিয়ে পৌঁছালেন নুরুল হক। মুন্সিগঞ্জে তাঁর পরিচিত কিছু লোকও আছেন এই শহরে। কাজ পাওয়া গেল একটি প্লাস্টিকের কারখানায়। তবে তিনি কোরিয়া এসেই জানতে পারলেন, তাঁকে টুরিস্ট ভিসায় পাঠানো হয়েছে। তিন মাস পরেই অবৈধ হয়ে যাবেন। ধরা পড়লেই সমস্যা।

নুরুল হক আবারও বলতে শুরু করলেন, ‘প্লাস্টিকের কারখানায় কাজ করি। সন্ধ্যা থেকে সকাল। সব সময় লুকিয়ে কাজ করতে হবে। অমানুষিক পরিশ্রম। ভাষা জানি না। কাজও ভালো জানি না। মালিক বকে। খুব যন্ত্রণা। তবু বাবা-মা, ভাইবোন আর ঋণের কথা ভেবে পিছনে ফেরার উপায় নাই।’

কাজ করে চলেন নুরুল হক। মাসে ৪৫ হাজার টাকা আয়। নিজে কোনোমতে কষ্ট করে বাড়িতে প্রতি মাসে ৩০-৩৫ হাজার টাকা পাঠাতে লাগলেন। প্রায় এক বছর চলল এভাবে। এরপর—নুরুলের ভাষায়, ‘পরপর দুই মাসের বেতন দিতে পারল না মালিক। বাধ্য হয়ে কাজ ছেড়ে দিলাম। কারণ, বেতন না পেলে চলব কীভাবে?’

এরপর শুরু হলো রোজকার শ্রমিক হিসেবে কাঠের আসবাবের এক দোকানে কাজ। কিন্তু কাজটা যে ভালো করে জানেন না নুরুল। সিদ্ধান্ত নিলেন, আগে কাজটাই শিখবেন।

ভাগ্য বদলাতে শুরু করল

২০০৬ সাল। কাঠের আসবাবে বিশেষ নকশার কাজটা ভালোই শিখলেন নুরুল। মাসে তখন ৮০-৯০ হাজার টাকার মতো আয় হয়। কোরিয়ান ভাষাটাও তত দিনে রপ্ত করেছেন। এরপর জই ফার্নিচার নামের আরেক জায়গা থেকে কাজের ডাক এল। বেতন বাংলাদেশি টাকায় লাখ খানেক। ২০০৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত এভাবেই কাজ করে যেতে লাগলেন। নানা জায়গা থেকে কাজের ডাক আসতে লাগল।

নুরুল হক বলেন, ‘একদিন ফাসকো নামের এক কারখানায় যোগ দিলাম। আস্তে আস্তে ধার শোধ হতে লাগল। বোনের বিয়ে দিলাম। বাড়িঘরের অবস্থা বদলাল। আমি নিজেও বিয়ে করলাম। তবে বিয়েটা হলো ফোনে ফোনে। বউ মুন্সিগঞ্জেই থাকে। আমি বউকে বললাম, লেখাপড়া শেষ করে অনার্স পাস করো। আমি দেশে চলে আসব।’

ফাসকোর মালিক একদিন জানালেন, তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। কারখানাটি আর চালাতে পারছেন না।

নুরুল হক বলে যান, ‘এই কারখানা বন্ধের পর আরেক জায়গায় কাজ নিলাম। কিন্তু সেখানে প্রচণ্ড কষ্ট। বেতন কম। মালিক খারাপ ব্যবহার করেন। ছেড়ে দিলাম। আবারও শুরু হলো দিনমজুরের কাজ।’

২০১৩ সালের ১ অক্টোবর। দোতলা কারখানার ওপরে কাজ করছেন নুরুল হক। বাকিটা শুনুন তাঁর কাছ থেকে।

‘ওই দিনের কথা কোনো দিন ভুলব না। হঠাৎ সাদাপোশাকে তিনজন পুলিশ এল। তাদের দুজন ছাদে উঠে এল। “সন্ত্রাসী” বলেই আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার তখন হুঁশ নাই। কি করব? ধরা পড়লে জীবন শেষ। ভয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে গা-ঝাড়া দিলাম। দিলাম দৌড়।’

নুরুল হক যেন জীবন থেকেই ছিটকে পড়লেন।

তাঁর ভাষায়, ‘ছাদ থেকে পড়ে গেলাম নিচে। দুই পায়ের গোড়ালি ভেঙে গেল। আমি আর উঠে দাঁড়াতে পারি না। সে কী যন্ত্রণা! আমার বন্ধুরা এল। পুলিশ এল। অ্যাম্বুলেন্স আনা হলো। নেওয়া হলো হাসপাতালে। একদিন পরই অপারেশন। আমি আর দাঁড়াতে পারি না। দিন যায়, সময় যায়। হুইলচেয়ারে করে চলতে হয়। এক বছর পর আবার অপারেশন। এরপর ক্রাচ দিয়ে একটু পায়ে ভর দিতে পারি। কিন্তু হাঁটতে গেলেই যত ক্লান্তি।’

এভাবেই চলতে লাগল নামইয়াংজু থেকে সিউল মেডিকেল সেন্টারে যাওয়া-আসা। ডাক্তার, হাসপাতাল, ওষুধ নিয়েই জীবন।

নুরুল হকের ভাষায়, ‘সেই যে পড়লাম আর উঠতে পারছি না।’

ভুল তথ্যে অভিযান, অনুতপ্ত পুলিশ

নুরুল হক বলেন, ‘আমি কোথাও কোনো অপরাধ করি নাই। সব সময় নামাজ পড়তাম। পাঞ্জাবি পরতাম। শত্রুতাবশত কোনো এক বাংলাদেশি পুলিশের কাছে তথ্য দিয়েছিল যে আমি সন্ত্রাসী। কোরিয়ার মানুষ মিথ্যা বলে না। তাই পুলিশ কোনো যাচাই-বাছাই না করেই বিশ্বাস করেছিল।’

তবে অভিযানের পরপরই অভিবাসন পুলিশ বুঝতে পারে, তাদের ভুল হয়ে গেছে। নুরুল হক জানান, ‘হাসপাতালে পুলিশের কয়েকজন বড় কর্মকর্তা আমাকে দেখতে আসেন। তাঁদের একজন বলেন, ‘তোমার যা ক্ষতি হয়ে গেছে, তা তো ফিরে আসবে না। তবে তুমি যত দিন চাও, কোরিয়ায় থাকতে পারবে। আমরা তোমাকে কখনো ফেরত পাঠাব না।’

নুরুল হক বলেন, ‘হাসপাতালে আমার চিকিৎসার জন্য ৭০-৮০ লাখ টাকা খরচ হয়েছে। পুরোটাই কোরিয়া দিচ্ছে। কিন্তু আমার নিজের ওষুধ, থাকা খাওয়াদাওয়াসহ নানা কাজে ২০-২৫ লাখ টাকা ঋণ হয়ে গেছে। এত কিছুর বিনিময়েও তো আমি সুস্থ হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। ভাই, যদি কেউ কোটি টাকাও দেয়, আর বলে তোমার পা নিয়া নেব, আপনি কি রাজি হবেন?’

তবু আশাবাদী

নুরুল হকের ঘটনাটি আমরা জানতে চেয়েছিলাম দক্ষিণ কোরিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (শ্রম) জাহিদুল ইসলাম ভুইয়ার কাছে।

তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, ‘নুরুল হকের ঘটনাটি দুঃখজনক। এ বিষয়ে দূতাবাসের কাছে কোনো সহযোগিতা চাইলে আমরা করব। আমরা এ বিষয়ে আরও খোঁজখবর নিচ্ছি।’

এই এক যুগে জীবনের অনেক রূপ দেখে ফেলেছেন নুরুল হক। তাঁর পঙ্গু হয়ে যাওয়ার খবরে পুরো পরিবার মুষড়ে পড়েছে। এত কষ্টের মধ্যেও স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে যাননি। নুরুল চান না পত্রিকায় তাঁর স্ত্রী বা পরিবারের কারও নাম আসুক।

নুরুল হক বলছিলেন, ‘আমি তো এক যুগেও দেশে ফিরতে পারিনি। যখন ভেবেছিলাম দেশে যাব, তখন তো দুর্ঘটনাই ঘটে গেল। আমার স্ত্রী আমাকে খুব সাহস দেয়। আমার অনেক কষ্ট। তবু আমি জীবন নিয়ে আশাবাদী। সত্যের জয় হবেই। নিশ্চয়ই একদিন সবকিছু ঠিক হবে।’

গুণীজন কহেন

“ টাকাপয়সার গন্ধই সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি।
এলিজাবেথ টেইলর
(১৯৩২-২০১১)
ব্রিটিশ-আমেরিকান অভিনয়শিল্পী

“ কম্পিউটার আমাকে দাবা খেলায় হারাতে পারে, কিন্তু কিক বক্সিংয়ে?
ইমো ফিলিপস
(১৯৫৬)
মার্কিন কৌতুক অভিনেতা

“ সুযোগ যদি দরজায় কড়া না নাড়ে তাহলে নিজেই একটি দরজা তৈরি করুন।
মিল্টন বার্লে
(১৯০৮-২০০২)
মার্কিন অভিনয়শিল্পী

“ ব্যয় করার মতো মানুষের হাতে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হচ্ছে সময়
থিওফ্রেটাস (গ্রিক দার্শনিক)

শব্দভেদ

১	২	৩		৪		৫	
৬							
		৭	৮			৯	
১০	১১		১২		১৩		
	১৪	১৫					১৬
১৭				১৮			
		১৯	২০				
২১						২২	

বাঁ থেকে ডানে: ১. উপবিষ্ট। ৪. সারিবাঁধা। ৬. উড়োজাহাজ। ৭. শাসিত, নিগৃহীত। ৯. মান্য ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা। ১০. পত্নী। ১২. নমনের যোগ্য। ১৪. সংঘ। ১৭. প্রকার, প্রণালি। ১৮. উত্তমরূপে পরিকল্পিত বা রচিত। ১৯. বিয়ের সময় বরের সহযাত্রী হয় এবং পাশে থাকে এমন বালক। ২১. স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না এমন বর্ণ। ২২. ভবিষ্যৎ।

ওপর থেকে নিচে: ১. উদয়, প্রকাশ। ২. চৌহদ্দি। ৩. স্বামীর বোন। ৪. উৎকৃষ্টতম। ৫. আশীর্বাদসহ আশ্বাস বা অভয় দান। ৮. বিনীত প্রার্থনা। ১১. ছাই রং। ১৩. ব্রিটিশ শাসনামলের ইউরোপীয় নীল চাষকারী। ১৫. দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশক ক্ষীণ শব্দসমূহ। ১৬. শতায়ু। ১৭. গণনীয়, বিবেচ্য। ১৮. স্বর্ণ। ২০. তোমার শব্দের কাব্যরূপ।

তৈরি করেছেন : **মেসবাহ খান**, রাজপাট, মাগুরা।

গত সংখ্যার সমাধান

অ	নি	মে	ষ		পা	ঠি	কা
নু		হ		দৈ	নি	ক	
ম	নো	মা	লি	ন্য		ঠা	ট্টা
তি		ন	খ		মূ	ক	
	হ		ন	ক	ল		
আ	র	ম্ভ		ব	ধ		বা
প	দ		পা	ল	ন	ক	র্তা
স	ম	ত	ল			ণা	

বেসিক আলী

শাহরিয়ার

আপনার রাশি

কাজী এস হোসেন

যাঁরা এই সাত দিনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের জন্য বিশেষ শুভ সংখ্যা—৫ ও ৬। শুভরত্ন—পান্না ও মুক্তো। শুভ রং—সবুজ, বাদামি ও মেজেন্টা। এবার জেনে নেওয়া যাক বারোটি রাশিতে এ সপ্তাহের পূর্বাভাস :

মেষ (২১ মার্চ-২০ এপ্রিল)
এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। নতুন কাজে হাত দেওয়ার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। প্রিয়জনের ব্যাপারে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

বৃষ (২১ এপ্রিল-২১ মে)
ব্যবসায়িক লেনদেনে আপনার স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকবে। বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সুযোগ ফিরে আসতে পারে। ফেসবুকে কারও সঙ্গে প্রেমের সূচনা হতে পারে। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন।

মিথুন (২২ মে-২১ জুন)
ব্যবসায়িক ভ্রমণ ফলপ্রসূ হতে পারে। এ সপ্তাহে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করছে। জমিজমাসংক্রান্ত পারিবারিক বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে।

কর্কট (২২ জুন-২২ জুলাই)
এ সপ্তাহে চাকরিতে বেতনবৈষম্য দূর হতে পারে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হতে পারে। ফেসবুকে কারও সঙ্গে প্রেমের সূচনা হতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ। সৃজনশীল কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন।

সিংহ (২৩ জুলাই-২৩ আগস্ট)
বিদেশযাত্রায় প্রবাসী আত্মীয়ের সহায়তা পেতে পারেন। এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। পাওনা আদায় হবে। প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গে আকস্মিকভাবে সাক্ষাৎ ঘটতে পারে।

কন্যা (২৪ আগস্ট-২৩ সেপ্টেম্বর)
ব্যবসায়ে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। এ সপ্তাহে সার্বিকভাবে আপনার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে কারও কারও বৃত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বিদেশ থেকে সুখবর পেতে পারেন।

তুলা (২৪ সেপ্টেম্বর-২৩ অক্টোবর)
মামলা-মোকদ্দমা কিংবা কোনো আইনি সমস্যার সমাধান হতে পারে। প্রবাসী আত্মীয়ের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন। এ সপ্তাহে অতিথি আপ্যায়নে ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। যাবতীয় কেনাকাটা শুভ।

বৃশ্চিক (২৪ অক্টোবর-২২ নভেম্বর)
ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের জন্য সপ্তাহজুড়েই সুসময় বিরাজ করবে। পাওনা আদায়ের জন্য সপ্তাহের শুরু থেকেই উদ্যোগ নিন। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি পাবেন। কর্মস্থলে আপনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে।

ধনু (২৩ নভেম্বর-২১ ডিসেম্বর)
ব্যবসায়ে নতুন বিনিয়োগ আশার সঞ্চার করছে। এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে। পারিবারিক দ্বন্দ্বের অবসান হবে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য এখন সুসময় বিরাজ করবে।

মকর (২২ ডিসেম্বর-২০ জানুয়ারি)
এ সপ্তাহে কেউ কেউ চাকরি পরিবর্তনে আগ্রহী হতে পারেন। যৌথ বিনিয়োগ শুভ। আপনি একজন সংগীতশিল্পী হয়ে থাকলে এ সপ্তাহে এ ক্ষেত্রে সম্মাননা পেতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সাড়া পাবেন।

কুম্ভ (২১ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি)
নতুন ব্যবসায়ে হাত দেওয়ার জন্য সপ্তাহের শেষ দুই দিন বিশেষ শুভ। এ সপ্তাহে আকস্মিকভাবে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। কর্মস্থলে আপনার ওপর বসের সুনজর পড়তে পারে। দূরের যাত্রায় সতর্ক থাকুন।

মীন (১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ)
এ সপ্তাহে হঠাৎ করেই হাতে টাকাপয়সা চলে আসতে পারে। যেকোনো চুক্তি সম্পাদনের জন্য সপ্তাহের শেষ দুই দিন বিশেষ শুভ। এ সপ্তাহে বাড়িতে বিশিষ্ট মেহমানের আগমন ঘটতে পারে। দূরের যাত্রা শুভ।

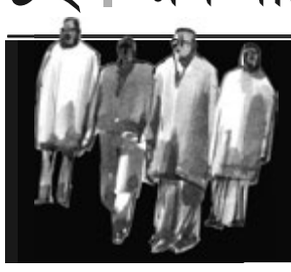

জোছনা ও জননীর গল্প

কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদ (১৯৪৮-২০১২) জয় করেছিলেন লাখো পাঠকের মন। প্রবাসী পাঠকদের জন্য ধারাবাহিকভাবে ছাপা হচ্ছে তাঁর অসম্ভব জনপ্রিয় একটি উপন্যাস

পর্ব : ১৪

আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি। আমার মুরুব্বি কেউ ঢাকায় নেই। আপনি আমার সঙ্গে গার্জিয়ান হিসেবে যাবেন।
ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বললেন, অবশ্যই অবশ্যই।
অবশ্যই অবশ্যই বলা তাঁর মুদ্রাদোষ। কোনো কথা না শুনেই তিনি বলেন অবশ্যই অবশ্যই। ইউনিভার্সিটিতে তাঁর নাম ছিল 'অবশ্যই স্যার'।
নাইমুল বলল, স্যার, আপনি কি আমার কথা মন দিয়ে শুনেছেন?
কোন কথার ব্যাপারে জানতে চাচ্ছ?
এই যে আমি বললাম, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি, আপনি আমার গার্জিয়ান।
অবশ্যই মন দিয়ে শুনেছি। এবং তোমাকে একটা সত্যি কথা বলি— এখন তোমাকে আমি চিনেছি। তুমি যখন বললে নাম নাইমুল, তখনো চিনতে পারিনি। এখন তোমার কথা বলার ধরন থেকে চিনেছি। তুমি তো কনমওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়েছ?
জি স্যার। এবারডিন ইউনিভার্সিটিতে আমার প্লেসমেন্ট হয়েছে শুধুমাত্র আপনার একটা চিঠির কারণে।
ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিস্মিত হয়ে বললেন, চিঠি কখন লিখলাম?
চা খেতে খেতে নাইমুল স্যারের সঙ্গে গল্প শুরু করল। গল্প করার সময় সাধারণত মুখোমুখি বসা হয়।
ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর বিচিত্র স্বভাবের একটি হচ্ছে, তিনি তার ছাত্রদের সঙ্গে গল্প করার সময় তাদের নিজের বাঁ পাশে বসান।
এবং বেশিরভাগ সময় তাঁর বাঁ হাত ছাত্রের পিঠের উপর রাখেন। নাইমুলের ধারণা— স্যার মুখ দেখেন না বলেই ছাত্রদের কখনোই চিনতে পারেন না। তবে যেকোনো ছাত্রের পিঠে হাদ দিয়ে তিনি নাম বলতে পারবেন।
স্যার, আমি একটা বিশেষ দিনে বিয়ে করছি। সেটা কি বুঝতে পারছেন?
বিশেষ দিনটা কী?
আজ সাতই মার্চ।
সাতই মার্চ বিশেষ দিন কেন?
স্যার, আপনি নিজে একটু চিন্তা করে বলুন তো সাতই মার্চ কেন বিশেষ দিন।
ধীরেন্দ্রনাথ রায় ভুরু কুঁচকে সামান্য চিন্তার ভেতর দিয়ে গেলেন। নাইমুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, সাত হলো একটা প্রাইম নাম্বার। মৌলিক সংখ্যা। মার্চ মানে তিন। তিন আরেকটা প্রাইম নাম্বার। এই জন্যেই দিনটা বিশেষ দিন। হয়েছে?
হয়নি স্যার। আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিবেন।
হয়তো ইতিমধ্যে দিয়েও ফেলেছেন। স্বাধীনতার ঘোষণা? বলো কী? ইন্টারেস্ট্রিয় তো!
যদিও তিনি যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে বললেন, ইন্টারেস্ট্রিং তো, নাইমুল জানে তিনি মোটেই ইন্টারেস্টেড পাচ্ছেন না।
এই মানুষটার কাছে পদার্থবিদ্যার যেকোনো সমস্যা জাগতিক সমস্যার চেয়ে অনেক বেশি ইন্টারেস্ট্রিং।
নাইমুল বলল, দেশ, রাজনীতি— এইসব নিয়ে আপনি কি কখনোই কিছু ভাবেন না?
কে বলল ভবি না? ভাবি তো। প্রায়াই ভাবি।
মোটেও ভাবেন না। আপনার সমস্ত ভুবন জুড়ে আছে কোয়ন্টাম বলবিদ্যা। আপনি এর বাইরে কোনো কিছু নিয়েই ভাবেন না।
সেটা কি দোষের?
জি স্যার দোষের। আপনি দেশ বা রাজনীতির বাইরে কেউ না। আপনি সিস্টেমের ভেতর আছেন।
ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী শান্ত গলায় বললেন, নাইমুল, তোমার কথার কাউন্টার লজিক কিন্তু আছে। সবার কাজ কিন্তু ভাগ করা। একদল মানুষ যুদ্ধ করবেন, তারা যোদ্ধা। একদল রাজনীতি করবেন। তারা সেটা বুঝেন। অর্থনীতিবিদরো দেশের অর্থনীতি নিয়ে ভাববেন। আমি কোয়ান্টাম বলবিদ্যার লোক, আমি সেটা নিয়ে ভাবব। তুমি যে সিস্টেমের কতা বললে— এসো সেই সিস্টেম সম্পর্কে বলি। সিস্টেম কী?
সিস্টেম হলো, Observable part of an experiment. একগ্লাস পানিতে আমি এক চামচ সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে দিলাম। এখন আমার সিস্টেম হলো, গ্লাসে রাখা লবণের দ্রবণ। তর্কের খাতিরে ধরে নেই এটা একটা Closed System.
ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রবল আগ্রহে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। তাঁর বক্তৃতার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, তিনি একগাদা ছাত্রছাত্রীর সামনে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অতি জটিল কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করছেন। নাইমুল এক ফাঁকে ঘড়ি দেখল। হাতে সময় আছে। স্যারকে মনের আনন্দে আরো কিছুক্ষণ কথা বলার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। এই মানুষটার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। সবাই হয় ইন্ডিয়া কিংবা আমেরিকায় চলে গেছে। এই মানুষটা ওয়ারির তিন কামরার ছোট্ট বাড়ি কামড়ে পড়ে আছে। তাঁর একটাই কথা— নিজের বাড়ি-ঘর দেশ ছেড়ে আমি যাব কোথায়? আমি কেন ইন্ডিয়াতে যাব? আমার জন্ম হয়েছে এই দেশে। দেশ ছেড়ে চলে যাব? আমি কি দেশের এত বড় কুসন্তান?
ধীন্দ্রেনাথ রায় চৌধুরী তাঁর বিখ্যাত ভোকসওয়াগন গাড়ি বের করলেন। নাইমুল বলল, রিকশায় করে গেলে কেমন হয় স্যার?
রিকশায় করে যাবে কেন? আজ তোমার বিয়ে।
আপনার সঙ্গে গাড়িতে করে যেতে ভয় লাগে স্যার। আপনি নিজের মনে গাড়ি চালান। রাস্তার দিকে তাকান না।
ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিস্মিত হয়ে বললেন, নাইমুল, আমার সম্পর্কে তোমাদের ভুল ধারণা আছে। আমি অত্যন্ত সাবধানী চালক। এখন পর্যন্ত আমি গাড়িতে কোনো একসিডেন্ট করিনি।
গাড়িতে একসিডেন্ট করেননি, তাঁর কারণ কিন্তু স্যার আপনার ড্রাইভিং না।
তাহলে কী?
আপনি গাড়ি নিয়ে কখনো বের হন না। ঘরেই থাকেন। আমি নিশ্চিত, আপনি গত তিন মাসে আজ প্রথম গাড়ি বের করেছেন।
ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বিরক্ত গলায় বললেন, তুমি তর্ক-প্রিয় হয়ে যাচ্ছ। তর্ক ভালো জিনিস না।

গাড়িতে উঠেই তাঁর বিরক্তি অতি দ্রুত কেটে গেল। তিনি গভীর আগ্রহে Kaluza-klein theory সম্পর্কে বলতে লাগলেন। নাইমুল, মন দিয়ে শোন কী বলি— Kaluza তাঁর পেপার পাঠালেন আইনস্টাইনের কাছে। তারিখটা মনে রাখ— এপ্রিলের একুশ, সনটা খেয়াল করো— উনিশ শ উনিশ। Kaluza সেই পেপারে পাঁচটা ডাইমেনশনের কথা প্রথম বললেন। এর আগে আইনস্টাইন চারটা ডাইমেনশনের কথা বলেছিলেন। Kaluza কী করলেন—ডাইমেনশন একটা বাড়ালেন। আইনস্টাইন বলেছিলেন— না, পেপার গ্রহণযোগ্য না।
নাইমুল বলল, স্যার, আপনি রাস্তার দিকে তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন না। আমার দিকে তাকিয়ে চালাচ্ছেন।
আমি ঠিকই গাড়ি চালাচ্ছি— তুমি মন দিয়ে শোন কী বলছি। অক্টোবরের ১৪ তারিখ উনিশ শ' একুশ সনে ঠিক দু'বছর পর আইনস্টাইন তাঁর মত বদলালেন। তিনি Kaluza-র পেপার একসেপ্ট করলেন। অরিজিনাল সেই পেপার আমি জোগাড় করেছি। পেপারটা জার্মান ভাষায়। আমার এখন দরকার ভালো জার্মান জানা লোক। তোমার খোঁজে কি জার্মান জানা লোক আছে?
নাইমুলের মজা লাগছে। কী অদ্ভুত মানুষ! জগতের কোনো কিছুর সঙ্গেই এই মানুষটির যোগ নেই। রাস্তায় জনসেঁত। অদ্ভুত অদ্ভুত স্লোগান হচ্ছে—
ইয়াহিয়া ভুট্টো দুই ভাই
এক দড়িতে ফাঁসি চাই\
ইয়াহিয়ার চামড়া
তুলে নিব আমরা।
বীর বাালি অস্ত্র ধরো
ইয়াহিয়াকে খতম করো\
অথচ ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর দৃষ্টি একবারও সেদিকে যাচ্ছে না। তাঁর জগৎ Kaluza-র পঞ্চম ডাইমেনশনে আটকে গেছে।
নাইমুল!
জি স্যার।
তুমি সত্যি সত্যি একা বিয়ে করতে যাচ্ছ—এটা খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা। একা তো যাচ্ছি না। আপনিও যাচ্ছেন। আমি আমার দুজন আত্মীয়কেও খবর দিয়েছি, তারাও চলে আসবেন। সরাসরি মেয়ের বাড়িতে চলে যাবেন। তাহলে বরযাত্রীর মোট সংখ্যা দাঁড়াল চার। আরেকজন হলে ভালো হতো।
বালো হতো কেন স্যার? Kaluza সাহেবের থিওরিতে পাঁচটা ডাইমেনশন, আমার বিয়েতেও বরযাত্রী পাঁচজন এই কারণে?
ঠিক ধরেছ। তোমার বুদ্ধি ভালো। আমি তোমার বুদ্ধি দেখে খুশি হয়েছি।
ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ছাত্রের বুদ্ধিতে এতই খুশি হলেন যে গাড়ি নিয়ে রাস্তার পাশের নর্দমায় পড়ে গেলেন।
অনেক ঠেলাঠেলি করেও গাড়ি সেখান থেকে উঠানো গেল না। তিনি হতাশ গলায় ছাত্রকে বললেন, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি একটা রিকশা করে চলে যাও। আমাকে ঠিকানা দিয়ে যাও। আমি গাড়ি উঠানোর ব্যবস্থা করে চলে আসব।
নাইমুল বলল, আমি আপনাকে রেখে একা একা চলে যাব?
অবশ্যই যাবে। তুমি হচ্ছ বর। সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তোমার দেরি হলে সবাই দুশ্চিন্তা করবে। বিশেষ করে মেয়েটি। তুমি যাও তো। এটা তোমার প্রতি আমার আদেশ। ঠিকানাটা বলো, আমি মুখস্থ করে রাখি।
নাইমুল চলে যাবার পরপরই লোকজন মিলে ঠেলে তাঁর গাড়ি তুলে দিল।
ধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ছাত্রের দেয়া ঠিকানায় রওনা হলেন। তাঁকে নাইমুল বলেছে ১৮নং সোবাহানবাগ। কিন্তু তিনি চলে গেলেন চামেলীবাগে। অনেক রাত পর্যন্ত তিনি চামেলীবাগের আঠারো নম্বর দোতলা বাড়ি খুঁজতে লাগলেন। যে বাড়ির গেট হলুদ রঙের। বাড়ির সামনে দুটা কাঁঠাল গাছ আছে।
মরিয়ম কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না— তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার যেন কেমন লাগছে। গা হাত পা কাঁপছে। বুকে ধুকধুক শব্দ হচ্ছে। প্রচণ্ড পানির পিাসা হচ্ছে কিন্তু এক চুমুক পানি খেলেই পিপাসা চলে যাচ্ছে। পানি খেতে আর ভালো লাগছে না। কিছুক্ষণ পর আবার পিপাসা হচ্ছে। সে নিজের কপালে হাত দিল। গায়ে কি জ্বর আছে? জ্বরের সময় এরকম উল্টাপাল্টা লাগে। না জ্বর তো নেই। কপাল ঠাণ্ডা।
কী আশ্চর্য! বসার ঘরে যে লম্বা রোগা ছেলেটি বসে আছে, সে তার স্বামী। যাকে সে আগে কোনোদিন দেখেনি, যার সঙ্গে কোনো কথা হয়নি। মাত্র পনেরো মিনিট আগে থেকে সে তার জীবনের সবচে' ঘনিষ্ঠজন। বিয়ে নামক অদ্ভুত একটা ঘটনায় আজ রাত আটটা সাত মিনিট থেকে দু'জন শুধু দু'জনের।
মরিয়ম তার স্বামীকে এখনো ভালোমতো দেখেনি। দূর থেকে আবছাভাবে দেখেছে। তার খুবই ইচ্ছা করছে কাছ থেকে দেখতে। তার চোখ দুটা কেমন? বিড়াল-চোখা না তো? বিড়াল-চোখা মানুষের চোকের দিকে তাকিয়ে কথা বলা যায় না। কথা বললে মনে হয় বিড়ালের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। এই বুঝি মানুষটা মিঁউ করে উঠবে। তার কি জোড়া ভুরু? জোড়া ভুরুর মানুষ মরিয়মের খুব অপছন্দ। যার যা অপছন্দ তাই সে পায়। দেখা যাবে নামিুল নামের মানুষটার জোড়া ভুরু। আচ্ছা থাকুক জোড়া ভুরু। কপালে যা থাকে তাই তো হবে। বিয়ে হলো কপালের ব্যাপার।
একটু আগে তার সবচে' ছোটবোন মাফরুহা এসে বলল, বুবু, তোমার বর খুব সুন্দর। মরিয়মের ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করে— তোর দুলাইভায়ের জোড়া ভুরু না-কি? চট করে দেখে আয় তো। লজ্জায় প্রশ্নটা সে করতে পারেনি।
মাফরুহা বলল, দুলাভাই কিন্তু রাতে থাকবে না। এখনই চলে যাবে।
মরিয়মের বুক ধক করে উঠল। সে এখনো দেখলই না, তার আগেই চলে যাবে? এমন ঘটনা কি এর আগে কখনো ঘটেছে— বর এসে বিয়ে করেই উধাও হয়ে গেছে? মরিয়মের মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে অবশ্যি অবহেলার ভঙ্গিতে বলল, চলে গেলে চলে যাবে। আমার কী? যাবে কখন?
দুলাভাইয়ের ছোট চাচা তো এক্ষুণি চলে যাবেন বলছেন। উনি নারায়ণগঞ্জ থাকেন। অনেক দূর যেতে হবে। তাঁর সঙ্গে দুলাভাইও চলে যাবেন কি না বুঝতে পারছি না। দুলাভাই কিছু বলছেন না।
মরিয়ম বলল, দুলাভাই দুলাভাই করছিস কেন? শুনতে বিশ্রী লাগছে। চেনা নেই, জানা নেই একটা মানুষ।
কথাটা মরিয়মের মনের কথা না। ছোট বোনের মুখে দুলাভাই ডাকটা শুনতে তার খুবই ভালো লাগছে। কী সুন্দর টেনে টেনে বলছে—'দু ু ু ু লা ভাই'।
মাফু, দেখ তো আমাকে কি বিয়ের শাড়িতে মানিয়েছে? (ছোট বোনকে মরিয়ম আদর করে মাফু ডাকে)
মাফরুহা বলল, তোমাকে খুবই সুন্দর লাগছে।
খোঁজ নিয়ে আয় তো ওরা সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে কি-না। ওরা চলে গেলে মা যে এত রান্নাবান্না করেছেন সেগুলি কে খাবে? মাসুমা সন্ধ্যা থেকে চুলার পাড়ে বসে আছে। তার কষ্ট হচ্ছে না?
মাফরুহা খোঁজ নিতে গেল। মরিয়ম দাঁড়ালো আয়নার সামনে। সে আগেও কয়েকবার দাঁড়িয়েছে। প্রতিবারই নিজেকে সুন্দর লেগেছে। এখন মনে হয় একটু বেশি সুন্দর লাগছে। অথচ খুবই সাধারণ শাড়ি। 'ওরা' নিয়ে এসেছে। সবুজ রঙের শাড়ি। ভাগ্যিস কড়া সবুজ না। গ্রামের মেয়েরাই শুধু কটকটে কড়া রঙের সবুজ শাড়ি পরে। শাড়ি যত সাধারণই হোক মরিয়ম ঠিক করে রেখেছে, এই শাড়ি সে খুব যত্ন করে রাখবে। প্রতিবছর ৭ মার্চ বিয়ের দিনে এই শাড়ি সে পরবে। তার মেয়েরা বড় হলে মায়ের বিয়ের শাড়ি দেখতে চাইবে। মেয়েদের কেউ একজন হয়তো বলবে, তোমার বিয়ের শাড়ি এত সস্তা কেন মা? এ তো সত্যি ক্ষেত শাড়ি। পরলে মনে হবে ধানক্ষেত।
তখন মরিয়ম বলবে, আমাদের খুব তাড়াহুড়ার বিয়ে হয়েছিল। দেশজুড়ে তখন অশান্তি। তোর বাবার হাতে কোনো টাকা-পয়সা নেই। সে তার দূরসম্পর্কের এক চাচা এবং এক ফুফাকে নিয়ে এসেছিল। সন্ধ্যাবেলা বাসায় এসেছে, তখনো আমি জানি না যে আমার বিয়ে।
মা, তোমার বিয়েতে কোনো উৎসব হয়নি?
না।
গায়েহলুদ-টলুদ কিছুই হয়নি?
না, সে রকম করে হয়নি। তবে শাড়ি পারার আগে গোসল করলাম, তখন তোর ছোট খালা আমার গালে এক গাদা হলুদ মেখে দিল। মসলা পেষার পাটায় হলুদ পেষা হয়েছিল। শুকনা মরিচের ঝাল চোখে লেগে গেল। কী জ্বলুনি! চোখ দিয়ে সমানে পানি পড়ছে, আর সবাই ভাবছে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে এই জন্যে কাঁদছি।
তোমার কান্না পাচ্ছিল না?
না।
বিয়ের দিন সবরাই কান্না পায়। তোমার পাচ্ছির না কেন মা?
জানি না। তখন সময়টা তো অন্যরকম ছিল। প্রতিদিন মিটিং মিছিল, পুলিশের গোলাগুলি, কাফু— এই জন্যেই বোধহয়। বাবাকে প্রথম দেখে কি তোমার ভালো লেগেছির মা?
না দেখেই ভালো লেগেছিল।
সেটা কেমন কথা! না দেখে ভালো লাগে কীভাবে?
তুই যা তো। তোকে এত কিছু ব্যাখ্যা করতে পারব না।
মরিয়মের ধারণা তার মেয়ে ধমক খেয়েও যেতে চাইবে না। সে চোখ বড় বড় করে তার বাবা-মা'র বিয়ের গল্প শুনতে চাইবে। সেটাই স্বাভাবিক। মেয়েরা মায়ের বিয়ের গল্প খুব আগ্রহ করে শোনে।

ক্রমশ

মাসুদ রানা

ঠ্যাকাও ফাঁস

লেখা : **মো. মিকসেতু**

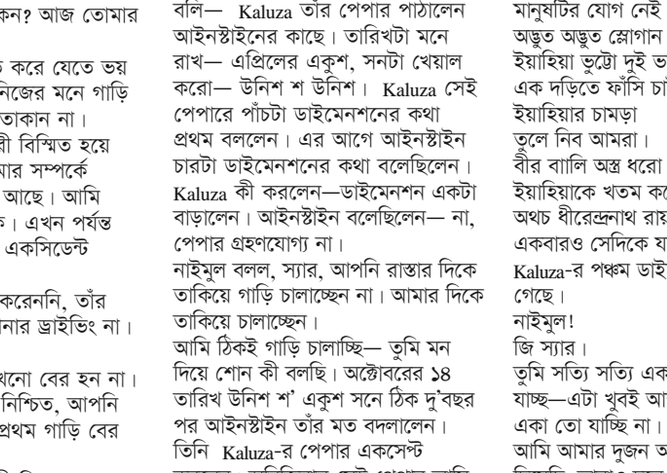

আঁকা : মাহাতাব

রাত ১১টা। শহরের একটি ছাপাখানায় এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপানো হচ্ছে। ঝোপের আড়াল থেকে কড়া নজর রাখছে রানা। গত এক ঘণ্টায় শ খানেক মশার কামড় ছাড়া আর কিছু জোটেনি কপালে। অবশেষে সবুরে মেওয়া ফলল। ছাপাখানার গেট খুলে গেল। ষণ্ডা মার্কা এক লোক কাকে যেন বলল, 'কাল রাতে প্রশ্ন দিতে অনেক দেরি হইছে। চৌধুরী সাব কিন্তু মাইন্ড করছেন!'
রানা বুঝল, যাকে খুঁজছিল তাকে পেয়ে গেছে। লোকটাকে অনুসরণ করতে শুরু করল সে। ধানমন্ডির একটা বিলাসবহুল বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকল লোকটা। থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে গিলটি মিয়াকে ফোন করল রানা। নম্বর বন্ধ। নিশ্চয়ই বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রি-রেজিস্ট্রেশন করেনি— ভাবল রানা। ভাবতে না-ভাবতেই দেখল, পাশেই একটি অটোরিকশা এসে দাঁড়িয়েছে। ভেতর থেকে গিলটি মিয়া আর সোহানাকে নামতে দেখে অবাক হলো রানা।
'বুড়োর হুকুম। প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে একটা বড় সিন্ডিকেট জড়িত। তোমার নাকি সাহায্য লাগবে, তাই এলাম।' রানার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সোহানা উত্তর দিল। মনে মনে খুশিই হলো রানা। পরক্ষণেই তাকাল বাসাটির গেটের দিকে। নিচে গার্ড নেই, কোনো বাধা নেই দেখে অবাক হলেও বিষয়টা আমলে নিল না সে।
ছাদে যাওয়ার জন্য লিফটে উঠে পড়ল। পাঁচতলায় গিয়ে লিফট আটকে গেল। লিফটের ভেতর জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। লাউড স্পিকারে গমগম করে উঠল কবীর চৌধুরীর কণ্ঠ, 'ধরা পড়ে গেছ, রানা! গেট দিয়ে যখন ঢুকলে তখন দারোয়ান না দেখে তোমার একটু সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। লিফটে আটকে রেখে তোমাকে মারতে চাই না। এখন যা বলি মন দিয়ে শোনো। লিফটের দরজা খুললে কোনো রকম চালাকির চেষ্টা কোরো না।' রানা বুঝল, ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে সে।
ছয়তলার একটা হলরুমে ওদের চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। সামনে দুটি ষণ্ডা মার্কা লোক। একজনের হাতে রানার অস্ত্রটা শোভা পাচ্ছে। আরেক পাশে কবীর চৌধুরী বসে আছে বিশাল একটা কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে। রানাকে কী যেন দেখাবে। নেট স্লো, তাই দেরি হচ্ছে। বিরক্ত চৌধুরী উঠে এসে রানার মুখোমুখি হলো।
'এত কিছু থাকতে তুমি প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়ালে!' রানার কণ্ঠে বিস্ময়। আসলে সে সময় পেতে চাইছে। জানে, সময় পেলে এখান থেকে বেঁচে বের হওয়ার একটা উপায় বের হবে। রানাকে থামিয়ে দিয়ে চৌধুরী বলল, 'প্রশ্নফাঁসকে ছোট চোখে দেখবে না, রানা। এটা আমার গবেষণার চেয়েও মারাত্মক ফলপ্রসূ। এই প্রশ্নফাঁসের বাণিজ্য কাজে লাগিয়েই আমি আমার গবেষণার সর্বোচ্চ প্রচার করতে পারছি।'
: মানে?
: তাহলে শোনো। এক বছর আগে আমার মহান মহান আবিষ্কার মানুষকে জানানোর জন্য ফেসবুকে একটা পেজ খুলেছিলাম। 'আজব বিজ্ঞান' নামের সেই পেজে এক বছরে লাইক দিয়েছে মাত্র ৭০ জন মানুষ। ওখান থেকে স্ট্যাটাস দিলে কিংবা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের খবর শেয়ার করলে দুটি লাইকও পাওয়া যায় না। মানুষের এই বিজ্ঞানের প্রতি অনীহাই আমাকে প্রশ্ন ফাঁস করতে বাধ্য করেছে।
ইন্টারনেট ঠিক হয়ে গেছে। চৌধুরী গিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে ফেসবুক চালু করল, 'দেখো, রানা!' বলেই রানাকে তার পেজ দেখাল। পোস্টের অবস্থা সত্যিই খারাপ। লাইক-কমেন্ট কিছুই নেই। স্ট্যাটাসের এমন স্ট্যাটাস দেখে সোহানা আর চুপ থাকতে পারল না। বলেই ফেলল, 'এর চেয়ে তো আমি "মন ভালো নেই" লিখে স্ট্যাটাস দিলেই শ পাঁচেক লাইক পাই!'
'হুম্, তোমাদের মেয়েদের পোস্টে লাইক দেওয়ার জন্য ছেলেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এদিকে বিজ্ঞানের কিছু হলে তাদের কিছু আসে-যায় না।' আক্ষেপ করেই বলল চৌধুরী।
'কিন্তু এর সঙ্গে প্রশ্নফাঁসের কী সম্পর্ক?' সোহানা আসলেই বুঝতে পারছে না।
সোহানার প্রশ্ন শুনে মুচকি হেসে এবারে আরেকটা পেজ দেখাল চৌধুরী। অবাক হয়ে ওরা দেখল '১০০% প্রশ্ন পাওয়ার নিশ্চয়তা' পেজের অ্যাডমিন স্বয়ং কবীর চৌধুরী।
'এই পেজ থেকে পরীক্ষার আগের রাতে সব প্রশ্ন ফাঁস করে দেওয়া হয়। আমি এখান থেকে যেকোনো স্ট্যাটাস দিলেই সেটা হিট। বিশ্বাস না হলে দেখো।' বলে চৌধুরী স্ট্যাটাস দিল, 'আজ রাত ১১টায় প্রশ্ন আসবে। চোখ রাখুন।'
সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লাইক-কমেন্টের বন্যা। একজন লিখেছে, 'ভাই, তাড়াতাড়ি প্রশ্ন দিন! আমার ছেলেটা টেনশনে আছে।' আরেকজন লিখেছে, 'আপনার মতো লোক আছে বলেই এখনো জিপিএ-ফাইভ পাওয়ার স্বপ্ন দেখি।'
পুরো ঘটনা দেখে রানা তাজ্জব হয়ে গেল। চৌধুরী বলল, 'বুঝলে রানা, সবই লাইক-কমেন্টের খেল। এই পেজ এখন আমার স্বপ্ন। প্রশ্ন ফাঁস করে করে আমি এই পেজটা আরও জনপ্রিয় করব। তারপর এই পেজের মাধ্যমে জিপিএ-ফাইভ প্রজন্মের কাছে আমার অসাধারণ সব আবিষ্কার তুলে ধরব। আজ অনেক কিছু খুলে বললাম। এখন বিদায় নিতে হচ্ছে, প্রিয় বন্ধু! তোমার ব্যবস্থা রুস্তম করবে।'
বলতে না-বলতেই ষণ্ডা মার্কা লোকটা এসে পিস্তল ধরে ওদের চেয়ারের বাঁধন খুলে দিল।
রুস্তম রানার দিকে হাত বাড়াতেই বিদ্যুৎ গেল চলে। জেনারেটর অন হওয়ার আগেই সুযোগটা কাজে লাগাল রানা। গায়ের সব জোর একত্র করে রুস্তমের সোলার প্লেক্সাসে লাথি হাঁকাল। রুস্তমের মুখ থেকে 'কোঁৎ' করে একটা শব্দ বেরিয়ে এল, জ্ঞান হারাল সঙ্গে সঙ্গে। জেনারেটর অন হলে দেখা গেল, অপরজন রানার দিকে এগিয়ে আসছে। পেছন থেকে গিলটি মিয়া এসে বলল, 'এই নড়েচ কি মরেচ...!'
সচকিত রানা চৌধুরীর দিকে তাকাতেই দেখল, কম্পিউটারের সামনে কেউ নেই। ছাদের দিক থেকে শব্দ আসছে। রানা ছাদে যেতেই কবীর চৌধুরীকে নিয়ে উড়াল দিল একটা হেলিকপ্টার। ধীরে ধীরে সেটা বিন্দু বিন্দু হয়ে মিলিয়ে গেল রাতের আকাশে।
নিচে এসে কম্পিউটারের সামনে বসল রানা। ওর মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। চৌধুরীর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট তখনো খোলা। চৌধুরীর প্রশ্নফাঁসের পেজ থেকে এক গাদা ভুয়া প্রশ্ন তুলে দিয়ে লিখল, 'আগামীকালের প্রশ্ন! ১০০% কমনের নিশ্চয়তা।'
রানাকে এমন কাজ করতে দেখে গিলটি মিয়া অবাক, 'এ কী করচেন, স্যার!'
মুচকি হেসে রানা বলল, 'যারা এসব প্রশ্ন দেখে এত দিন পরীক্ষা দিয়েছে, তারা আজ রাতে এই ভুয়া প্রশ্ন পড়ে গিয়ে কাল পরীক্ষায় ধরা খাবে। একবার ধরা খেলে ওরা আর এসব প্রশ্নে বিশ্বাস করবে না, বুঝেছ?'
মিশন শেষ। রানা উঠতেই 'একটু দাঁড়াও' বলে সোহানা কম্পিউটারের সামনে বসে পড়ল। কবীর চৌধুরীর ফেসবুক থেকে নিজের আইডিতে গিয়ে ওর সব ছবিতে ইচ্ছেমতো লাইক আর 'নাইস পিক', 'কিউট পিক', 'অসাম পিক' লিখে কমেন্ট করতে লাগল।
'তেমন কিছু না। ফ্রিতে কিছু লাইক-কমেন্টস পেলাম, এই আরকি!' বিস্মিত রানার দিকে তাকিয়ে সোহানার লাজুক জবাব।

বাস্তব জীবনে 'টুইস্ট এন্ডিং'

'টুইস্ট এন্ডিং' হচ্ছে প্রত্যাশিত সমাপ্তিতে আকস্মিক পরিবর্তন। নাটক-সিনেমা-গল্প-উপন্যাসে অনেক টুইস্ট এন্ডিং দেখেছি আমরা। এবার বাস্তব জীবনের কিছু টুইস্ট এন্ডিং দেখুন।

লেখা ও আঁকা : **সব্যসাচী চাকমা**

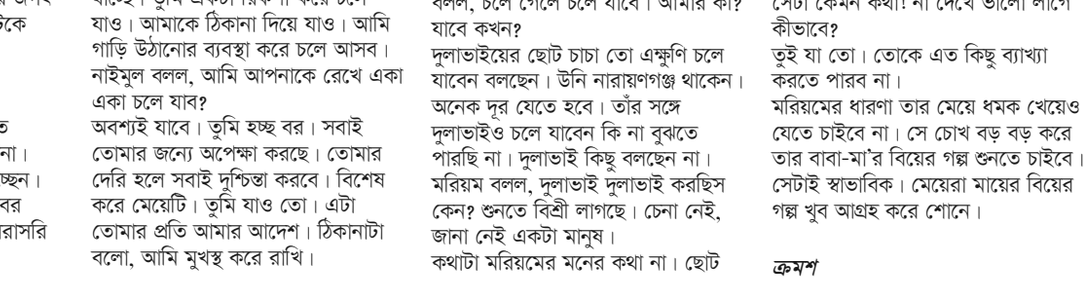

অন্য স্বাদে চেনা ইফতারি

ইফতারের আয়োজনে বুট, পেঁয়াজু, বেগুনি, হালিম, শরবত ইত্যাদি তো থাকবেই। ইফতারির এই পদগুলো চাইলে একটু ভিন্নভাবে বানাতে পারেন। তেমন রেসিপি দিয়েছেন **জেবুন্নেসা বেগম**

মুরগির হালিম

উপকরণ : মুরগি ১ কেজি, গম আধা কাপ, মুগ ডাল সিকি কাপ, মসুর ডাল সিকি কাপ, ছোলার ডাল সিকি কাপ, মাষকলাইয়ের ডাল সিকি কাপ, অড়হড় ডাল সিকি কাপ, পোলাওয়ের চাল আধা কাপ, লবণ পরিমাণমতো, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাতা কয়েকটা, পেঁয়াজ কুচি সিকি কাপ, আদা বাটা ২ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনে গুঁড়া আধা চা-চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ ও জায়ফল-জয়ত্রী গুঁড়া আধা চা-চামচ।

প্রণালি : গম, মাষকলাই ডাল ও মুগ ডাল টেলে নিন। চাল, ডাল ও গম সেদ্ধ করে বেটে নিন। তেলে পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে সব মসলা ও মুরগি দিয়ে কষান। সামান্য পানি দিয়ে ঢেকে দিন। সেদ্ধ হলে বাটা ডালের মিশ্রণ ও পরিমাণমতো পানি দিয়ে নাড়ুন। হয়ে গেলে নামিয়ে বাটিতে ঢেলে, আদা কুচি, ধনে পাতা, মরিচ, বেরেস্তা ও লেবুর রস দিয়ে পরিবেশন করুন।

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পেঁয়াজু

উপকরণ : ডাল (মসুর, খেসারি বা বুট) ১ কাপ, আদা বাটা আধা চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, রোস্টেড তিল ১ টেবিল চামচ ও বড় আলু ২-৩টা।

প্রণালি : ডাল পরিষ্কার করে ধুয়ে ভিজিয়ে রাখুন। ২ ঘণ্টা পর ডাল ফুলে উঠলে পানি ঝরিয়ে বেটে নিন। বেশি মিহি করে বাটবেন না। পেঁয়াজ ও কাঁচা মরিচ কুচি করে নিন। বাটা ডালের সঙ্গে আদা বাটা, কাঁচা মরিচ কুচি, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, রোস্টেড তিল, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া দিয়ে মেখে নিন। আলুর খোসা ফেলে চিকন লম্বা করে কেটে নিন। সামান্য লবণ দিয়ে অল্প সেদ্ধ করে নিন। আলুর মধ্যে ডাল মুড়িয়ে ডুবে তেলে ভেজে নিন। ইফতারের টেবিলে পেঁয়াজুর সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ফলের সালাদ

উপকরণ : মাল্টার রস ১ কাপ, আপেল আধা কাপ, আঙুর আধা কাপ, তরমুজ আধা কাপ, কলা ১টা, কাঁচা বা শুকনা মরিচ (টালা) ১টা, চিনি ১ টেবিল চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, পুদিনা কুচি ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া সামান্য, চাট মসলা আধা চা-চামচ ও লেবুর রস আধা চা-চামচ।

প্রণালি : আপেল টুকরা করে লবণ পানিতে ধুয়ে নিন। কলা টুকরা করে চিনি পানিতে কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে নিন। তরমুজ ও আঙুর টুকরা করে নিন। মাল্টা অথবা কমলার রস নিয়ে এতে চাট মসলা, লেবুর রস, পুদিনা কুচি, কাঁচা মরিচ কুচি, গোলমরিচ গুঁড়া মিশিয়ে নিন। এবার সব ফল একসঙ্গে মিশিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন। ইফতারের আগে ফ্রিজ থেকে বের করে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।

কিমা বেগুনি

উপকরণ : বেগুন ৩টা, বেসন দেড় কাপ, আদা বাটা আধা চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, ঠান্ডা পানি পৌনে এক কাপ (পরিমাণমতো), লবণ স্বাদমতো, বেকিং পাউডার সিকি চা-চামচ।

স্টাফিংয়ের জন্য : মুরগির কিমা ১ কাপ, কাঁচা মরিচ কুচি ১ চা-চামচ, অরিগানো ১ চা-চামচ, চিজ কুচি ৩ টেবিল চামচ, গোলমরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ ও তেল ১ চা-চামচ।

প্রণালি : তেলে মুরগির কিমা, কাঁচা মরিচ কুচি, অরিগানো, গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে ভেজে রাখুন। বেগুন লম্বা ও একটু মোটা করে কাটুন। মাঝখানে পকেটের মতো করে কাটুন। ধুয়ে সামান্য লবণ মেখে রাখুন। এবার বেগুনের ভেতর কিমার পুর ঢুকিয়ে চিজের কুচি দিন। বেসনের সঙ্গে আদা বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, লবণ, বেকিং পাউডার ও পানি দিয়ে ব্যাটার তৈরি করুন। বেগুন সাবধানে ব্যাটারে ডুবিয়ে নিন। যাতে কিমা বের হয়ে না যায়। ডুবো তেলে ভেজে ইফতারিতে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সবজি কিমা বুট

উপকরণ : বুট দেড় কাপ, বিফ কিমা আধা কাপ, বিভিন্ন রকম সবজি (সেদ্ধ) ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ চা-চামচ, রসুন বাটা ১ চা-চামচ, সরিষা বাটা আধা চা-চামচ, এলাচি, দারুচিনি তেজপাতা কয়েকটা, হলুদ গুঁড়া আধা চা-চামচ, মরিচ গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, টমেটো কুচি ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ, ধনে পাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, জিরা গুঁড়া আধা চা-চামচ, ধনে গুঁড়া আধা চা-চামচ।

প্রণালি : বুট পরিষ্কার করে ধুয়ে ৬-৭ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। ফুলে ওঠার পর সামান্য হলুদ ও লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। তেল গরম করে গরম মসলা, পেঁয়াজ কুচি, বাটা মসলা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, কষিয়ে কিমা দিয়ে ভাজুন। সামান্য পানি দিয়ে ঢেকে দিন। এবার সেদ্ধ সবজি ঢেলে দিন। বুট দিয়ে নাড়ুন। ধনে গুঁড়া, জিরা গুঁড়া, কাঁচা মরিচ, টমেটো দিন। ধনে পাতা দিয়ে নামিয়ে নিন।

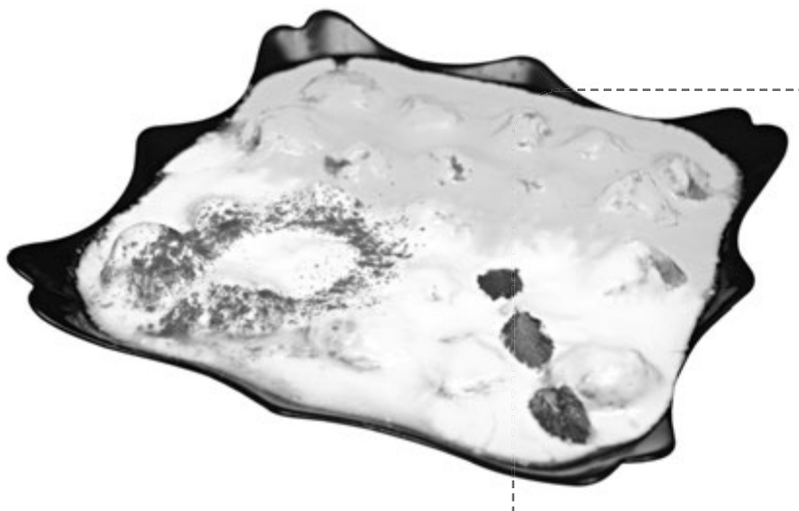

পুদিনায় দই বড়া

উপকরণ : মাষকলাইয়ের ডাল ১ কাপ, পুদিনা পাতা ৩ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা ১ টেবিল চামচ, টক দই দেড় কাপ, জিরা টালা গুঁড়া ১ চা-চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ।

প্রণালি : মাষকলাইয়ের ডাল ৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। ধুয়ে পানি ঝরিয়ে ১ টেবিল চামচ পুদিনা, অর্ধেকটা (আধা টেবিল চামচ) কাঁচা মরিচ বাটা মিশিয়ে নিন। সামান্য লবণ মেখে বড়া আকারে ভেজে নিন। ভাজা বড়া পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে চেপে পানি ঝরিয়ে নিন। টক দইয়ের সঙ্গে বিট লবণ, রোস্টেড জিরা গুঁড়া, বাকি পুদিনা ও কাঁচা মরিচ বাটা মিশিয়ে নিন। এবার সেটাতে ডালের বড়া দিয়ে পছন্দমতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

দুধ বাদামের শরবত

উপকরণ : দুধ ১ লিটার, বাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ, পেস্তা বাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ কাপ, গোলাপজল ১ চা-চামচ, বরফ কুচি পরিমাণমতো ও মধু ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি : দুধ ২-৩ বার ফুটে উঠলে ঠান্ডা করে রাখুন। দুধের সঙ্গে বাদাম বাটা, পেস্তাবাদাম বাটা, চিনি, গোলাপজল ও মধু মিশিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। বরফ কুচি দিয়ে পরিবেশন করুন।

বুন্দিয়া

উপকরণ : বুটের ডালের বেসন ১ কাপ, লবণ সিকি চা-চামচ (পরিমাণমতো), বেকিং পাউডার সিকি চা-চামচ, বেকিং সোডা সিকি চা-চামচ, খাবার রং কয়েক ফোঁটা, ঘি ও তেল ভাজার জন্য, শিরার জন্য ১ কাপ পানি ও ১ কাপ চিনি।

প্রণালি : বেসনের সঙ্গে বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, খাবার রং ও লবণ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। তেল ও ঘি গরম করে বুন্দিয়া ভেজে নিন। চিনি ও পানি দিয়ে শিরা তৈরি করুন। ভাজা বুন্দিয়া শিরায় ঢেলে দিন। শিরা বুন্দিয়ার ভেতরে ঢুকে গেলে তুলে নিন।

দেশে ফেসবুক মেসেঞ্জার শীর্ষে, বিশ্বজুড়ে হোয়াটসঅ্যাপ

অ্যান্ড্রয়েড ফোনে তাৎক্ষণিক বার্তা আদান-প্রদানের অ্যাপ্লিকেশনগুলোর (মেসেঞ্জার) মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে ফেসবুক মেসেঞ্জার। তবে বিশ্বজুড়ে ব্যবহারের দিক থেকে শীর্ষে আছে হোয়াটসঅ্যাপ। যুক্তরাজ্যভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান সিমিলারওয়েব গত বুধবার জনপ্রিয় মেসেঞ্জার অ্যাপ নিয়ে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে শীর্ষে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ ১০৯টি দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ বিশ্বের ৫৫ দশমিক ৬ শতাংশ অঞ্চলে এই অ্যাপটি ব্যবহৃত হয়।

হোয়াটসঅ্যাপ যেসব দেশে শীর্ষে আছে তার মধ্যে রয়েছে ভারত, ব্রাজিল, মেক্সিকো, রাশিয়াসহ দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও ওশেনিয়ার কিছু দেশ। বর্তমানে ১০০ কোটির বেশি ব্যবহারকারী হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করছেন। শুধু ভারতে ৭ কোটি হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারী রয়েছে। সিমিলারওয়েব ১৮৭টি দেশে এ নিরীক্ষা চালিয়েছে।

সিমিলারওয়েবের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ফেসবুক মেসেঞ্জার। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ ৪৯টি দেশে মেসেঞ্জার ব্যবহৃত হচ্ছে। মেসেঞ্জারের পরে রয়েছে ভাইবার। হোয়াটসঅ্যাপ ও মেসেঞ্জারের বাইরে ১০ বা এর বেশি দেশে ব্যবহৃত একমাত্র মেসেঞ্জার হচ্ছে ভাইবার।

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে এর ব্যবহার বেশি। বেলারুশ ও ইউক্রেনে এটি বেশি ব্যবহৃত হয়। ২০১৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী, ইউক্রেনে ৬৫ শতাংশ অ্যান্ড্রয়েডচালিত যন্ত্রে ভাইবার ব্যবহৃত হচ্ছে। লাইন, উইচ্যাট, টেলিগ্রাম চীন, ইরান, জাপানসহ কয়েকটি দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্ল্যাকবেরির বিবিএম এখনো ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে বহুল ব্যবহৃত অ্যাপ।

■ **নিজস্ব প্রতিবেদক**

রক্তচাপ কমায় পাটশাক

হাসিনা আকতার

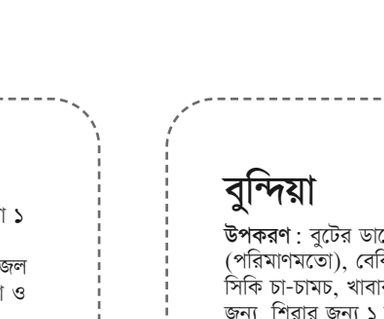

পাটশাকের কদর প্রায় সবার কাছে। এটি কেবল মুখরোচকই নয়, এতে রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ। পাটশাকে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম, লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, সেলেনিয়াম এবং ভিটামিন সি, ই, কে, বি-৬ এবং নিয়াসিন রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে উচ্চমাত্রায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ক্যারোটিন এবং খাদ্য আঁশ। এসব উপাদান শরীরকে সুস্থ রাখে।

পাটশাকের গুণাগুণ বিশদ বলার আগে দেখে নেওয়া যাক এর পুষ্টি উপাদান। ১০০ গ্রাম খাবারের উপযোগী পাটশাকে রয়েছে ৮৩ দশমিক পাঁচ গ্রাম জলীয় অংশ, এক দশমিক তিন গ্রাম খনিজ পদার্থ, ৬২ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, দুই দশমিক ছয় গ্রাম আমিষ, ১২ দশমিক ছয় গ্রাম শর্করা ও ১১৩ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম। এসব পুষ্টি উপাদানের কারণে পাটশাক শরীরকে নানা রোগবালাই থেকে দূরে রাখে।

উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ : পাটশাকে বিদ্যমান পটাশিয়াম মানবদেহের শিরা উপশিরার বিস্তৃতি বাড়িয়ে রক্তসঞ্চালন ও রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে। এতে মানবদেহের উচ্চরক্তচাপ দূর করতে সহায়তা করে।

ক্যানসার রোধ : পাটশাকে থাকা উচ্চমাত্রার অ্যান্টি অক্সিডেন্ট শরীরে যেকোনো ধরনের ক্যানসার রোধে সহায়তা করে।

হৃৎপিণ্ডের সুস্থতা : পাটশাকে থাকা উপাদান রক্তের কোলেস্টেরল কমাতে সহায়তা করে। নিয়মিত খেলে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে যায়।

নিদ্রাহীনতা দূর : পাটশাকে থাকা পর্যাপ্ত পরিমাণ ম্যাগনেশিয়াম শরীরে প্রয়োজনীয় হরমোন উৎপাদন করে যা স্নায়ুতন্ত্র শান্ত রাখে এবং নিরবচ্ছিন্ন নিদ্রা নিশ্চিত করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় : পাটশাকের ভিটামিন এ, ই এবং সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ভিটামিন-সি রক্তের শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি করে এবং ভিটামিন-এ, ভিটামিন ই চোখ, হৃৎপিণ্ড অন্যান্য অঙ্গের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

হাড়ের বৃদ্ধি : প্রচুর পরিমাণ লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম এবং অন্যান্য পুষ্টি উপাদান হাড় গঠন ও ক্ষয়পূরণ করে এবং হাড় ভঙ্গুরতা রোধ করে।

শক্তি সঞ্চালন : পাটশাকে প্রচুর পরিমাণ লোহা থাকে যা রক্তে হিমোগ্লোবিন উৎপাদনে সহায়তা করে। পাটশাকে থাকা লোহা দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা এবং কর্মদক্ষতাও বৃদ্ধি করে।

হজম শক্তি বৃদ্ধি : পাটশাকে থাকা খাদ্য আঁশ খাবার হজম প্রক্রিয়াকে দারুণভাবে ত্বরান্বিত করে এবং পুষ্টি জোগাতে সহায়তা করে। এর ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়।

বাতব্যথা দূর : পাটশাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ই রয়েছে। তাই গেঁটেবাত, আর্থরাইটিস এবং প্রদাহ জনিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের জন্য পাট শাক একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ্য।

বাড়ন্ত শিশুর পথ্য : পাটশাকে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেশিয়াম আছে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৃদ্ধির জন্য শিশু খাদ্যতালিকায় পাটশাক থাকা জরুরি।

লেখক : প্রধান পুষ্টি কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতাল

ই-মেইলে বড় ফাইল পাঠাবেন কীভাবে?

শিশুসন্তানের একগাদা ছবি প্রবাসে থাকা বাবার কাছে পাঠাতে গিয়ে দেখা গেল ই-মেইল অ্যাকাউন্ট বিদ্রোহ করছে। বলছে, একসঙ্গে এত ফাইল পাঠানো যাবে না; কারণ ই-মেইলে সংযুক্তি বা অ্যাটাচমেন্টের জন্য নির্ধারিত জায়গার চেয়ে বেশি হয়ে গেছে। বিরক্তির সঙ্গে একাধিক ই-মেইলে দীর্ঘ সময় ধরে একের পর এক ছবি পাঠানো ছাড়া উপায় কী? জিমেইল, ইয়াহু বা অউটলুকের মতো জনপ্রিয় ই-মেইল সেবাগুলোতে সাধারণত প্রতি ই-মেইলে ২৫ মেগাবাইটের বেশি অ্যাটাচমেন্ট যোগ করা যায় না। স্থির ছবি না হয় পাঠানো গেল, কিন্তু বর্তমানের উচ্চ রেজল্যুশনের ক্যামেরায় তোলা ভিডিও পাঠাবেন কীভাবে? ২৫ মেগাবাইটে সম্ভব না। বড় ফাইল পাঠানোর দুটি রাস্তা অবশ্য চালু আছে।

ফাইলটি অনলাইনে সংরক্ষণ রাখুন

বেশ কিছু ই-মেইল সেবাদাতা বড় ফাইল পাঠানোর সুযোগ দিয়ে থাকে। যেমন জিমেইলের জন্য গুগল ড্রাইভ সেবা এবং ইয়াহু মেইলের জন্য ড্রপবক্স ব্যবহার করে বড় ফাইল অ্যাটাচ করা যায়। ফাইলটি ২৫ মেগাবাইটের বেশি হলেই বার্তার মাধ্যমে বলে দেবে যে এটি অ্যাটাচ করতে হলে ক্লাউড স্টোরেজের সাহায্য নিতে হবে।

ফাইল ট্রান্সফার সাইট

ইয়াহু কিংবা জিমেইলে সরাসরি বড় ফাইল যোগ করার সুযোগ থাকলেও অনেক ই-মেইল সেবাদাতার সরাসরি অনলাইন স্টোরেজ সেবা গ্রহণের সুযোগ নেই। সেসব ক্ষেত্রে অন্য কোনো ট্রান্সফার সেবা গ্রহণ করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, ফাইল অনলাইনে রেখে সেই ঠিকানা বা লিংকটি দিতে হয় প্রাপককে। প্রাপক সে ওয়েবসাইট থেকে ফাইলটি নামিয়ে নেবেন।

এমন বেশ কিছু সেবা আছে। এগুলোর মধ্যে ড্রপসেন্ড (www.dropsend.com), মাই এয়ারব্রিজ (www.myairbridge.com/en) এবং ফাইল মেইল (www.filemail.com) উল্লেখযোগ্য। আর চাইলে ড্রাইভ, ড্রপবক্স কিংবা ওয়ানড্রাইভে নিবন্ধন করে একইভাবে ফাইল আপলোড করেও পাঠাতে পারেন।

সূত্র : পিসিম্যাগ

রূপচাঁদা-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার

তাঁর চোখ আরও দূরে

বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ ২০১৪

রানা আব্বাস

২০১৪ বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার দিতে মঞ্চে উঠলেন হাবিবুল বাশার। যিনি পুরস্কারটি পেতে যাচ্ছেন, তাঁর অর্জনগুলো সংক্ষেপে বলতে শুরু করলেন বিসিবির অন্যতম নির্বাচক। হাবিবুলের কথা শেষ হওয়ার আগেই দর্শকসারিতে বসে থাকা মাশরাফি বিন মুর্তজা বুঝে গেলেন কে পাচ্ছেন পুরস্কারটি। বাংলাদেশ দলের ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক করলেন কী, পাশে বসা সতীর্থের চোখের ওপর রূপচাঁদা-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কারের প্রচারপত্রটা মেলে ধরলেন। তাঁকে দেখতে দেবেন না পুরস্কার ঘোষণার মুহূর্তটি!

দেখতে না পেলেও কানে তো শুনলেন। তার চেয়েও বড় কথা, হৃদয় দিয়ে অনুভব করলেন—টানা দ্বিতীয়বারের মতো বর্ষসেরা মুশফিকুর রহিম। যাঁর অধীনে তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক, সেই হাবিবুলের হাত থেকেই পুরস্কার নিলেন বাংলাদেশ দলের বর্তমান টেস্ট অধিনায়ক। বিচারকদের রায়ে ২০১৩ বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ হয়েছিলেন। পরের বছরও হলো তাঁরই জয়। টানা দ্বিতীয়বার পুরস্কার জিতবেন ভেবেছিলেন? মুশফিক উত্তর দেওয়ার আগেই কথা কেড়ে নিলেন পাশে বসা মাশরাফি, 'ওই বছরে টেস্ট-ওয়ানডেতে ৪০-এর ওপর গড়, পাবে না কেন?' বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়কের সাফল্য যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ককেও।

২০১৪ সালে ৭ টেস্টে ১ সেঞ্চুরি, ২টি হাফ সেঞ্চুরিসহ ৩৯.৩৬ গড়ে করেছেন ৪৩৩ রান, যেটি বাংলাদেশের পক্ষে তৃতীয় সর্বোচ্চ। ওয়ানডেতে ১৮ ম্যাচে ৪৪ গড়ে ১টি সেঞ্চুরি ও ৬ ফিফটিতে রান ৭০৪, বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ। সেন্ট ভিনসেন্ট টেস্টে ফলো-অনে পড়ে লড়াকু ১১৬ রান, ফতুল্লায় এশিয়া কাপে ভারতের বিপক্ষে ১১৭ রানসহ রয়েছে আরও বেশ কটি মুগ্ধতা ছড়ানো ইনিংস। মুশফিকের হাতে পুরস্কারটা দারুণ মানায়।

গতবার যখন প্রথমবারের মতো এই পুরস্কার জিতলেন, অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তাঁর মা-বাবা। এবার অবশ্য একাই এসেছেন। কিন্তু আলো ঝলমল মুহূর্তে প্রিয়জনদের কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুললেন না মুশফিক, 'অবশ্যই ভালো লাগছে। ধারাবাহিকতা বজায় থাকল। ২০১৩-এ পেয়েছি, ২০১৪ সালেও পেলাম। আমার বাবা-মা ও স্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে তাঁরা অনুপ্রাণিত করেছেন এবং পাশে থেকেছেন।'

পুরস্কার জিতে স্বাভাবিকভাবেই তৃপ্তি খেলা করছিল মুশফিকের চোখে-মুখে। তবে চোখ তাঁর আরও দূরে। পুরস্কার তাঁকে অনুপ্রাণিত করছে সামনের দিনগুলোকে আরও রাঙিয়ে তুলতে, 'পুরস্কার যেকোনো খেলোয়াড়কেই অনুপ্রাণিত করে। আপনি যেটা করবেন সেটার যদি স্বীকৃতি পান, ভালো তো লাগবেই। চেষ্টা করব সামনে আরও ভালো করতে।'

২০১৪ সালটা অবশ্য ভালো যায়নি বাংলাদেশ দলের। শেষ দুটি মাস বাদে প্রায় বছরজুড়েই ব্যর্থতার আবর্তে আটকে ছিলেন

বর্ষসেরা পুরস্কার হাতে উচ্ছ্বসিত মুশফিক ● প্রথম আলো

মুশফিকেরা। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ হার, মার্চ-এপ্রিলে এশিয়া ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যর্থতা। সাফল্য আসেনি আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরেও। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স অসাধারণ হলেও দলীয় ব্যর্থতা প্রাপ্তির এই রাতেও ভুলতে পারেননি মুশফিক, 'একটা আফসোস থেকে গেছে। আমি ভালো করলেও দল ভালো করেনি। তবে ২০১৫ সালে আমরা ভালো করেছি।'

সাফল্যের একেকটি সিঁড়ি পেরিয়ে এগিয়ে চলা মুশফিককে ব্যর্থতায় কখনো কখনো হতাশ হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি উজ্জীবনী শক্তি খুঁজে নেন কিছু উৎস থেকে। পুরস্কারটি তেমনই একটি।

ক্রীড়া পুরস্কার

কে পেলেন কী পুরস্কার

বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ
মুশফিকুর রহিম (২০১৪)
মুস্তাফিজুর রহমান (২০১৫)

বর্ষসেরা রানারআপ (২০১৪)
মামুনুল ইসলাম
আবদুল্লাহ হেল বাকি

বর্ষসেরা রানারআপ (২০১৫)
মাহমুদউল্লাহ
তামিম ইকবাল

বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদ
সালমা আখতার (২০১৪)
মাবিয়া আক্তার সীমান্ত (২০১৫)

বর্ষসেরা উদীয়মান
তাইজুল ইসলাম (২০১৪)
সৌম্য সরকার (২০১৫)

পাঠকের ভোটে বর্ষসেরা
মুস্তাফিজুর রহমান (২০১৫)

আজীবন সম্মাননা
জাকারিয়া পিন্টু (২০১৪)
সুফিয়া খাতুন (২০১৫)

দুর্বোধ্য মুস্তাফিজ, সরল মুস্তাফিজ

বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদ ২০১৫

রাজীব হাসান

ছোট্ট ঘর। এক পাশে রাখা শোকেসটা আর 'শোকেস' নেই; হয়ে গেছে ট্রফিকেস। ঠিক ট্রফির জন্য বানানোও হয়নি ওটা। কিন্তু মাত্র এক বছরে যে এত এত ট্রফি বাসায় আসবে, তা-ও কি কেউ ভেবেছিল? সাতক্ষীরার তেঁতুলিয়ায় মুস্তাফিজুর রহমানের সেই শোকেসে আরও দুটি ট্রফি যোগ হলো। ২০১৫ সালের বড় দুটি পুরস্কারই যে জিতেছেন তিনি। বিচারকদের পাশাপাশি পাঠকের ভোটেও রূপচাঁদা-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার ২০১৫ জিতেছেন এই কাটার মাস্টার।

এলেন, দেখলেন আর জয় করলেন—তাঁর বেলাতেই এই কথা নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ভালো যায়। এখন হাত দিয়ে, নির্দিষ্ট করে বললে বাঁ হাত দিয়ে যা ছুঁয়ে দিচ্ছেন, হয়ে যাচ্ছে সোনা। পরশপাথরের সেই হাত নিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটে আসার মাত্র আট মাসেই গত বছর যা যা করেছেন, তাতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেছে সবার।

এ কারণেই হয়তো তামিম ইকবাল গত বছর টেস্ট-ওয়ানডে দুই ধরনের ক্রিকেটে দুর্দান্ত একটি বছর কাটালেও, মাহমুদউল্লাহ বিশ্বকাপে টানা দুটি সেঞ্চুরির ইতিহাস গড়েও পেছনে। পাঠকদের দেওয়া দুই লাখেরও বেশি ভোটে মুস্তাফিজ বিপুল ব্যবধানে জিতেছেন তো বটেই, বিচারকেরাও বেছে নিয়েছেন তাঁকে। দলের দুই বড় ভাইকে 'রানারআপ' বানিয়ে মুস্তাফিজই হয়ে গেলেন সেরা।

এই বড় ভাইয়েরাই তাঁর সব। সেটা দুই পরিবারেই, নিজ পরিবারের পাশাপাশি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলও তো তাঁর হয়ে গেছে সবচেয়ে বড় পরিবার। এই ভাইদেরই একজন, চার ভাইয়ের সবচেয়ে বড়জন মাফুজার রহমান ভাইয়ের হয়ে পুরস্কার নিয়ে বললেন, 'আমাদের আদরের সবচেয়ে ছোট ভাইটি এখন তো শুধু আমাদের পরিবারের নয়; দেশেরই সব পরিবারের আপনজন হয়ে গেছে। দোয়া করবেন, যেন দেশের জন্য আরও গৌরব নিয়ে আসতে পারে।'

টানা ক্রিকেটের ধকল তো আছেই,

মুস্তাফিজের হয়ে পুরস্কার নিলেন তাঁর বড় ভাই মাফুজার রহমান ● প্রথম আলো

সেই সঙ্গে আছে তাঁকে ঘিরে মানুষের অন্তহীন উৎসাহ। মাত্রই আইপিএল খেলে ফিরেছেন। বাড়ি ছেড়ে কখনো এত দিন দূরে থাকেননি। কথা ছিল দেশে ফিরে ঢাকায় মামার বাসায় বিশ্রাম নিয়ে বিসিবির ফিজিওর কাছে নিজের ফিটনেসের সর্বশেষ অবস্থার পরীক্ষা দিয়ে তবেই বাড়ি ফিরবেন। এর ফাঁকে আসবেন অনুষ্ঠানেও। সেভাবে সব আয়োজন করেও রাখা হয়েছিল।

কিন্তু দেশের বিমানবন্দরে পা রাখতেই মন আর টানল না। বিদেশের মাটিতে থাকলে দেশ মায়ের বুকে ফিরতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আর দেশে ফিরলে সাদাসিধে মায়ের ঘামভেজা আঁচলের কোলে। আইপিএল খেলে ফিরে ফিটনেস পরীক্ষা দিয়েই ফিরে গেছেন সেই চিরচেনা গ্রামে। পাঁচতারকা হোটেলের কৃত্রিম নীলচে জলে সাঁতরে কি আর মন ভরে? গ্রামের পুকুরের সোঁদা জলেই না আসল মজা! কবুতরগুলোর খোঁজ নেওয়াও তো বাকি।

বড় ভাই মাফুজার ফোন করে খবরটা দিলেন ছোট ভাইকে। মুস্তাফিজ দুকূলপ্লাবী ভালোবাসায় আপ্লুত। ফোনেই বললেন, 'পাঠক আর বিচারক দুই পুরস্কারই পেয়েছি, এ জন্য আরও বেশি ভালো লাগছে। সবার দোয়া চাই। সাকিব ভাই, মুশফিক ভাইয়েরা আগে পেয়েছেন। আমি তাড়াতাড়িই পেয়ে গেলাম।'

দলের দুই বড় ভাইকে হারিয়ে পুরস্কার জিতেছেন, এ নিয়ে খেপাবে না তো? একটু খুনসুটি হলেও হতে পারে। তবে মুস্তাফিজ তৈরি, 'সবাই তো আমার বড় ভাই, অনেক আদর করে। তিন লাখ টাকা পুরস্কার পেয়েছি। তামিম–রিয়াদ ভাইরে খাইয়ে দেবানে। দলের সবাইরেই খাওয়ানো দরকার।'

বললেন, 'আরও ভালো করতে চাই।' কী হতে পারে সেই আরও ভালো! প্রতি ম্যাচেই তাহলে সাত-আটটা করে উইকেট নিতে হবে! রসিকতাটা বুঝলেন। ফোনের ও প্রান্ত থেকে সরল হাসিটা স্পষ্ট বোঝা গেল। বললেন, 'তাইলে দোয়া করবেন, যেন এই রকমই থাকতে পারি।'

'এই রকমই' থাকতে চাওয়া শুধু বোলিংয়ের দুর্বোধ্যতায় নয়; মানুষ মুস্তাফিজের আশ্চর্য রকম সরলতাতেও!

নানির জন্য ডি মারিয়ার কান্নাভেজা গোল

গোলটা সদ্যপ্রয়াত নানিকে উৎসর্গ করলেন ডি মারিয়া ● ছবি : এএফপি

৬ জুন চিলির বিপক্ষে গোল করেই ছুটে গেলেন ডাগ–আউটের দিকে। একটা সাদা টি–শার্ট উঁচিয়ে ধরলেন। সেখানে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা কথাটা বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'নানি, এই গোলটা তোমার জন্য।' ম্যাচের পর তো সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে একেবারেই ভেঙে পড়লেন অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। কান্নাভেজা চোখ আর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ অনুচ্চারে জানিয়ে দিচ্ছিল, প্রিয় মানুষকে হারানোর শোকে কতটা বিহ্বল তিনি।

খবরটা পেয়েছিলেন ম্যাচের আগের দিন রাতে। ছোটবেলা থেকে যাঁর কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছেন, সেই প্রাণপ্রিয় নানি আর নেই। অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার জন্য শোকটা সহ্য করা কঠিনই ছিল। কিন্তু মা তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, নানির জন্য হলেও তাঁকে মাঠে নামতে হবে। পরে ম্যাচ শেষে ডি মারিয়াও কাঁপা কাঁপা গলায় সেটিই বললেন, 'জাতীয় দলে খেলার জন্য নানি সব সময় আমাকে নিয়ে গর্ব করতেন। তাঁর জন্যই আমি আজ মাঠে নেমেছি।'

ডি মারিয়া শুধু মাঠেই নামেননি, চিলির সঙ্গে ২-১ গোলের জয়ে আর্জেন্টাইন আক্রমণের প্রাণভোমরাও হয়ে ছিলেন। এভার বানেগার পাস থেকে প্রথম গোলটা করেছেন, পরে আবার বানেগাকে দিয়ে করিয়েছেন দ্বিতীয়টি। ম্যাচটা এর চেয়ে স্মরণীয় আর কীভাবে করতে পারতেন তিনি!

নানির মৃত্যুর পর ডি মারিয়া ইনস্টাগ্রামেও একটা পোস্ট দিয়েছেন। নানির সঙ্গে নিজের ছবিতে লিখেছেন, 'আমার প্রিয় বুড়ি মা, এবার তোমার বুড়োর পাশে শান্তিতে ঘুমাও। যেসব শিক্ষা আমাকে দিয়েছ, সেগুলো ধরে রাখতে পারার জন্য আমি গর্বিত। তোমার জন্য হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসা।'

আকিবকে পাচ্ছে না বিসিবি

বাংলাদেশ দলের সম্ভাব্য নতুন বোলিং কোচ হিসেবে বেশ কয়েকজনের নামই শোনা গেছে শুরুতে। তবে বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পরশু আলাদা করে বলেছিলেন আকিব জাভেদের কথা। আজকের মধ্যেই আকিবের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, এমনটাই জানিয়েছিলেন। তবে অপেক্ষার সমাপ্তি ঘটে গেছে সোমবারই। পাকিস্তানের সাবেক এই ফাস্ট বোলার বিসিবিকে জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশ দলের বোলিং কোচের দায়িত্ব তিনি নিচ্ছেন না।

৬ জুন সন্ধ্যায় বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী ব্যাখ্যা করেছেন আকিবের বাংলাদেশের প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ার কারণ, 'বাংলাদেশে আসার ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কিন্তু আজ (গতকাল) আকিব জানিয়েছেন, লাহোর কালান্দার্স তাঁকে এ মুহূর্তে ছাড়তে রাজি নয়। আমরা তাই এখন অন্য কোচদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।' তালিকায় কারা আছেন, সেটা বলতে রাজি হননি প্রধান নির্বাহী। তবে এর আগে আকিবের সঙ্গে সম্ভাব্য কোচ হিসেবে নাম এসেছিল শ্রীলঙ্কার চম্পকা রমানায়েকে ও চামিন্ডা ভাস এবং ভারতের ভেঙ্কটেশ প্রসাদের।

আকিবকে বিসিবি বছরে দুই শ দিন কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছিল বলে জানিয়েছেন নিজাম উদ্দিন। জাতীয় দলের সঙ্গে তো বটেই, দায়িত্ব নিলে একাডেমি এবং হাইপারফরম্যান্স ইউনিটও থাকত তাঁর কার্যপরিধির আওতায়। সারা বছর বাংলাদেশে থাকতে হবে না বলেই নাকি আকিব আশাবাদী ছিলেন, লাহোর কালান্দার্স হয়তো তাঁকে ছাড়বে। কিন্তু সেটা হয়নি। 'লাহোর কালান্দার্সের সিইও এবং মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আকিব বুঝেছেন তাঁর পক্ষে বিসিবির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া সম্ভব হবে না। ওখানে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আছেন। মালিকপক্ষ তাকে দুই শ দিনের জন্য ছাড়তে রাজি হয়নি।'

আকিব যে বিসিবিকে 'না' করে দিয়েছেন, সেটা পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এসেছে কালই। দৈনিক দ্য নেশন আকিবকে উদ্ধৃত করেছে এভাবে, 'বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আমাকে বোলিং কোচ পদে নিয়োগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু আমি মনে করি, এই দায়িত্ব নেওয়ার সময় এটি নয়। আমি অল্প কিছুদিন আগে লাহোর কালান্দার্সে যোগ দিয়েছি। এ মুহূর্তে আমার পিএসএলের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।'

আরব আমিরাতের প্রধান কোচের পদ ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি আকিব পিএসএলের দল লাহোর কালান্দার্সের অন্যতম পরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হওয়ারও ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু পরে পিসিবি এই পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করলে তিনি আবেদন করেননি।

বিকেএসপিতে তামিম-সুবাস

তামিম ইকবালের সামনে বৃষ্টিই যা একটু বাধা হতে পারল! তা-ও ক্ষণিকের জন্য। ৬ জুন বিকেএসপিতে ক্রিকেট কোচিং স্কুলের (সিসিএস) বিপক্ষে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে সুবাস ছড়িয়েছেন বাংলাদেশ দলের বাঁহাতি ওপেনার। তুলে নিয়েছেন এবারের লিগে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি। তামিমের সেঞ্চুরিতে ৯ উইকেটে জয়ের সঙ্গে সুপার লিগও নিশ্চিত করেছে আবাহনী।

১৯ এপ্রিল ফতুল্লায় প্রাইম ব্যাংকের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে ১৩৯ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলে প্রতিপক্ষদের সতর্কবার্তাই দিয়েছিলেন তামিম। লিগে ৯০, ৬৩, ৫৫, ৫৪ রানের ঝলমলে কয়েকটি ইনিংস থাকলেও কেন যেন তিন অঙ্ক ছুঁতে পারছিলেন না আবাহনী অধিনায়ক। লিগের প্রথম পর্বের শেষ রাউন্ডে এসে সেঞ্চুরির দেখা পেলেন তামিম।

সিসিএসের দেওয়া ২০৬ রান তাড়া করতে নেমে ১২ ওভার শেষে আবাহনীর রান ১ উইকেটে ৬২। তামিম অপরাজিত ৩৯ বলে ৩২ রানে। এর পরই নামে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর খেলা শুরু হলে ডাকওয়ার্থ-লুইস পদ্ধতিতে আবাহনীর নতুন লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৫ ওভারে ১৬৮ রান। ১২ ওভারে ৬২ রান করায় তখন সমীকরণ নেমে আসে ২৩ ওভারে ১০৬ রানে। এমন সমীকরণে জেতা কঠিন না হলেও তামিমের জন্য তিন অঙ্ক ছোঁয়াটা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ।

চ্যালেঞ্জটা নিলেন তামিম। ৫৬ বলে করলেন হাফ সেঞ্চুরি। ফিফটিকে সেঞ্চুরিতে রূপ দিতে খেললেন মাত্র ২৭ বল। কাভার ড্রাইভের নেশাতেই যেন পেয়ে বসেছিল বাঁহাতি ওপেনারকে। ৬৮ রান করেছেন বাউন্ডারি থেকে, অধিকাংশই মেরেছেন কাভার দিয়ে। সিসিএসের বাঁহাতি স্পিনার সালেহ আহমেদকে একবার মারলেন সোজা উড়িয়ে। বল উড়ে গিয়ে পড়ল বিকেএসপির পাঁচিলের ওপারে!

তামিমকে দারুণ সঙ্গ দিয়েছেন নাজমুল হোসেন। দ্বিতীয় উইকেটে দুজনের অবিচ্ছিন্ন ১৬০ রানের জুটিতেই সহজ এক জয় পায় আবাহনী। নাজমুল অপরাজিত থাকেন ৫৩ রানে।

টানা তিন ম্যাচে হেরে একটা পর্যায়ে সুপার লিগ খেলাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল আবাহনীর। একটা সময় সমীকরণ এমন ছিল, নিজেদের বাকি ৪ ম্যাচের প্রতিটিই জিততে হবে আকাশি-হলুদদের। নানা বিতর্ক ও সমালোচনা পেরিয়ে বিকেএসপিতেই একে একে গাজী গ্রুপ, প্রাইম দোলেশ্বর, প্রাইম ব্যাংক ও সিসিএসকে হারিয়ে দাপটের সঙ্গেই শেষ ছয়ে পা রাখল আবাহনী। ১১ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে দলটি এখন দ্বিতীয় স্থানে।

একটা সময় যাদের সুপার লিগই ছিল অনিশ্চিত, তারাই এখন শিরোপার দৌড়ে বেশ এগিয়ে!

ফ্রান্সই সবচেয়ে ভালো!

শুক্রবার রাতে পর্দা উঠছে ইউরোর। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত দলগুলো। প্রস্তুতির নামে ক্রোয়েশিয়া ৪ জুন অবশ্য একটু বাড়াবাড়িই করে ফেলল! পুঁচকে স্যান মেরিনোকে সামনে পেয়ে গোল-উৎসবে মেতে উঠল দলটি। প্রথম পাঁচ মিনিটেই ২ গোল, প্রথমার্ধ শেষে ৬ গোল। শেষ পর্যন্ত ১০ গোল করে থেমেছে পূর্ব ইউরোপের দেশটি। হ্যাটট্রিক করেছেন মারিও মানজুকিচ ও নিকোলা কালিনিচ।

হ্যাটট্রিক না পেলেও ইউরোর প্রস্তুতি ভালোভাবেই সেরেছেন ফ্রেঞ্চ স্ট্রাইকার অলিভিয়ের জিরু। তাঁর জোড়া গোলেই শনিবার স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জিতেছে ফ্রান্স। ৮ ও ৩৫ মিনিটে তাঁর গোলের পর প্রথমার্ধের শেষ দিকে তৃতীয় গোলটি করেন জিরুরই আর্সেনাল-সতীর্থ লরাঁ কসিয়েলনি। দ্বিতীয়ার্ধে পুরো সময়টি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেও আর গোল করতে পারেনি ফ্রান্স। তবে খেলায় তাদের এমনই আধিপত্য ছিল যে স্কটল্যান্ডের কোচ গর্ডন স্ট্রাচান সব ভুলে মেতে উঠলেন প্রতিপক্ষের প্রশংসায়, 'ওদের (ফ্রান্স) চেয়েও যদি ভালো কোনো দল থাকে, তবে অসাধারণ একটি ইউরো দেখতে যাচ্ছি আমরা।'

স্ট্রাচানের কথা সত্য হবে কি না সেটি ভবিষ্যৎই বলে দেবে। তবে স্পেনের পর আরেকটি ডাবল (বিশ্বকাপ ও ইউরো) জয়ের স্বপ্ন দেখা জার্মানিও ফর্ম ফিরে পেয়েছে। স্লোভাকিয়ার কাছে ৩-১ গোলের পরাজয় ভুলে হাঙ্গেরিকে ২-০ গোলে হারিয়েছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। পরশু গেলসেনকির্চেনে ৫৯ সেকেন্ডেই গোল পেতে পারত জার্মানি, কিন্তু জুলিয়ান ড্রেক্সলারের গোলটি অফসাইডের অজুহাতে বাতিল করা হয়। পরে দুই অর্ধের দুই গোলে হাসি নিয়েই মাঠ ছেড়েছে জার্মান বাহিনী। এএফপি, রয়টার্স।

বিদায় 'দ্য গ্রেটেস্ট'

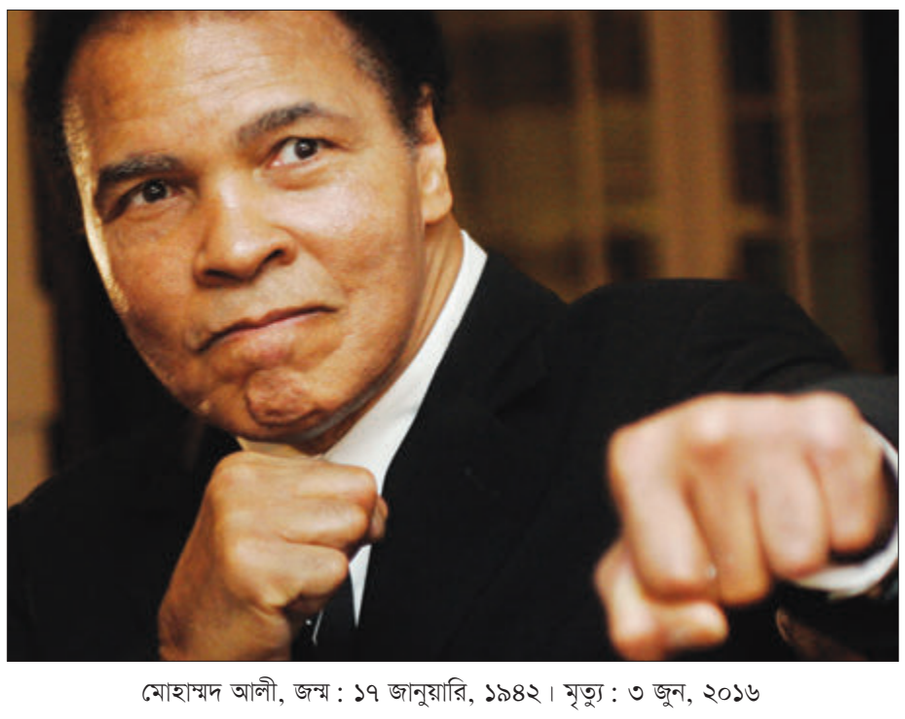
মোহাম্মদ আলী, জন্ম : ১৭ জানুয়ারি, ১৯৪২। মৃত্যু : ৩ জুন, ২০১৬

প্রজাপতি আর উড়বে না...

কামরুল হাসান

প্রজাপতির মতো উড়ো, হুল ফোটাও মৌমাছির মতো! কথাটা এত বিখ্যাত হয়ে গেছে, এখন আর বলে দিতে হয় না যে, এটা মোহাম্মদ আলীকে নিয়ে বলা। তাঁর ট্রেনার ডিউ ব্রাউন নাকি প্রথমে বলেছিলেন, পরে আলী এটি এমনভাবে আত্মস্থ করেছেন এবং এতবার বলেছেন যে, তাঁর নিজেরই কথা হয়ে গেছে। বক্সিং রিংয়ে প্রতিপক্ষের সামনে আলীকে দেখেও যেন এটাই মনে হতো। উড়ছেন প্রজাপতির মতো, হুল ফোটাচ্ছেন মৌমাছির মতো। কী অসাধারণ উপমা! শিল্পী না হলে কাউকে নিয়ে এমন উপমা তৈরি হয়!

বক্সিং ও শিল্প শব্দ দুটি পাশাপাশি শুনলে বৈপরীত্যটা কানে বাজে একটু। এমন ভয়ংকর একটি খেলা কী করে শিল্প হয়! এ তো স্রেফ মারামারি। বক্সিং নিয়ে একটা দীর্ঘ সময় বেশির ভাগ মানুষের ধারণা কিন্তু তা-ই ছিল। তারপর ক্যাসিয়াস ক্লে (পরবর্তী সময়ে নাম বদলে মোহাম্মদ আলী) এলেন এবং বদলে দিলেন সেই ধারণাটা। মারামারির খেলাটাকে নিয়ে গেলেন শিল্পের পর্যায়ে। আর তিনি নিজে হয়ে গেলেন সেই খেলাটার সবচেয়ে বড় শিল্পী। যাঁকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না।

সেই মুগ্ধতা এতটাই যে রিংয়ে তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীও রিংয়ের বাইরে হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সবচেয়ে বড় গুণমুগ্ধ। নইলে কি আর ৩ জুন তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে স্তব্ধ হয়ে পড়েন জর্জ ফোরম্যান! জীবনের একটা বড় অংশ যিনি আলীর সঙ্গে রিংয়ে লড়ে কাটিয়েছেন, অলিম্পিক সোনাজয়ী ও দুবারের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন সেই ফোরম্যান টুইট করেছেন, 'আলী, ফ্রেজিয়ার ও ফোরম্যান, আমরা সবাই একই সত্তা ছিলাম। আমার একটা অংশ আজ খসে গেল। সবচেয়ে বড় অংশ!'

আলীর আরেক বড় প্রতিপক্ষ, সম্ভবত সবচেয়ে বড়, জো ফ্রেজিয়ার না-ফেরার দেশে চলে গেছেন বছর পাঁচেক আগেই। নইলে তিনিও কি একই কথা বলতেন না! ২০১১ সালের নভেম্বরে ফ্রেজিয়ারের শেষকৃত্যে খুব অল্প যে কয়েকজন পারিবারিক বন্ধু উপস্থিত ছিলেন, আলীও ছিলেন তাঁদের একজন।

কিংবদন্তি আলীর মৃত্যুসংবাদটা সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছেন বক্সিং বিশ্বেই। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মাইক টাইসন যেমন টুইটারে লিখেছেন, 'ঈশ্বর আজ তাঁর চ্যাম্পিয়নকে নিয়ে যেতে এলেন। চিরবিদায় কিংবদন্তি।'

সাবেক হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ইভান্ডার হলিফিল্ড লিখেছেন, 'আমি খুশি যে মোহাম্মদ আলীকে দেখেছি। যখন ছোট ছিলাম, আট বছর বয়স ছিল, সবাই বলত, আমি আলীর মতো হব।' আলীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'চাপটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে "আমিই সবার সেরা" বলে ফেলা খুব কঠিন কাজ। এতে আপনি নিজেকে এমন এক জায়গায় নিয়ে আসেন, যেখানে মানুষ সহজেই আপনার দিকে আঙুল তুলতে পারে। কিন্তু মোহাম্মদ আলী এটাই করতেন। তিনবার হেভিওয়েটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিলেন তিনি, কী দুর্দান্ত অর্জন!'

ফিলিপাইনের সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বক্সার ম্যানি প্যাকিয়াও টুইট করেছেন, 'আজ আমরা একজন কিংবদন্তিকে হারালাম। বক্সিং মোহাম্মদ আলীর প্রতিভা থেকে উপকৃত হয়েছে। তবে তার চেয়েও বেশি তাঁর মনুষ্যত্ববোধ থেকে উপকৃত হয়েছে মানবতা।'

আসলেই তো। শুধুই একজন বক্সার থেকে আলী যে ইতিহাসের অন্যতম সেরা ক্রীড়াব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন, সেটা তো তাঁর মানবতার গুণেও। নৈতিক কারণে ভিয়েতনাম যুদ্ধের যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। সে জন্য তাঁর পদক কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তিন বছর বক্সিং রিংয়ে নামতে পারেননি, জেলেও যেতে পারতেন। কিন্তু আলী মাথা নোয়াননি কখনো। তাঁর মৃত্যুর পর ওয়ার্ল্ড বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন বিবৃতিতেও আলীর সেই মানবিক বোধের জয়গান, 'বক্সিং কিংবদন্তি, যিনি সমাজের সঙ্গেও লড়েছেন। সব সময় তাঁর আদর্শের জন্য লড়েছেন। পুরো বিশ্ব আজ এমন একজন মানুষের মৃত্যুর জন্য শোক পালন করবে, যিনি লড়েছেন আরও ভালো সমাজ গড়ার জন্য।'

এ ভালোবাসা আর সম্মান শুধুই বক্সিং বিশ্ব, অ্যাথলেট কিংবা তারকাদের কাছ থেকে এসেছে, এমন নয়। একেবারে সাধারণ ক্রীড়াপ্রেমীদের মনেও তিনি আলাদা জায়গা করে রেখেছেন সব সময়ের জন্য। তাঁর অন্য ভুবনে চলে যাওয়ার খবরে তাই তাঁদের অনেকেই টুইট করেছেন, প্রজাপতি আর উড়বে না, হুল ফোটাবে না মৌমাছি।

আসলেই তো, আলী যে এখন চিরনিদ্রায়!

ওরা ২৫ জন ও আইয়ুব বাচ্চু

জাহীদ রেজা নূর

‘রাত সাড়ে ১২টায় মোবাইল ফোনের মেসেঞ্জারে একটি মেসেজ : ভাই, লিংকটা দেইখেন।’

মেসেজটা চারুকলা-পাস ব্যান্ড সংগীত শিল্পী মনোয়ারুল হকের পাঠানো।

আইয়ুব বাচ্চুর লিংক। ফেসবুকে এই রকস্টার তাঁর ভক্তদের গান লেখার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রথমে তিনি লিখে দিয়েছেন দুই লাইন।

‘একজন মানুষ তপ্ত রোদে পুড়ে,
ঘাম ঝরে তার সারা শরীরটা জুড়ে।’

এরপর তাঁর ভক্তরা যোগ করেছেন নতুন লাইনগুলো। ফেসবুকে সেদিন যেন দেখা গিয়েছিল সৃষ্টিসুখের উল্লাস। একের পর এক পঙ্‌ক্তি আসতে থাকে আর রোমাঞ্চিত হন আইয়ুব বাচ্চু। গড়ে ওঠে পুরো একটি গান। বিশাল তার দৈর্ঘ্য।

লিংকটা দেখে মনোয়ারুলকে লিখি, ‘বাচ্চু ভাইয়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলা যায়?’

‘চেষ্টা করে দেখি।’

কিছুক্ষণ পর মনোয়ারুলের মেসেজ, ‘ভাই, আপনি এলে বাচ্চু ভাই কথা বলবেন।’

বললাম, ‘তথাস্তু।’

এবিস কিচেনে

৫ জুন পড়ন্ত বিকেলে মনোয়ারুল হক, সাজিদ আর আমি পৌঁছে যাই এবিস কিচেনে। মাথায় ক্যাপ, কালো পোশাকে আইয়ুব বাচ্চু এলেন। তাঁর সঙ্গে সখ্যের মূল মিলনক্ষেত্র হলো আজম খান। আমরা একটা পুরো প্রজন্ম আজম খানের বলিষ্ঠ উচ্চারণের ছায়ায় গড়ে উঠেছিলাম। তাই আইয়ুব বাচ্চুর সঙ্গে কথোপকথন শুরু হলে ঘুরেফিরে পপ সম্রাট আজম খানের কথা চলে আসে। সে এক অন্য ইতিহাস। এখানে বরং আমরা দৃষ্টি রাখি ২৫ জনে মিলে লেখা গানটির বিষয়ে।

বললাম, ‘গানটির জন্ম-ইতিহাসটা বলবেন বাচ্চু ভাই?’

‘নিশ্চয়ই বলব, ভাই। এ জন্যই তো আপনার সঙ্গে কথা বলা! শোনেন, হঠাৎ মাথায় একটা ভাবনা এল। একজনের লেখা আর সুরে ২৫ জন, ৫০ জন, ১০০ জন বা আরও বেশি মানুষ গান করেছে। কিন্তু বিষয়টা যদি রিভার্স করি, পাল্টে দিই, তাহলে কেমন হয়? যাঁরা আমাদের গান শোনেন, তাঁরা কি দু কলম লিখতে পারেন না? তাঁদের কেউ কি প্রেমিকাকে চিঠি লেখেন না? তখন আমি ফেসবুকে এই আহ্বান জানাই। মনোয়ারুল হক আমাকে খুব সহযোগিতা করেছে। আমি প্রথম দুই লাইন লিখে ছেড়ে দিলাম ফেসবুকে। তারপর একের পর এক লাইন আসতে থাকল। দারুণ এক একটা লাইন! প্রথমে তা একটু এবড়োখেবড়ো ছিল, অর্থাৎ যেখানে যে লাইনটা বসলে ভালো লাগবে, সেখানে তা ছিল না। মনোয়ারুল মানে মনি বলল, “ভাই আপনি চিন্তা করবেন না। আমি রেডি করে দেব।” সেগুলো ঠিকঠাক করে একটা রূপ দিল।’

শ খানেক লাইন পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তার কিছু ছিল যা মূল বিষয়ের সঙ্গে যায় না।

বাচ্চু বললেন, ‘দেখেন, যদি আমি একটি গানের বিষয় ঠিক করি ফোন, ফোনটা আমার। তাহলে আপনি লিখতে পারেন, এই ফোনের নম্বরটা আমার, রংটা আমার ইত্যাদি। কিন্তু আপনি যদি বালেন ফোনটা আমার, গাড়িটা আমার, বাড়িটা আমার—তাহলে তো টপিকের সঙ্গে তা যাবে না। সে রকম যা এসেছিল, তা বাদ দিতে হয়েছে।

রেডি করে মনি বলল, ‘ভাইয়া, এটা তো বড় হয়ে গেছে।’ বললাম, এই গানটা আমি করব। ডিক্লারেশন দিয়ে দাও। সন্ধ্যা সাতটায় আইয়ুব বাচ্চুর পক্ষ থেকে ভক্তদের জানিয়ে দেওয়া হয়, ২৫ জন মিলে লেখা গানটি খুব শিগগিরই গাওয়া হবে।

জয় ফেসবুকের জয়

মজা করেই বললেন রকস্টার, ‘জাকারবার্গকে একটা ধন্যবাদ দিতেই হয়। ওর ফেসবুকের কারণেই আমরা সমবেতভাবে একটা গান লিখতে পারলাম। বাংলাদেশে সম্ভবত এই প্রথম ২৫ জন মানুষ মিলে একটা গান লিখেছে। মনি সাজিয়ে দিয়েছে। আমি এরই মধ্যে সুর করেছি, বারো আনা গেয়েও ফেলেছি। একটু পর আপনারা শুনবেন। বাজিয়ে দেব।’ হাসলেন আইয়ুব বাচ্চু।

‘বুঝলেন, চাইলে ফেসবুকটাকে ভালো কাজে লাগানো যায়। গালাগাল, সমালোচনা করার জায়গায় সৃজনশীল কাজ করলেই ফেসবুকের ভালোটা নিতে পারবেন।’

কাজের শুরু

যাচাই-বাছাই করার পর প্রথম দুই লাইনের পর গানের মুখটা দাঁড়িয়েছে এ রকম :

নেমেছে সে একা পথে কাক ডাকা ভোরে, (নার্গিস আফরোজ চৌধুরী)
তপ্ত দুপুরে কিংবা শীতের প্রহরে ত্রিচক্রের বহরে। (দীপান্বিতা দ্বীপবাসিনী)
তীব্র দহন নোনা শরীরজুড়ে,
মন পড়ে রয় তবু একফালি সোনালি রোদ্দুরে। (নাজিয়া জেরিন হোসেন)
শার্টের বোতাম কিছু গেছে খুলে পড়ে,
জীবন চলে তার প্যাডেল মেরে মেরে। (মনোয়ারুল হক)

এভাবেই এগিয়ে যায় গান। কিন্তু বিশাল এ গানটি সত্যিই মানুষের মন পর্যন্ত পৌঁছাবে কি না, তা নিয়ে ছিল সংশয়। কিন্তু আইয়ুব বাচ্চু সুর করতেই কেটে গেল তা। এ যেন অন্য রকম এক আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছে গানটি।

তারপর ভাবনার সাঁকো বেয়ে...

একটা মিউজিক ভিডিও করার ইচ্ছা। সেখানে একজন মাঝবয়সী রিকশাচালককে দেখা যাবে। বাইরে থেকে ভেসে আসবে গান।

প্রশ্ন করি, ‘হঠাৎ এই থিমটা মাথায় এল কেন?’

হাসলেন রকস্টার। বললেন, ‘যখন প্রথম দুই লাইন লিখেছি, তখন মনি জিজ্ঞেস করেছিল, “ভাই, টপিকটা কী?”

বললাম, সিম্পল। খেটে খাওয়া মানুষ। আমরা তো খেটে খাওয়া মানুষ। কষ্ট করেই তো আয় করি। কিন্তু আমি গান লিখেছি তাদের নিয়ে, যারা আমাদের চেয়ে বেশি কষ্ট করে। ভেবে দেখেন, বৃষ্টির সময় রিকশায় বসে আমরা তো মাথাটা হুডের নিচে বা ছাতার নিচে রাখতে পারছি। কিন্তু রিকশাচালক ওরই মধ্যে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। কিংবা প্রচণ্ড রোদের মধ্যে খালি মাথায় ঠেলছেন রিকশা।

‘জানেন, আমার যে বিষয়টি ভালো লাগছে তা হলো, এই ফেসবুকে গান লেখার ভাবনাটার পর আমার মনে হচ্ছে, আর কিছু না হোক, বেশ কয়েকজন ভালো গীতিকার আমরা পেয়ে যাব। এরা গান নিয়ে ভাববেন। নতুন নতুন গান লিখবেন!

‘গানটায় সুর দিতে গিয়ে ভাবলাম, কোন পথে গেলে আমি গানটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারব? আমার পরিবয়টা কী? আজম খানের যেমন পরিচয় ছিল ‘রেললাইনের ওই বস্তিতে’। তাহলে আমারও সে রকমভাবে আমার পরিচয়ের মধ্যেই থাকতে হবে। ভাবতে ভাবতেই শেষ হলো গানটির সুর করা। এ আমাদের সবার গান।’

আপনার পাশেই রয়ে গেছে প্রতিভা। দূরে যাওয়ার দরকার নেই।’

গান নিয়ে মেতে থাকার এই তিনটি দিন কি আপনাকে একটু অন্য রকম করে তুলেছে?

মন খুলে হাসলেন আইয়ুব বাচ্চু, বললেন, ‘ঠিক ধরেছেন। এই তিনটা দিন আমাকে বদলে দিয়েছে। স্পষ্ট হয়েছে, মানুষ যদি মানুষকে ভালোবাসে, তবে তাঁর কাছে পৃথিবীর আর কিছুই কিছু না।’

তারপর একটু থেমে বললেন, ‘আজম ভাই শিখিয়ে গেছেন, ভালোবাসো, ভালোবাসতেই থাকো, ভালোবাসাই জীবন।’

টার্কিশ এয়ারলাইনসে ‘ঢাকার পোলা’!

ইকবাল হোসাইন চৌধুরী

রানওয়ে ছেড়ে ঝড়ের বেগে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে বোয়িং বিমান। নিচে দেখতে দেখতে ছোট হয়ে আসছে ইস্তাম্বুল নগরী। ৩০ হাজার ফুটের বেশি ওপরে উঠে উচ্চতা স্থির হলো আমাদের হাওয়াই জাহাজটার। টার্কিশ এয়ারলাইনস ফ্লাইটটির যাত্রীদের অনেকে সিটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে আছেন।

টানা প্রায় সাতটি ঘণ্টা কিচ্ছু করার নেই। কী করা যায় ভাবছি। শেষমেশ ভরসা সামনের ভিডিও স্ক্রিন। অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। *ব্যাটম্যান ভার্সেস সুপারম্যান* হলে বসে দেখে ফেলেছি আগেই। *গ্র্যান্ড বুদাপেস্ট হোটেল* পুরোটা দেখা হয়নি। সেটার বাকিটা দেখলাম। আর কোন ছবিটা দেখা যায়? বাংলাদেশ লিখে সার্চ দিলাম, কোনো ছবি আছে কি না? নাহ! কোনো ছবি নেই।

কী আর করা, ক্লিক করলাম ‘ওয়ার্ল্ড সিনেমা’ বিভাগে। ফ্রান্স, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়াসহ নানান দেশের ছবি সেখানে আছে। হঠাৎ করেই চোখ আটকে গেল এক জায়গায়। ভুল দেখছি না তো? না একদম সত্যি। আরে এ যে আমাদের অনন্ত জলিল! সঙ্গে বর্ষাও আছেন। ক্লিক করলাম। চোখের সামনে চলে এল অনন্ত-বর্ষার *নিঃস্বার্থ ভালোবাসা*। এরপর *মোস্ট ওয়েলকাম-২*।

বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়া নয়। কোন এক বিচিত্র কারণে ছবিগুলো আছে দূরপ্রাচ্য ও এশিয়া (ফার ইস্ট অ্যান্ড এশিয়া) বিভাগে। ক্লিক করতেই শুরু হয়ে গেল ছবি। অপরাধী-বদমাশদের ভালো হতে ‘মোস্ট ওয়েলকাম’ জানাচ্ছেন অনন্ত। কিন্তু কে শোনে কার কথা। তাই অনন্ত বেদম পেটাচ্ছেন তাদের।

বাংলাদেশের বিজ্ঞানীর ক্যানসার প্রতিষেধক আবিষ্কারের ঘটনায় বিশ্বজুড়ে তোলপাড়। ভিনদেশি অপরাধীদের খেল খতম করে দিতে হাজির সাহসী পুলিশ অফিসার অনন্ত।

দেখতে দেখতে চলে এল পরের ছবির সেই গান, ‘ঢাকার পোলা, ঢাকার পোলা...ভেরি ভেরি স্মার্ট’। এই গানের সঙ্গে নাচ ইতিমধ্যে ঢাকার বিয়ে, গায়েহলুদের অনুষ্ঠানে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ভিনদেশি এয়ারলাইনসে ৩০ হাজার ফুট উচ্চতায় বসে ‘ঢাকার পোলা’ শুনতে পাব, এটা ভাবনার বাইরে ছিল। টার্কিশ এয়ারলাইনসের ভান্ডারে থাকা নানা দেশের বহু ছবি পারেনি। কিন্তু সাব-টাইটেলসহ অনন্ত জলিলের ‘ঢাকার পোলা’ সত্যি সত্যি মনটা খুশি করে দিল। শাবাশ! ‘ঢাকার পোলা’! শাবাশ!

তিশা-নিশোর গানের দল!

বিট নাটকের শুটিংয়ে অভিনেতা আফরান নিশো ও অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশা

বিনোদন প্রতিবেক

ঢাকার উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টরের একটি শুটিংবাড়ি থেকে ভেসে আসছে গান। ‘মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি/আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই আজ আমাদের ছুটি...’। সেই বাড়িতে ঢুকতেই জানা গেল ‘বিট’ নামের একটি গানের দলের মহড়া চলছে এখানে। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের দল যাবে ফ্রান্সে। তাই সেখানে প্রস্তুতি চলছে জোরেশোরে। তবে এই ‘বিট’ ব্যান্ডের লাইন-আপ বেশ চমকপ্রদ। এ নাটকে বিট গানের দলে দেখা যাবে অভিনেতা আফরান নিশো ও অভিনেত্রী নুসরাত ইমরোজ তিশাকে গান গাইতে। লিড গিটারে থাকছেন মিশু সাব্বির। কিবোর্ড বাজাবেন আইরিন আফরোজ। বেজে জয়নাল জ্যাক ও ড্রামসে আশরাফ আলী হিরা থাকছেন।

আসলে, চলছে ঈদ অনুষ্ঠানমালায় প্রচারের জন্য একটি নাটকের শুটিং। গানের দলের নামেই রাখা হয়েছে নাটকের নাম, *বিট*।

নাটকের রচয়িতা ও পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদের সঙ্গে কথা হলো। তিনি জানালেন, বাংলাদেশের গানের দল ফ্রান্সের একটি রিয়েলিটি শো থেকে ডাক পেয়েছে। তাঁদের সেই যাত্রা ও গানের জগৎ নিয়েই এ নাটক।

তিশা এ নাটকে অভিনয় করছেন এক রকগানের শিল্পীর চরিত্রে। অভিনয়শিল্পী নিশোও তাই। নিজের চরিত্রটি নিয়ে নিশো বলেন, ‘বাংলাদেশের একটি গানের দল বিদেশের এক সম্মানজনক অনুষ্ঠানে গাইবার সুযোগ পায়। কিন্তু তাঁরা সেখানে ইংরেজি গান নয়, বাংলা গান গাইবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন।’

বউ বকেছে মোশাররফকে!

মোশাররফ করিম

বিনোদন প্রতিবেদক

‘এতগুলো টাকা তুমি কোথায় পেলে? উল্টাপাল্টা কিছু করোনি তো। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, তুমি উল্টাপাল্টা কিছু করেছ।’ এভাবেই বউ বকছেন মোশাররফ করিমকে! বকাবকি যেন থামছেই না। মোশাররফও বউয়ের কাছে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করতে প্রশ্নের উত্তর দিয়েই চলছেন। বউকে পাল্টা বলছেন, ‘আমাকে কি তোমার এমন মনে হয়? আমি তো এখন স্বপ্নের মধ্যে আছি। এই টাকাগুলো আমি স্বপ্নে পেয়েছি। আমি যে স্বপ্নের মধ্যে আছি সেটার বর্তমান কালটা হচ্ছে টাকাকেন্দ্রিক। আর স্বপ্নের মধ্যে না থাকলে এতগুলো টাকা কোথায় পাব?’

উত্তরার আপনঘর শুটিং বাড়িতে ৫ জুন এমনই দৃশ্য দেখা গেল। পরিচালকের কাট শব্দে থামলেন স্ত্রী চরিত্রে রূপদানকারী নাজিয়া অর্ষা। ‘স্বপ্ন বিভ্রাট’ নাটকে মোশাররফ ও অর্ষা স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করছেন।

‘স্বপ্ন বিভ্রাট’ নাটকে মোশাররফ হঠাৎ অনেক টাকা পেয়ে বসেন। সেই টাকা বাসায় এনে বিছানার ওপর রেখে দিলে দেখে ফেলেন বউ অর্ষা। এরপর জেরার মুখে পড়তে হয় মোশাররফ করিমকে।

ভাবনা

মোহিনী নাটকের দৃশ্যে ভাবনা

সন্তানসম্ভবা ভাবনা

বিনোদন প্রতিবেদক

চরিত্রগুলোর কারণেই ভাবনাকে চিনতে সুবিধা হয় টিভির দর্শকদের। ধরা যাক বিজলী পতিতা, রসলুন বাইজি কিংবা বাল্যবিবাহের বলি কিশোরী শালুকলতার কথা। চরিত্রগুলোর সঙ্গে কেমন মিলেমিশে গিয়েছিলেন আশনা হাবিব ভাবনা। মনে হতে পারে, লোকচক্ষুর বাইরের চরিত্রগুলোর জন্য নির্মাতারা ভেবে রাখেন ভাবনার কথা। সে রকম আরও একটি চরিত্র ‘মোহিনী’। এ নামের নাটকেই দেখা যাবে তাঁকে।

মোহিনী চলচ্চিত্রের নায়িকা। কুমারী নায়িকা হয়ে পড়েন সন্তানসম্ভবা। সন্তানসম্ভবা নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে তাঁকে ধারণ করতে হয়েছে সেই বেশ। উত্তরার একটি বাড়িতে চলছে নাটকটির শুটিং। ওই বেশেই অনেকটা সময় সারা বাড়ি ঘুরে বেড়িয়েছেন, ছবি তুলেছেন। নাটকের জন্য দৃশ্য ধারণ চলছে, তবু কেন এ অবস্থায় ছবি তুলতে হবে? জানতে চাইলে ভাবনা বলেন, ‘প্রেগন্যান্ট হলে নিজেকে কেমন লাগবে সেটা বোঝার জন্য। ভালোই লাগছে, শট না থাকলেও ওই গেটআপে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেছি।’

নিজের চরিত্রগুলো নিয়ে ভাবনা বলেন, ‘কাজ করার আগে চরিত্রটা ভালো করে বুঝে নিই। সতর্ক থাকি, আমার অন্য কোনো নাটকের চরিত্রের সঙ্গে যেন মিলে না যায়। একটু চ্যালেঞ্জ থাকলে সেই চরিত্রে বাড়তি আগ্রহ থাকে আমার।’

সন্তানসম্ভবা চরিত্রে অভিনয় করাটা কুমারী নারীর জন্য একটু কঠিন নয় কি? উত্তরে ভাবনা বললেন, ‘নাটক, সিনেমায় এ ধরনের চরিত্র অনেক দেখেছি। বাস্তবে পরিবার, আত্মীয়স্বজনের ভেতরে সন্তানসম্ভবা মায়েদের চলাফেরা লক্ষ করেছি। ফলে চরিত্রটা আমার জন্য খুব একটা কঠিন নয়। তা ছাড়া এটা নাটকের অল্প একটু অংশ। বাকিটায় তো আমি সিনেমার নায়িকা।’

গত বৃহস্পতিবার থেকে উত্তরায় *মোহিনী* নাটকটির দৃশ্য ধারণ শুরু হয়েছে। ঈদুল ফিতরে নাটকটি দেখানো হবে এশিয়ান টেলিভিশনে। এতে ভাবনার সহশিল্পী রাজীব সালেহীন। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন অনিমেষ আইচ।

মেয়ে গাইলেন পপগুরুর গান

বিনোদন প্রতিবেদক

পপগুরু ও শিল্পী আজম খানের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী ছিল ৪ জুন। এ উপলক্ষে ওই দিন বৈশাখী টেলিভিশনের সরাসরি গানের অনুষ্ঠান ‘সময় কাটুক গানে গানে’ অনুষ্ঠানে তাঁর অশ্রুত গানগুলো গাইলেন বড় মেয়ে ইমা খান। এবারই প্রথম টেলিভিশনে সরাসরি গানের অনুষ্ঠানে দেখা গেল তাঁকে।

বাবাকে নিয়ে ইমা খান বলেন, ‘বাবা চাইতেন আমি যেন নিয়মিত গান করি। আমাকে তিনি গান শেখার স্কুলেও ভর্তি করিয়েছিলেন। অতি উৎসাহী বাবা আমাকে গিটারও শিখিয়েছেন। আফসোস, টিভি পর্দায় বাবা আমার গান গাওয়া দেখে যেতে পারেননি।’

অনুষ্ঠানে ইমা খান আজম খানের গাওয়া ‘ও মন রসনা’, ‘শহর থেকে অনেক দূরে’, ‘আমি লালনও নই, রবিও নই’ গান তিনটি গেয়েছেন।

টেলিভিশনে সরাসরি গান গাওয়ার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

ইমা বলেন, ‘ঠান্ডা লাগায় শুক্রবার রাতে ভালোমতো গান গাইতে পারিনি। বাবা যে গানগুলো মঞ্চে খুব একটা গাইতেন না, কিন্তু তাঁর খুব প্রিয় ছিল, সে গানগুলো করেছি। তরুণ প্রজন্ম তাঁর জনপ্রিয় গানগুলো বেশি শোনে। তাঁর বন্ধু-সহশিল্পীরাও জনপ্রিয় গানগুলোই বেশি গেয়ে থাকেন। কিন্তু বাবার আরও কত সুন্দর সুন্দর গান আছে। ওসব কেউ গায় না। তাই জীবনের প্রথম সরাসরি গানের অনুষ্ঠানে বাবার পছন্দের অশ্রুত গানগুলো গেয়ে ভালো লেগেছে।’

আজম খানের সঙ্গে মেয়ে ইমা খান ● ছবি : সংগৃহীত

বাবা আজম খানের গান নিয়ে কোনো পরিকল্পনা আছে? ইমা বললেন, হ্যাঁ, এ বিষয়ে ভাবছেন তিনি।

9 June 2016, 26 Jaistha 1423, 3 Ramzan 1437 বৃহস্পতিবার ৯ জুন ২০১৬, ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, ৩ রমজান ১৪৩৭

প্রথম আলো

বৈঠক সৌদি আরবের জেদ্দায় আন্দালুসে সৌদি বাদশাহর আলসালাম প্রাসাদে বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আলসৌদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠকে দুই নেতা বাংলাদেশ ও সৌদি আরব বিশ্বশান্তি, উন্নয়ন এবং মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার করেন ● বাসস

উ ড্ডা ব ন

কৃত্রিম প্রবালপ্রাচীর

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনের জলসীমায় চার বছর আগে স্থাপন করা হয়েছিল কৃত্রিম ডুবোপাহাড় বা প্রবালপ্রাচীর। সেখানে ইতিমধ্যে গড়ে উঠেছে প্রাণের বসতি। উপকূল থেকে খানিকটা দূরের ওই গোপন জায়গায় অনানুষ্ঠানিক পরিদর্শন শেষে বিশেষজ্ঞরা এমন দাবিই করেছেন।

এখন সমস্যাটা দেখা দিয়েছে অন্য জায়গায়। সেখানে মাছের বসতি রয়েছে বুঝতে পারে হানা দিচ্ছে শিকারিরা। এভাবে মাছ শিকারি মানুষের আনাগোনা শুরু হয়েছে বলে প্রমাণ মিলেছে। এতে কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন। কারণ, বিপন্ন সামুদ্রিক প্রাণীরা ইতিমধ্যেই হুমকির মুখে পড়েছে। তাদের বাঁচাতেই তো ওই সংরক্ষিত কৃত্রিম প্রবালপ্রাচীরটি তৈরি করা হয়েছে।

সাগরের পানির নিচে এ রকম ১০টি কৃত্রিম প্রবালপ্রাচীর বসানো হয়েছে। আর সে জন্য সাগরতলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে বিশেষ নকশায় তৈরি আড়াই হাজার ফাঁপা কংক্রিট বল। ১০ লাখ বাহরাইনি দিনারের এ প্রকল্পে এনভায়রনমেন্ট অ্যারাবিয়ার অংশীদার ছিল এইসিওএম। সামুদ্রিক প্রাণী রক্ষার এ উদ্যোগে বাহরাইন সরকারও অর্থায়ন করেছে।

এইসিওএমের পরিবেশবিদ ক্রেইগ থ্যাকারে বলেন, প্রায় ১৮ মাস পরে তাঁরা ডুবুরি পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ওই কৃত্রিম ডুবোপাহাড়ে মাছ শিকারের চিহ্ন পেয়েছেন। তবু সেখানে প্রবালপ্রাচীরের বিকাশ থামেনি।

বাহরাইনের উত্তর ও পূর্ব উপকূলের কাছাকাছি এসব কৃত্রিম প্রবালপ্রাচীর স্থাপন ও পর্যবেক্ষণে দুই বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এইসিওএম। থ্যাকারে বলেন, জেলেদের কবল থেকে জায়গাটি রক্ষা করা অপরিহার্য। কারণ, তাঁরা জায়গাটির আরও ক্ষতি করতে পারেন। পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে, একটি নৌকা প্রায় ২০০ মাছ জালে আটকে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সব মাছ একসময় আটকা পড়বে এবং প্রবাল ধ্বংস হয়ে যাবে।

পরিদর্শনকালে এইসিওএমের ওই বিশেষজ্ঞরা আরও একটি দ্বীপে মাছ ধরার জাল জড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। এটা সেখানে

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

সাগরে পানির নিচে গড়ে তোলা কৃত্রিম প্রবালপ্রাচীর ও ডুবোপাহাড় ● সৌজন্যে গালফ ডেইলি নিউজ

বাকি সাজা স্বদেশে ভোগ করার পক্ষে এমপিরা

বাহরাইনে দীর্ঘমেয়াদি দণ্ডপ্রাপ্ত অভিবাসী

বাহরাইন প্রতিনিধি ●

বাহরাইনের পার্লামেন্টের সদস্যরা (এমপি) দীর্ঘমেয়াদি দণ্ডপ্রাপ্ত অভিবাসী কয়েদিদের বাকি সাজা খাটতে নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার পক্ষে। গত ৩১ মে পার্লামেন্টে এক ভোটাভুটিতে তাঁরা এমনই রায় দিয়েছেন।

খুন, ডাকাতিসহ বিভিন্ন ফৌজদারি অপরাধের দায়ে বাহরাইনে বসবাসরত অনেক অভিবাসীর সাজা হয়েছে। এঁদের মধ্যে অপরাধ বিবেচনায় অনেকের দীর্ঘমেয়াদি সাজা হয়েছে। তাঁরা এখন বাহরাইনের কারাগারে সাজা ভোগ করছেন।

মাঝেমধ্যে স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ দেয় কারা কর্তৃপক্ষ। কিন্তু পরিবার বা স্বজনদের কেউ এখানে না থাকায় কারও সঙ্গে তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। পরিবারের কোনো খোঁজখবরও তাঁরা পাচ্ছেন না।

এ নিয়ে *প্রথম আলোর* উপসাগরীয় সংস্করণে গত ১০ মার্চ 'বাকি সাজা দেশে ভোগ করতে চান' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়। প্রতিবেদনে বাহরাইনের কারাগারে দীর্ঘমেয়াদি দণ্ডপ্রাপ্ত বাংলাদেশি কয়েদিদের সঙ্গে কথা বলে

তাঁদের মানবিক আকুতির কথা তুলে ধরা হয়।

জামাল দাউদ তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন বলেন, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে সাজা ভোগ করছেন, তাঁরা তাঁদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন আছেন। অনেকের পরিবার-পরিজন জানেনও না ওঁরা বেঁচে আছেন নাকি মারা গেছেন। কারণ, মাসের দেখা করার নির্দিষ্ট দিনে কেউ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন না। যদি তাঁদের বাকি সাজা দেশে গিয়ে ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে মাসে অন্তত একবার তাঁদের আপনজনকে দেখতে পারতেন। স্বজনেরাও তাঁকে দেখার সুযোগ পেত।

এখন বাহরাইনের পার্লামেন্টের সদস্যরাও চান, দীর্ঘমেয়াদি দণ্ডপ্রাপ্ত অভিবাসী কয়েদিদের নিজ নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সেখানে তাঁরা বাকি সাজা ভোগ করবেন।

বাহরাইনের পার্লামেন্ট সদস্য জামাল দাউদ গত বছর পার্লামেন্টে প্রস্তাব তোলেন, দীর্ঘমেয়াদি দণ্ডপ্রাপ্ত অভিবাসী কয়েদিদের তাঁদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সেখানে তাঁরা বাকি সাজা ভোগ করবেন। ওই দেশের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে বাকি সাজা খাটার বিষয়টি ঠিক করতে হবে। ৩১ মে প্রস্তাবটির পক্ষে বাহরাইনের পার্লামেন্ট সদস্যরা ভোট দেন। বাহরাইনের সুরা কাউন্সিলে পরবর্তী অধিবেশনে এটি বিল আকারে উত্থাপন করা হবে।

বাহরাইনের পার্লামেন্ট সদস্যদের মানবিক এই প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান নেওয়া নিঃসন্দেহে দীর্ঘমেয়াদি দণ্ডপ্রাপ্ত অভিবাসী কয়েদিদের জন্য সুখবর বয়ে এনেছে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে তাঁরা বাকি সাজা দেশে ভোগ করার সুযোগ পাবেন।

আহতের পাশে আবু সামরায় শ্রমিক ক্যাম্পে ১ জুন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হতাহত শ্রমিকদের দেখতে হাসপাতালে যান কাতারের প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন নাসের বিন খলিফা আলথানি। এ সময় তিনি আহত এক শ্রমিকের শয্যাপাশে গিয়ে তাঁর খোঁজখবর নেন ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা ■ খবর : পৃষ্ঠা–৪

নিজের অটোরিকশায় যাত্রী নিয়ে যাচ্ছেন নাজমা ● সূত্র দ্য ডেইলি স্টার

অটোরিকশার চালকের আসনে একজন নাজমা

প্রথম আলো ডেস্ক ●

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখন সিএনজিচালিত অটোরিকশা চলছে। বিভিন্ন বয়সী পুরুষেরা এই অটোরিকশা চালান। তবে বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কে একটি অটোরিকশার দিকে চোখ গেলে ভিন্ন দৃশ্য চোখে পড়বে। এই সড়কে নিয়মিত অটোরিকশা চালান দৃঢ়চেতা এক নারী। তাঁর নাম নাজমা বেগম (৩২)।

'আমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাই। নিজেই নিজের বস হতে চাই', এই দুই লাইনেই নাজমার স্বাধীনচেতা মনোভাবের পরিচয় মেলে। অনেক বাধাবিপত্তি এড়িয়ে অটোরিকশাচালক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন তিনি। অটোরিকশা চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ভাড়ায় অটোরিকশা নিয়ে অনিয়মিতভাবে কয়েক মাস চালিয়েছেন। এরপর ব্যাংকঋণ আর নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে নিজেই অটোরিকশা কিনেছেন তিনি। গত ১৭ মে থেকে নিজের অটোরিকশা চালানো শুরু করা এই নারী সম্ভবত বগুড়ার প্রথম নারী অটোরিকশাচালক হিসেবে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন।

দৃঢ়চেতা নাজমা বললেন, 'এই পেশা শুরু করার আগে একটি শৌখিন পণ্যের দোকানে নারী বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করেছি। একটি এনজিওতে চাকরি করেছি। এনজিওর চাকরিতে গ্রামে গ্রামে সাইকেল নিয়ে ঘুরতে হতো। তবে দুই চাকরিতে কোনো স্বাধীনতা ছিল না।'

ব্যাংকঋণ থেকে পাওয়া ৩ লাখ ২৮ হাজার টাকা আর নিজের জমানো ৯৫ হাজার টাকায় এই অটোরিকশা কিনেছেন নাজমা। ৩৩ মাসে ঋণ শোধ করতে হবে। কিস্তি ১১ হাজার ৬০০ টাকা। প্রতিদিন গড়ে এক হাজার টাকা আয় হয় তাঁর। গ্যাসের দাম ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে দিনে তাঁর ব্যয় হয় ২৫০ টাকার মতো।

তবে অটোরিকশাচালক হওয়ার শুরুটা সহজ ছিল না নাজমার। আত্মীয়স্বজনদের বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। সম্পর্ক ছিন্ন করার হুমকি শুনতে হয়েছে। তবে স্বামী জাহাঙ্গীর আলম তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। শুধু বাড়িতে নয় বগুড়া-সারিয়াকান্দি রুটে অটোরিকশা চালাতে গিয়ে অন্যান্য অটোরিকশার চালক ও চেইন মাস্টারদের নানা হয়রানির মুখে পড়তে হয়েছে। নাজমা বলেন, অন্য চালকেরা নানা প্রশ্ন তুলেছেন। হয়রানি করেছেন। তবে স্থানীয় অটোরিকশা মালিক সমিতির হস্তক্ষেপে এখন কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

স্থানীয় অটোরিকশা মালিক সমিতির সভাপতি সংগ্রাম সিংহ বলেন, নাজমা বেগমকে এই পেশা চালিয়ে যেতে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেওয়া হবে। বগুড়ার ডেপুটি কমিশনার আশরাফ উদ্দিন বলেন, জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নাজমা বেগমকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে।

দুই ছেলে আর স্বামী জাহাঙ্গীরকে নিয়ে বগুড়ার মধ্য মালগ্রাম এলাকায় বাস করেন নাজমা। বড় ছেলে ক্লাস নাইনে পড়ে। রেজাল্ট ভালো বলে বিদ্যালয়ে তাঁকে কোনো পড়ার খরচ দিতে হয় না। এই ছেলেকে চিকিৎসক বানানোর স্বপ্ন দেখেন নাজমা। আর ছোট ছেলেকে টেকনিক্যাল ট্রেনিং কলেজে ভর্তি করে দিয়েছেন। আশা এই ছেলে বড় হয়ে টেকনিশিয়ান হবে।

নাজমা বলেন, 'আমার এই পেশা আমার পরিবারেও অবদান রাখছে। আশা করি দুই ছেলেকে নিয়ে আমার স্বপ্ন পূরণে তা কাজে আসবে।'

লোহা দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরির প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন নাজমার স্বামী জাহাঙ্গীর। তিনি বলেন, 'স্বজনদের কাছ থেকে বাধা এসেছিল। কিন্তু আমি মনে করি, নারীদের নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত। এ জন্য এসব বাধা উপেক্ষা করে নাজমাকে উৎসাহ দিয়েছি।'

সূত্র : দ্য ডেইলি স্টার।

বাহরাইনে খাদ্যের দাম পর্যবেক্ষণ করা হবে

রমজানে মানবাধিকার সংগঠনের উদ্যোগ

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে পবিত্র রমজান মাসে খাদ্যপণ্যের দাম পর্যবেক্ষণ করবে স্থানীয় একটি মানবাধিকার সংগঠন। এ জন্য একটি হটলাইন খোলা হয়েছে।

'ওয়াচ মাই বাহরাইন' শিরোনামে বাহরাইন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সোসাইটি (বিএইচআরডাব্লিউএস) প্রথমবারের মতো এই উদ্যোগ নিয়েছে। বিএইচআরডাব্লিউএসের জেনারেল সেক্রেটারি ফয়সাল ফুলাদ *গালফ ডেইলি নিউজকে* বলেন, এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বাহরাইনের জনগণের জন্যই। নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে এবং আশপাশে কী ঘটছে তা তাঁদের জানাতেই এই উদ্যোগ।

ফয়সাল ফুলাদ বলেন, 'আমাদের প্রত্যেককে নিজেদের দায়িত্ব ও অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। অধিকার লঙ্ঘন ঠেকাতে তৎপর থাকতে হবে। 'ওয়াচ মাই বাহরাইন' আইডিয়া নেওয়া হয়েছে এ কারণে যে, যাতে প্রতিটি নাগরিক রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও মানবাধিকারের বিষয়গুলো নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। আমরা মূলত পবিত্র রমজান মাসে খাবারের মূল্য পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করব।'

দ্য বাহরাইন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিআই) ঘোষণা করেছে, ৮৮টি খাদ্য বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান খাবারের দাম না বাড়ানোর ব্যাপারে অঙ্গীকার করেছে।

ফয়সাল ফুলাদ বলেন, 'আমরা অতীতে রমজান মাসে দাম বাড়ানোর বিষয়টি লক্ষ্য করেছি। এই দাম বাড়ানোর ফলে নিম্ন আয়ের মানুষ বিশেষ করে প্রবাসীরা কষ্টে পড়েন। এটা করা একেবারেই ঠিক নয়।'

খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা এ ধরনের যেকোনো বিষয়ে অভিযোগ জানাতে হটলাইন ৩৬৪৫৫৪২৪ / ৩৯৮৭১৫১৯ অথবা manama 5555 @hotmail. com. এই ঠিকানায় ই-মেইলে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে।

ফয়সাল ফুলাদ জানান, অভিযোগ পেলে প্রমাণসহ তা বিসিসিআইয়ের কাছে উত্থাপন করা হবে। বিসিসিআই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তি দেওয়ার উদ্যোগ নেবে।

রমজানে অবৈধ তাঁবু উচ্ছেদ

প্রথম আলো ডেস্ক ●

বাহরাইনে পবিত্র রমজানে স্থাপিত অনিবন্ধিত তাঁবু উচ্ছেদের অভিযান চলতি সপ্তাহেই শুরু হয়েছে। দেশটির বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের তাঁবু স্থাপনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মীরা মাসব্যাপী অভিযানের মাধ্যমে যাচাই করে দেখবেন, ঐতিহ্যবাহী এসব তাঁবু স্থাপনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নিরাপত্তা লঙ্ঘন হয়েছে কি না।

ওই বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেন, রমজান মাসে বিভিন্ন এলাকার লোকজন জমায়েত ও বিনোদনের লক্ষ্যে তাঁবু বসান। কিন্তু সব সময় এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বজায় থাকে না। কখনো কখনো মসজিদের সামনে, প্রধান সড়কে এবং বিদ্যুৎ উপকেন্দ্রে তাঁবু স্থাপন করা হয়। এটা জনসাধারণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে রমজান মাসের তাঁবুর জন্য অনুমতিপত্র বা লাইসেন্স দিতে শুরু করেছে। এতে তাঁবুর সংখ্যা ও অবস্থানের তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ সহজ হবে।

রমজান মাসের এসব তাঁবুর মাধ্যমে লোকজন পরিবার-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সন্ধ্যার পর দেখা করে থাকে। বেশির ভাগ তাঁবু দেখা যায় মুহাররাক, রিফা, ইসা টাউন, বুদাইয়া এবং হামাদ টাউনে। বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের ওই মুখপাত্র বলেন, তাঁবুর মালিকদের নিরাপদ স্থান বেছে নিতে হবে। আর সেখানে কোনো দাহ্য পদার্থ রাখা যাবে না। সরকারি কর্মীরা এসব তাঁবুতে গিয়ে যাচাই করবেন—সেখানকার বৈদ্যুতিক তার এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ কতটা নিরাপদ। এ ক্ষেত্রে তাঁবু হতে হবে আগুনরোধী তন্তুর তৈরি। এমন কাউকে তাঁবু ভাড়া দেওয়া যাবে না, যাঁরা ভেতরে বেআইনি কাজকর্ম করতে পারেন। নিয়ম অমান্য করলে বিভিন্ন অঙ্কের জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি তাঁবু অপসারণ পর্যন্ত করা হতে পারে।

সূত্র : বাহরাইন নিউজ

ঢাকা-বাহরাইন আবার সরাসরি ফ্লাইট চালু

বাহরাইন প্রতিনিধি ●

তিন বছর পর আবার ঢাকা-বাহরাইন সরাসরি উড়োজাহাজ চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে বাহরাইনে বসবাসরত প্রায় দেড় লাখ প্রবাসী বাংলাদেশির দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো। এখন থেকে সপ্তাহে পাঁচটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে গালফ এয়ার।

গত ৩১ মে দিবাগত রাত একটায় গালফ এয়ারলাইনসের জিএফ২৪৮ ফ্লাইট প্রায় ১০০ যাত্রী নিয়ে বাহরাইন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সরাসরি ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয়। পরদিন ১ জুন সকালে ওই ফ্লাইট ঢাকায় অবতরণ করে।

নানা অনিয়ম ও বাহরাইন বিমানবন্দরের শর্তাবলি পূরণ করতে না পারায় ২০১০ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশ বিমানের ঢাকা-মানামা সরাসরি ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যায়। প্রবাসীদের যাতায়াতের শেষ সম্বল ছিল গালফ এয়ারলাইনস। কিন্তু হিসাবসংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে ২০১৩ সালে ১ মার্চ গালফ এয়ারেরও ঢাকা-মানামা সরাসরি ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকেই শুরু হয় প্রবাসীদের বিড়ম্বনা।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ও গালফ এয়ারের সরাসরি ফ্লাইট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সরাসরি দেশে যেতে পারতেন না প্রবাসীরা। বাংলাদেশে যাতায়াতের জন্য প্রবাসীদের ট্রানজিট ফ্লাইটে দুবাই, ওমান, কুয়েত, ভারত বা শ্রীলঙ্কা হয়ে বাংলাদেশে যেতে হতো। এতে সময় লাগত ৬ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত। আবার নতুন করে গালফ এয়ার সরাসরি ফ্লাইট চালু করায় এ অবস্থার অবসান হলো।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তা মেহেদী হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বাহরাইনে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম সমস্যা ছিল ঢাকা-মানামা সরাসরি ফ্লাইট না থাকা। দীর্ঘ কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনার পর আমরা সফল হয়েছি। এখন থেকে প্রবাসীরা কম সময়ে এবং ট্রানজিটের বিড়ম্বনা এড়িয়ে সহজে দেশে যাতায়াত করতে পারবেন। এখন থেকে গালফ এয়ার বাংলাদেশে সপ্তাহে পাঁচটি ফ্লাইট পরিচালনা করবে।

গালফ এয়ারের প্রথম ফ্লাইট ঢাকার হজরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর কেক কাটেন কর্মকর্তারা ● সৌজন্যে দ্য পেনিনসুলা